Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

গোধূলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখিকা

শ্রী মা আনন্দময়ী-র চরণাশ্রিতা আশীর্বাদধন্যা
গোপা (গোধূলি দত্ত)
(9811286218, 8383063965 -- Jio No)

মুদ্রণ ও অলংকরণ

প্রিন্ট ও প্রিন্ট
নতুন দিল্লি
(9868113398)

প্রকাশক এবং সত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বই-এর কোনও অংশের কোন সাহায্য গ্রহণ, কোনরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা অনুচিত বিবেচিত হবে।

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার গুরু ভাই-বোনদের
অর্পণ করলাম ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-এর কথা লিখতে
যাঁদের সহযোগিতা আমার
সবসময় মনে পড়বে ...

আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় গুরু-বোন বিশুদ্ধাদি
গুরু-ভাই সন্দীপ দত্ত (গোবলুদা)
গুরু-বোন ছন্দা ভট্টাচার্য
গুরু-বোন মিতালী দাস
গুরু-বোন পদ্মা কুণ্ডু
পুত্রবধূ রঞ্জিতা দত্ত
প্রিয়জন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচিপত্র

প্রথম দেখা	◈	৭
সংযম সপ্তাহ	◈	১৩
দীক্ষা	◈	২৯
মা-এর উপস্থিতিতে দেখা উৎসব	◈	৩৯
অবশেষে ...	◈	৪৭
স্মৃতিচারণ	◈	৫৩-১০৯
উত্তর কাশীতে মা-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা	◈	৫৫
মা-এর কাছের মানুষ	◈	৬৫
বিভিন্ন ক্ষেত্রে মা-এর স্মৃতিমন্দির দর্শন	◈	৭১
মা-এর পায়ে চলে গেলেন	◈	৯৭
মাতৃ-সন্নিধানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলী	◈	১০৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

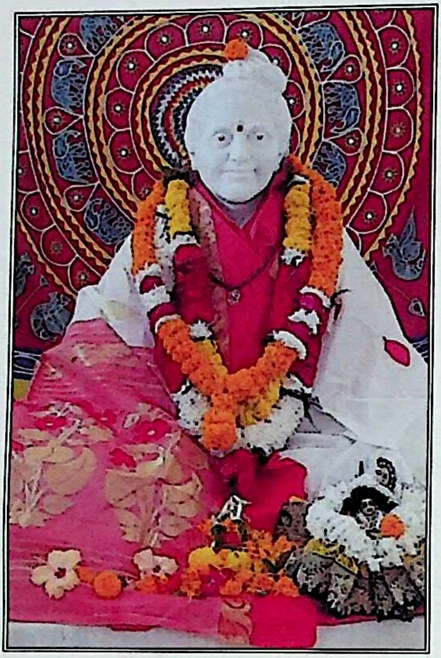

দিল্লি আশ্রমে মা আনন্দময়ীর মূর্তি

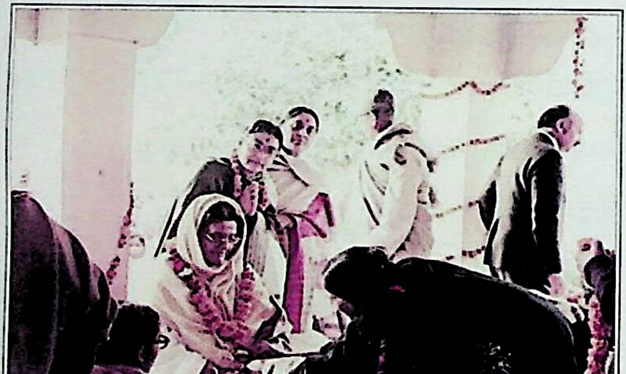

দিল্লি আশ্রমে মা-এর সাথে অলকা ঘোষাল, আমি, বাবা, গুরুভাই এবং পদ্মা কুণ্ডু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

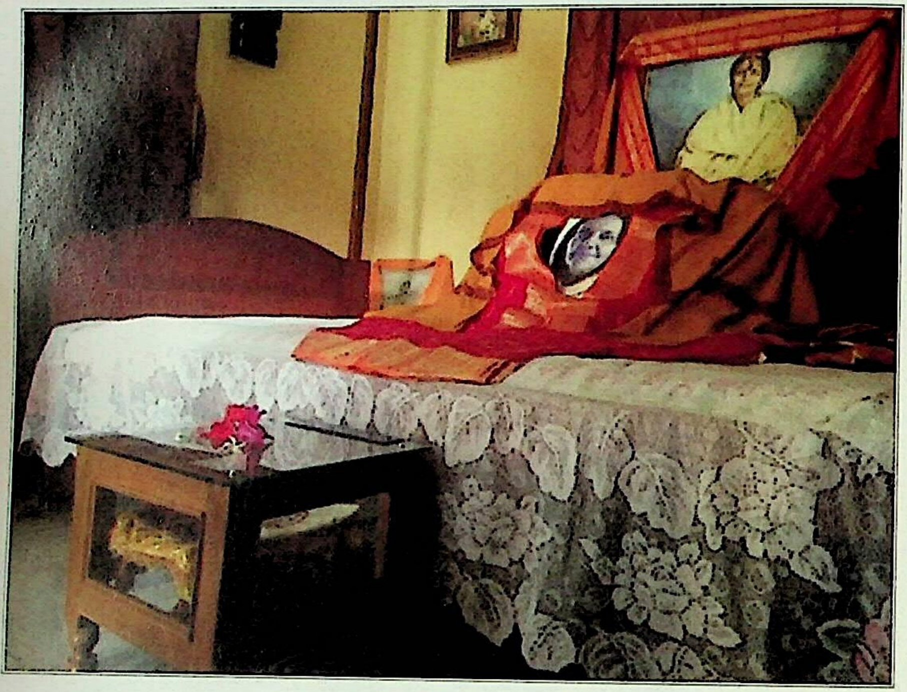

আগরপাড়া আশ্রমে মা আনন্দময়ীর মূর্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মা অর্থাৎ আনন্দময়ী মা-এর কথা, প্রথম দেখার কথা লিখতে গেলে কি লিখব, কোথা থেকে শুরু করব কিছুই জানি না। দিন, তারিখ, মাস ও সাল কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে প্রথম যখন দেখি, তখন কি যে দেখেছিলাম তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। স্মৃতির মণিকোঠায় অনেক কিছু ভিড় করে আসে একে একে। তারই স্মৃতিচারণ করে লিখতে শুরু করেছি।

শ্রী মা-কে প্রথম দেখি কলকাতা-র আগরপাড়া আশ্রম-এ, গঙ্গার ধারে। দোতলা-র বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে ছিলেন — যেন আমাদেরই প্রতীক্ষায়। সাদা ধবধবে ধুতি পরে গায়ে সাদা চাদর, চোখে কালো চশমা, চুল খোলা, পায়ে কাপড়ের চটি, ধবধবে ফর্সা মা-এর গায়ের রঙ। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে লাগছিল শ্রী মা-কে। সূর্যের আলো গঙ্গার জলে পড়ার পর তার সোনা রঙের আলো মা-এর মুখে পড়ে মা-কে আরও সুন্দর লাগছিল। এমন অদ্ভুত দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। হাঁ করে দেখছি তো দেখছি, — এ আমি কাকে দেখছি! স্বয়ং শ্রী ভগবান, না কোনও দেবীর অংশ? এর আগে মা-রূপী অনেক ভগবানের ছবি দেখেছি, যেমন মা কালী, মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী বা মা সরস্বতী-র ছবি। কিন্তু মা-এর এই রূপ এই প্রথম দেখলাম। তাই চোখের পলক পড়ছিল না, কোনও কথা মুখে ছিল না, সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

খেয়ল হল মা-কে প্রণাম করা হয়নি। জানতাম না পা ছুঁতে নেই।
তাই যখন প্রণাম করতে গেলাম, তখন মা বললেন,
'চরণ ছুঁয়ো না।'
জেঠিমা মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন, তাই দেখে আমিও তাই করলাম।

শ্রী মা জেঠিমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।
জেঠিমা বললেন,
'এম.বি. সরকার-এর ছেলের ঘরের মেয়ে।'
সেদিন মা-এর সাথে আর কোন কথাও বিশেষ হয়নি।
জেঠিমা-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ভক্তরা আসতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা আবার মা-কে প্রণাম করে ফিরে আসার জন্য নীচে নেমে এলাম। মা-কে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু জেঠিমার সঙ্গেই ফিরতে হবে তাই। মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কি যে দেখলাম! শ্রী মা-এর রূপ বার বার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। জেঠিমা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

তার আগে জিজ্ঞাসা করলেন,

'মা-কে কেমন দেখলি? কেমন লাগল?'

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না, শুধু বললাম,

'আবার কবে মা-র কাছে নিয়ে যাবেন?'

জেঠিমা হাসতে লাগলেন। বললেন, ফোনে কথা বলবেন।

এখানে জেঠিমা-র পরিচয় দিই। ঢাকা-র ভাগ্যকুল-এর জমিদার শ্রীপ্রমথ নাথ রায়-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী জগন্নাথ রায়-এর সহধর্মিনী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা রায়, উনি শ্রী মা-র একনিষ্ঠ ভক্ত। ওঁকেই আমি 'জেঠিমা' বলি। ওঁর দেওরের মেয়ে পদ্মা এবং ওঁর বড় মেয়ে মহালক্ষ্মী — আমরা খুব বন্ধু ছিলাম। পদ্মা 'জেঠিমা' বলত, তাই আমিও 'জেঠিমা' বলতাম। জেঠিমার কাছে আমি চিরঋণী। উনি আমায় জগৎ-জননী শ্রী মা আনন্দময়ীকে দেখিয়েছেন, চিনিয়েছেন। ওঁর জন্যই আমি প্রথম আমার ভগবানকে দেখেছি।

আমাদের বাড়ির একটু পরিচয় দিই। আমাদের বাড়ি ছিল খুব রক্ষণশীল পরিবারের বাড়ি। এখানে নিত্য শালগ্রাম শিলা পূজা হত। বারো মাসে তেরো পার্বণও হত। কিন্তু গুরু বা গুরুর কাছে যাওয়া এসব একেবারেই ছিল না। সেইজন্য জেঠিমা আমাকে না নিয়ে গেলে আমার শ্রী মা-কে দেখাই হত না। জেঠিমার বাড়ি যাওয়া-আসাতে কারও কোন আপত্তি ছিল না।

তাই যখন জেঠিমা বললেন,

'আমি আগরপাড়া আশ্রম-এ যাচ্ছি, মা-কে দেখতে, তুই যাবি?'

আমিও এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি কিছুই জানি না, কে মা? কোনদিন নামও শুনিনি। কেবল মা নাম শুনেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়িতে যেতে যেতে জেঠিমা বলছিলেন,

'মা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। সাক্ষাৎ ভগবান। যে যা চায় তাই পায়। সাক্ষাৎ অবতার।'

অবতার মানে তখন জানতাম না। শ্রীভগবান মানে জানতাম মন্দিরে যিনি থাকেন, তিনিই ভগবান — ছোট থেকে এই বিশ্বাস ছিল ভগবান মন্দিরে থাকেন। জেঠিমার কথায় তাই একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দেখব। তাই যখন মা-কে দেখলাম, তখন শুধু চেয়েই রইলাম। কি অপরূপ মা, চোখের পলক পড়ছিল না, কানেও কিছু যাচ্ছিল না। শুধু কানে আসছিল গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যত শুকনো ঝরাপাতার মর্মরধ্বনি। স্বর্গ কাকে বলে জানি না, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল এই আমার স্বর্গ। এখানেই আমার ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কি ঐশ্বরিক রূপ! ফিরে এসে মনটা অস্থির হয়ে উঠল। বারবার মা-এর দিব্য রূপ চোখের সামনে আসতে লাগল। আবার কবে দেখা হবে, এই চিন্তা সবসময়েই মনে হতে লাগল। একেই কী বলে ব্যাকুলতা? তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সবসময় তাঁর চিন্তা ব্যাকুল হয়ে করতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে, নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাঁর দর্শন আবার পাওয়ার জন্য — থামলে চলবে না। ব্যাকুলতা না থাকলে তিনি দেখা দেবেন কেন? জেঠিমাকে বারবার ফোন করতাম। শুনলাম শ্রী মা আনন্দময়ী বেনারস চলে গেছেন, সেখানে দুর্গাপূজা হবে। শ্রী মা সেখানেই এখন থাকবেন। কন্যাপীঠ-এর মেয়েরা দুর্গাপূজার আয়োজন করবেন।

জেঠিমাই বললেন, 'গুরুপ্রিয়া দিদি-ও ওখানে আছেন।'

গুরুপ্রিয়া দিদি-কে তখনও আমি দেখিনি। উনি মা-র প্রধানা শিষ্যা।

আমার মনটাও ওখানে যাওয়ার জন্য ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু যাব কার সঙ্গে? জেঠিমা তো এখন যেতে পারবেন না, বললেন, ওঁদের বাড়িতে যখন 'সংযম সপ্তাহ' চলবে, তখন নিয়ে যাবেন। সংযম সপ্তাহ কোনদিন দেখিনি, জানিও না। মা-এর সাথে আর দেখা হবে না — এই ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আবার দেখা হবে এটাই ভাবতে শুরু করলাম। সংকল্প একটাই — আবার দেখা হবে, তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে যেতে হবে। তাঁকে কাছ থেকে দেখতে হবে।

ঠিক তাই-ই হল। দুর্গাপূজা হয়ে গেল, কালীপুজো হয়ে গেল, আবার জগদ্ধাত্রী পুজো আসার সময় হয়ে এল। এর আগেই আবার জেঠিমার ফোন এল, আনন্দের বার্তা বহন করে।

ফোনে জেঠিমা বললেন,

'আমাদের সঙ্গে হাজারিবাগ যাবি? আমরা ওখানে সংযম সপ্তাহ উৎসব করব শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে।'

এইটুকু শুনেই আমি এককথায় রাজি হয়ে গেলাম, মা-বাবার মত না নিয়েই জেঠিমাকে 'হ্যাঁ' বলে দিলাম। শ্রী মা আসবেন ওঁকে আবার দেখতে পাব, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে! আমার মা-বাবা প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন, পরে অবশ্য মত দিয়েছিলেন। কারণ, জেঠিমার কথা ওঁরা ফিরিয়ে দিতে পারেননি। জেঠিমা এবং জেঠাবাবুও আমার মা-বাবার অনেকদিনের পরিচিত। হাজারিবাগে আমাদের বাড়ি আর ওঁদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। হাজারিবাগে যখন যেতাম ওঁরাও আসতেন, খুব হইচই হত।

যাই হোক, বাবা-মা-এর মত পেয়ে আমার আনন্দ আর ধরে না। সংযম সপ্তাহ আগে দেখিনি আর জানিও না কেমন হয়, সেইজন্য সেটা দেখার আগ্রহ আর ৭-৮ দিন ধরে মা-কে দেখতে পাব এই আনন্দ — এটা কি কম সৌভাগ্যের ব্যাপার! শ্রী মা-কে দেখার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই দিন গুনতে লাগলাম। আমরা মোটর-এ করে যাব। জেঠিমা, জেঠাবাবু, আমি আর ওদের মেজ মেয়ে মণি সবাই একসঙ্গে যাব।

ঠিক মনে নেই, সেটা সম্ভবত ১৯৬৪ কিংবা ১৯৬৫ সাল হবে। ওইসময় কালীপুজোর পরে আমরা হাজারিবাগ-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। গাড়িতে যেতে যেতে মা-এর কত গল্প জেঠিমা বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল, আমরা বিকেলবেলা হাজারিবাগ পৌঁছলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযম সপ্তাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজারিবাগ-এ সংযম সপ্তাহের পরে শ্রী মা আনন্দময়ী
এই কালীমূর্তির ছবিটি নিজহাতে দিয়েছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজারিবাগ-এ আমরা পৌঁছানোর আগেই দেখলাম স্বামীজী ও কয়েকজন দিদিরা ঘোরাঘুরি করছেন। ওঁরা আগে পৌঁছে সব বন্দোবস্ত করছেন। শ্রী মা-এর জন্য নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। গৃহীদের বাড়িতে মা থাকেন না। তাই বাগানের ভেতরে একটি নতুন একতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে। শ্রীমা ওখানেই থাকবেন। দিদিরা যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁরা মা-র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ওখানে গোছ-গাছ করে রাখছেন। বিরাট আয়োজন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দলে দলে লোকজন আসতে লাগলেন। বড় স্বামীজী ঘুরে ঘুরে সব দেখাশোনা করছেন। জেঠাবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে, সব দেখছেন। পরের দিন বিকেলে মা এসে যাবেন, তার আগেই সব ঠিকমত হওয়া চাই। গঙ্গাদি মা-এর রান্নার দিক-টা সব দেখছেন। বিল্বদি, কৃপাদি আরও দিদিরা সবাই কাজে ব্যস্ত, তার ফাঁকে ফাঁকে জেঠিমার সঙ্গে কথাও বলছেন।

দেখলাম, বাগানের মাঝখানে ত্রিপল দিয়ে তাঁবু খাটানো। দুইদিকে যাওয়ার রাস্তা। মাঝখানে বেদী। বেদীতে মা ও দিদিমা অর্থাৎ শ্রী মা-র মা সন্ন্যাসিনী মুক্তানন্দ গিরি বসবেন। ভক্তরা সবাই নীচে। একদিকে পুরুষেরা, অন্যদিকে মেয়েরা। দুইদিকের দরজায় দুটো পর্দা ঝোলানো। বেদীর দু'পাশে দুটো কাঠের সিঁড়ি আছে। যত লোকজন আসবেন সব থাকা ও খাওয়া-দাওয়া, দেখা-শোনার ভার বড় স্বামীজী-র ওপর। কি বাজার হবে কি রান্না হবে সব উনি বলে দেবেন। আমি জেঠিমার সঙ্গে ওপরের ঘরেই ছিলাম, রাত্রে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন। কারণ, আগামীকাল মা আসবেন। সবই যে যার কাজ করবেন। আমার তো কিছু করার নেই শুধু শ্রী মা-এর আসার প্রতীক্ষা করা ছাড়া। রাত্রে চোখে ঘুম আসছে না। কখন সকাল হবে। ধীরে ধীরে সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

পরদিন সকালে সবাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কাজে লেগে গেলেন। মা-র বাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে। যে গেট দিয়ে মা-এর গাড়ি ঢুকবে, সেই গেটও ফুল-মালা দিয়ে সাজানো হচ্ছে। জেঠাবাবু স্নান সেরে পুজোর ঘরে চলে গেলেন। ওঁর খুব সুন্দর গোপাল মূর্তি বেদীর ওপর বসানো। আমিও গেলাম প্রণাম করতে। জেঠিমা পুজো শেষ করে একটা বড় রূপোর থালায় সব কিছু গোছাতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা এলে আরতি করবেন তারই সব সামগ্রী ওই থালায় রাখলেন। শাঁখ বাজানো হবে, তাই শঙ্খ-ও রাখলেন আর রাখলেন এক ঘটি জল। শ্রী মা গাড়ি থেকে নামলে ওঁর দুটি চরণ ধোয়ানো হবে। একটি নতুন তোয়ালে রাখা ছিল চরণ মুছিয়ে দেওয়ার জন্য। সময় বয়ে যেতে লাগল।

বিকেলের দিকে হঠাৎ শোরগোল শোনা গেল, কিছুক্ষণের মধ্যে মা এসে পৌঁছাচ্ছেন। দিদিরা সবাই ব্যস্ত এবং সচেতন। জেঠিমা আরতির থালা ও জলের ঘটি নিয়ে মা-এর বাড়ির সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। আমিও জেঠিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। জেঠাবাবু ও স্বামীজী-রা গেটের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রী মা-এর গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে সোজা মা-এর বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জেঠিমা শ্রী মা-র চরণ ধোওয়াতে গাড়ির কাছে গেলেন। আমি জেঠিমার নির্দেশে শাঁখ বাজাতে শুরু করলাম, মা এসে সোজা মা-এর আসনে বসে পড়লেন। জেঠিমা মা-কে মালা পরিয়ে দিয়ে আরতি শুরু করলেন। দিদি-রা গান শুরু করলেন সমবেত কণ্ঠে — 'জয় অম্বে গৌরি মাইয়া ...'।

খুব সুন্দর গানের সঙ্গে সঙ্গে আরতি শেষ হল। আমরা একে একে মা-এর পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। জেঠাবাবু ও স্বামীজীর সঙ্গে মা কথা বলবেন। শ্রী মা-এর সাথে চোখাচোখি হতে মা একটু হাসলেন, ওতেই আমার কি আনন্দ কি বলব! মা আমায় চিনতে পেরেছেন এই ভেবে।

পরদিন থেকে শুরু হবে সংযম সপ্তাহ। তখনই কত লোক আসতে শুরু করেছে। যাঁরা ব্রতী হবেন ওঁদের আগেই পৌঁছাতে হবে। আমারও খুব ইচ্ছা আমিও করব। জেঠিমা বলে দেবেন বলেছেন, সব শিখিয়ে দেবেন। সেদিন রাত্রে মহালক্ষ্মী, জেঠিমার বড় মেয়ে এসে গেলেন। আমারও ভাল হল, আমরা একসঙ্গে ব্রত পালন করব। জেঠিমা সব বলে দেবেন যেদিন যা হবে আগের রাত্রেই বলে দেবেন। প্রথম দিন খুব সকালে উঠে স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রণাম করে তাঁবুতে যেতে হবে এবং সকলের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসতে হবে। তাঁবুতে গিয়ে দেখি, যাঁরা যাঁরা ব্রতী, সকলের আসন পাতা। আসন ওঠানো হয় না। আমরা বসার পরে শ্রী মা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদিমা, স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী-ও তাঁবুতে ঢুকলেন, আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। ওঁরা বেদীতে উঠে বসলেন। আমরাও যে যার আসনে বসে পড়লাম। পুরুষদের দিকের প্রথম সারিতে স্বামীজী-রা বসেছেন, বিভুদা, নির্মলদা, স্বরূপদা, প্রকাশদা, ভাস্করদা, শৈলেনদা প্রমুখ। তারপরে তাঁদের পেছনে পুরুষ ব্রতী-রা বসেছেন। মেয়েদের দিকেও তাই। আগে শুদ্ধাচারিণী দিদি-রা বসেছেন। তারপর আমরা ব্রতী-রা বসেছি। আমি তো শুধু মা-কেই দেখে যাচ্ছি। শ্রী মা সকলের দিকে তাঁর কৃপাদৃষ্টি দিয়ে দেখে বোধহয় শক্তি প্রদান করলেন। কখনও দেখিনি এমন সুন্দর দৃশ্য। তাই দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। দুইদিকের দরজায় একদিকে পানুদা ও অন্যদিকে বীণাদি (নেপালের রাজার বোন)। প্রথমে শুরু হল কীর্তন। তারপরে বেদপাঠ। তাঁবুর দরজা আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত পর্দা দিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ঐ সময় সকলে জপ-ধ্যান করবেন। আমার তো দীক্ষা হয়নি তাই আমি কী জপ করব আমি শুধু মা ও দিদিমাকেই দেখতে লাগলাম। বসে বসে, ঘুম এসে গেছে। কখন একটু ঢুলে পড়েছি হঠাৎ মনে হল, মা দেখতে পাননি তো! ও মা! মা-এর দিকে চেয়ে দেখি, মা-ও আমারই দিকে চেয়ে আছেন। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ঐ একবারই। আর ঘুম আসেনি। মা-ই বোধহয় শক্তি দিলেন চোখে চোখ মিলিয়ে।

এরপর আটটা থেকে ন'টা সমবেত জপ-ধ্যান। ন'টা থেকে ন'টা পাঁচ মিনিট কীর্তন। তারপরে ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত সমবেত গীতা পাঠ, চণ্ডীর বা দুর্গার সপ্তশতী পাঠ, উপনিষদ ব্যাখ্যা। আমার এসব কিছুই জানা নেই। শুধু সবটাই অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম। সবকিছুই নতুন দেখছি ও শুনছি। শ্রী মা এবং দিদিমা-ও বসে আছেন। আমার গীতা ও চণ্ডী না থাকাতে আমি ওই পাঠে যোগ দিতে পারলাম না। শ্রী মা-এর দিকে চেয়ে বসে রইলাম। ওই সময় তাঁবুর দরজা বন্ধ থাকবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এগারোটায় সেদিনের সকালের অনুষ্ঠান শেষ হল। সবাই যে যার আসনে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রী মা ও দিদিমাও উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার জন্য বেদী থেকে নীচে নামলেন। ওঁদের পেছনে আমরাও মা-এর বাড়ি পর্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলাম। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে নীচে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। কিছু অন্যায় করে ফেললাম নাকি? কিন্তু দেখলাম, চিত্রাদি এসে মা-এর হাতে দু'টি বই দিলেন। মা আমায় ডেকে ওই বই দুটি দিলেন। দেখলাম, একটি গীতা ও অপরটি চণ্ডী।

বই দুটি দিয়ে শ্রী মা বললেন,

'গীতা রোজ পড়বে। আর মেয়েদের চণ্ডী পড়তে নেই, তাই শুধু স্তুতি পড়বে।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে, মা দেখেছেন আমি সকলের সঙ্গে গীতা পড়ছিলাম না, তাই ঘরে এসেই আমায় বই দুটি দিলেন। আমার চোখ দু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল দয়াময়ী মা-র অসীম দয়া দেখে। শ্রী মা চিত্রাদিকে বললেন, আমায় দেখিয়ে দিতে। তারপরে যে যার ঘরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার তিনটের মধ্যে যে যার জায়গায় অর্থাৎ তাঁবুতে গিয়ে আসনে বসা। তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত সমবেত ধ্যান ও জপ হবে। এই সময়ের মধ্যে আসন ত্যাগ করা বারণ। কোনও অনিবার্য কারণ হলে নীরবে সন্তর্পণে আসন ত্যাগ করে, তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যাই হোক, আমরা চারটে পর্যন্ত বসে রইলাম। এরপর শুরু হয় নাম-গান, এইভাবে চলছিল সাতদিন। একটা নতুন কিছু জানা ও শেখার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল।

সংযম সপ্তাহ শুরু হওয়ার আগে মা এসে মণ্ডপে আধশোয়া অবস্থায় বসতেন। আর দিদিমা অতন্দ্র প্রহরীর মত মা-এর মাথার কাছে সোজা হয়ে মা-এর দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। কি শান্তমূর্তি দিদিমা, আমি চেয়ে চেয়ে মা-দিদিমাকেই দেখতে থাকি। জপ-ধ্যান, নাম-কীর্তনের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে গেল, কি আনন্দ যে লাগছিল বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না। সারাদিন চোখের সামনে মা বিরাজমান ও দেখে দেখে যেন আঁখি না ফেরে। আনন্দ শুধু আনন্দ। এরপরে শেষ দিন মহানিশার ধ্যান হয়ে সংযম সপ্তাহ শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে সাতদিনের দিন রাত্রি পৌনে বারোটা থেকে সওয়া বারোটা পর্যন্ত এই মহানিশার ধান হবে। সারা তাঁবু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। বেদির চারিদিকে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। সবাই ছায়ার মত এসে যে যার আসনে বসে পড়লেন। আমরাও বসে বসে মা এবং দিদিমা-কে দেখতে লাগলাম। মোমবাতির আলোয় মা-কে খুব ভাল লাগছিল।

পরের দিন রাসপূর্ণিমা। আমার খুব ইচ্ছা করছিল মা-কে মালা পরানোর। মা-কে পুজা করার। অনেককেই দেখেছি পূজা করতে। জেঠিমাকেও দেখেছি। তাই জেঠিমাকে মা-কে পূজা করার কথা বলতে উনি বললেন, মা-কে বলে মা-এর মত নিয়ে জানাবেন। মা রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, পরমানন্দ স্বামীজী-কে বলতে। উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। পুজোয় কি চাই না চাই, স্বামীজী যা যা বললেন, জেঠিমা তাই আয়োজন করবেন বললেন। আমার আনন্দ আর ধরে না। কাল মা-কে পুজো করব। পরের দিনের জন্য অপেক্ষায় রইলাম, রাত্রে ঘুম এল না।

পরের দিন জেঠিমা মা-এর জন্য নতুন শাড়ি এনে দিলেন। একটি রূপোর বড় থালা দিলেন। ফুল-মালা ও ফল, মিষ্টি সব সাজিয়ে দিলেন। দিদি-রা এসে গোছ-গাছ করে দেবেন। দুটো আসনও আনা হল। একটাতে স্বামীজী বসবেন আর একটাতে আমি। আমি মা-এর জন্য মালা গাঁথতে লাগলাম। মা-এর হাতে পরাবো বলে দুটো মালা, মাথায় মা চুলটাকে চূড়ো করে বাঁধেন, সেইজন্য চূড়োর জন্য মালা ও গলায় পরানোর জন্য মালা গাঁথলাম। দুটো পায়ের নুপূরের মত পরাবো তাই দুটো মালা গাঁথলাম। ঠিক সময়ে স্বামীজী এসে সব দেখলেন। ফুল, চন্দন, মালা, ফল, মিষ্টি। একটি ছোট থালায় মা-এর ফল মিষ্টি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, একটি রূপোর গেলাসে খাওয়ার জল, সব প্রস্তুত। স্বামীজী আসার পর মা-কে নিয়ে আসতে বললেন। চিত্রাদি মা-কে নিয়ে এলেন। আমায় জেঠিমা মা-কে কাপড় পরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু মা এসে চৌকি-তে আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে পড়লেন। চিত্রাদি কাপড়টা মা-এর গায়ে দিয়ে দিতে বললেন, আমি কাপড়টা খুলে মা-এর শরীরে চাদরের মত রেখে দিলাম। মালা পরিয়ে দিলাম, চূড়ায় মালা জড়িয়ে দিলাম। হাতে-পায়ে মালা দিয়ে সাজালাম। মা-এর চরণ দুটি ঢাকিনি ওদুটো একটা বড় রূপোর থালায় রাখলেন মা নিজেই। কারণ, এরপর পুজো শুরু হবে। স্বামীজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসন গ্রহণ করার পর আমায় বসতে বললেন। স্বামীজী আমার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। হাতে ফুল-চন্দন, বেলপাতা দিয়ে জোড়হাত করে উনি যা মন্ত্র বলবেন, তাই বলতে বললেন। তাই করলাম। তারপর সেগুলো মা-এর পায়ে গিয়ে দিতে বললেন। আমিও উঠে গিয়ে ওই রূপোর থালার ওপর মা-এর পায়ে দিলাম, সেদিন চরণ ছোঁয়ার সুযোগ পেলাম। এইরকম করে মন্ত্রপূত ফুল ও গঙ্গাজল তিনবার মা-এর পায়ে দিলাম। হাত জোড় করে প্রণাম মন্ত্রসহ প্রণাম করলাম। পুজো শেষ হল। মা-কে ফল-মিষ্টি খাওয়াতে বললেন স্বামীজী। তারপর জলের গেলাস মা-এর মুখের কাছে নিয়ে যেতে উনি এক চুমুক খেয়ে প্রসাদী করে দিলেন। এরপরে মা-এর গায়ের কাপড় খুলে ফুল, মালা সব খুলে দিলেন চিত্রাদি। মা একটি মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।

বললেন, 'এবার তোমরা প্রসাদ নাও।'

স্বামীজী-ও চলে গেলেন। শ্রী মা নিজের গায়ের শাড়িটাও আমায় দিয়ে দিলেন, আমার শাড়িটা হাতে দিয়ে শ্রী মা বললেন,

'গায়ে দিয়ে পুজো করো।'

মা-এর পা থালার ওপর থেকে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। কি নরম তুলতুলে পা, গায়ে শিহরণ জাগছিল। মা মাথায় তিনবার টোকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওরা সবাই প্রণাম করার পর চিত্রাদির হাত ধরে মা চলে গেলেন, বড় স্বামীজী-ও চলে গেলেন। বাইরে 'মা' নাম শোনা যাচ্ছিল। আমরা সবাই মা-এর চরণামৃত নিলাম। পুজোর ফুল পরে এক জায়গায় করে গাছের গোড়ায় মাথায় ছুঁইয়ে ফেলে দিলাম। পুজোর জায়গা মুছে পরিষ্কার করে তারপরে প্রসাদ নিলাম। মনে সেদিন যা আনন্দ পেয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারিণী পরম দয়াময়ী মা আমার। জীবন সার্থক হয়ে গেল। গীতা পেলাম, চণ্ডী পেলাম। মা-এর হাতে করে দেওয়া আশীর্বাদী শাড়ি, মা-কে পুজো করার সুযোগ পেলাম — আর কি চাই?

জেঠিমা বলেছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মা-এর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়।'

ঠিকই বলেছিলেন, আমি পুজো করতে চেয়েছি, মা আমায় সেই সুযোগ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে চোখে দেখিনি, কিন্তু মা-কে কৃষ্ণরূপে সাজিয়ে প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলাম সেদিন। মাথায় চূড়া, সারা শরীর ফুলে সাজানো। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছি, চোখের পলক পড়েনি। শ্রী মা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সংযম সপ্তাহ শেষ হওয়ার পরের দিন থেকে একে একে সবাই চলে যেতে লাগলেন। অনেকেই আগেই মা-কে প্রণাম করে চলে গেছেন। দিদিমা (মুক্তানন্দ গিরি-জী) ও কয়েকজন দিদির সঙ্গে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন বেনারস-এর উদ্দেশ্যে। ওখানেই অপেক্ষা করবেন। গাড়ি-তে সকলের একসঙ্গে জায়গা হবে না তাই। চিত্রাদি, উদাসদি শ্রী মা-এর সঙ্গে গাড়িতে যাবেন। আমাদের সবাই-এর মন খুব খারাপ। উৎসবের দিনগুলো জোয়ারের মত এল, আনন্দ দিয়ে কত তাড়াতাড়ি চলে গেল। এত মন উদাস হয়ে গেল যে বলার নয়। স্নান সেরে জেঠাবাবুর ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথছিলাম, জেঠাবাবুর ঠাকুরঘরে বসে। শ্রী মা আজ রওনা হবেন, তাই তাঁর জন্যও একটা মালা গেঁথে রেখেছি। যখন প্রণাম করতে যাব তখন পরিয়ে দেব এই ভেবে।

হঠাৎ কানে ভেসে এল, মা-এর গলা। আমার নাম ধরে ডাকছেন। মালা গাঁথা ফেলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, রোয়াকের নীচে মা, চিত্রাদি ও উদাসদি দাঁড়িয়ে। শ্রী মা-এর এক হাত চাদরের নীচে ঢাকা আর এক হাত দিয়ে আমায় নীচে যেতে বলছেন।

চিত্রাদিও একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন,

'নীচে নেমে আয়। মা কখন থেকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছিস না?'

শ্রী মা-এর আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করে মন বিষাদে ভরে যায়, তারই ফলে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। তাই মা-এর ডাক কানে আসেনি। তাই অপরাধীর মত নীচে নেমে এসে মা-এর সামনে দাঁড়াতেই মা তাঁর গায়ের চাদরের নীচ থেকে একটি ছবি বের করে আমায় দিলেন।

বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এঁকে ঠাকুরঘরে রেখো, আর রোজ পুজো করো।'

ছবিটি দু'হাত পেতে নিলাম। নিয়ে দেখলাম, মা কালী-র ছবি। কি আনন্দ হল, মা নিজের হাতে আমায় মা কালীর ছবি দিলেন। আমার নামটা বদলে আমায় 'গোপা' বলে ডাকলেন। সেদিন কিছু অতশত বুঝতে পারিনি। পরবর্তীকালে মনে হয়েছিল মা ওইদিনই আমায় পরম শক্তি দিলেন। দু'চোখে জলের ধারা, বাঁধ মানছে না। মা-কে আবার প্রণাম করলাম, মা রওনা হওয়ার জন্য একবার ঘরের দিকে গেলেন। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এখনই রওনা হবেন। জেঠিমা আরতির থালা নিয়ে আসতে গেলেন। গাড়ির চারিধারে সবাই আমরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

চিত্রাদি হঠাৎ বললেন, 'মা-এর পা ধোওয়ার জল নিয়ে আয়।'

ছুটে গিয়ে একটি পাথরের কানা-উঁচু পাত্রে হলুদ জল ও একটি তোয়ালে নিয়ে এলাম। মা গাড়িতে বসে পড়েছেন। ডানদিকে নীচে উদাসদি বসে। আমি গাড়ির কাছে যেতেই শ্রী মা দুটি চরণ একটু উঁচু করে তুলে ওই হলুদ জলে ডুবিয়ে দিলেন। চিত্রাদির নির্দেশে এক হাতে চরণ রেখে অন্য হাতে তোয়ালে নিয়ে শুকনো করে মুছিয়ে দিলাম। মা-এর পায়ে চপ্পল উদাসদি পরিয়ে দিলেন। ট্রেন-এর সময় হয়ে আসছে, এবার রওনা হতেই হবে। বড় স্বামীজী, জেঠাবাবু সবাই গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে। চিত্রাদি সামনের সিট-এ উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। 'জয় মা জয় মা আনন্দময়ী' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। আমরাও চোখের জল নিয়ে ঘরের দিকে এগোলাম। চারিদিকে শূন্যতা বিরাজ করছিল। সবাই আমরা ঘুরে বেড়চ্ছি, কিন্তু কারও যেন প্রাণ নেই। সকাল থেকে কেউ কিছু খাইনি। কিন্তু তা-ও কারও খিদের কথা মনে নেই। যাই হোক, ঘরে এসে গোপাল-কে মালা পরিয়ে দিলাম। বেদিতে মা-র দেওয়া মা কালী-র ছবিটা রেখে গিয়েছিলাম। ওটা ওখান থেকে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ব্যাগে রেখে দিলাম।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে জেঠিমা বললেন,

'গাড়ি স্টেশনে যাচ্ছে, স্টেশনে যাবি? মা-এর ট্রেন এখনও চলে যায়নি।'

আমি তো সবসময় নেচেই থাকি, ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলে বললাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হ্যাঁ, যাব চলুন।'

আবার সবাই মিলে গাড়ি করে স্টেশনের উদ্দেশ্যে চললাম। শ্রী মা-এর কিছু জিনিস পৌঁছানোর ছিল, তাই আমাদের সুযোগ হয়ে গেল। যত দেখা যায়, ততই লাভ। আশা আর মেটে না। স্টেশনে পৌঁছে মা-এর কম্পার্টমেন্ট-এর ভিতরে গিয়ে দেখি, মা বসে আছেন, মালপত্র এদিক-ওদিকে রাখাচ্ছেন। আমাদের দেখে হাসলেন।

মা-কে প্রণাম করে বললাম,

'মা. আমি তোমার সঙ্গে যাব। আশ্রমে থাকব।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'এখন নয়। মা-বাবার মত নিয়ে এসো, তবেই আশ্রমে থাকতে পারবে।'

অগত্যা এবার আর মা-এর সাথে যাওয়া হল না। অপেক্ষা করতে হবে মা-বাবার মতামতের জন্য। জানি না, ওঁরা আমায় আশ্রমে থাকার অনুমতি দেবেন কি না? যাই হোক, ট্রেন ছাড়ার সময় হল, আমরা ট্রেনে থেকে নেমে এলাম। ধীরে ধীরে ট্রেন বেনারসের দিকে রওনা হয়ে গেল। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। এবার আমাদের ফেরার পালা। মা-কে ঘিরে কত কথা মনে পড়ছে। মা-এর কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। রাত্রে কুঁয়োর ধারে বসে মা-এর বাসন মেজে দিদিদের পৌঁছে দিতাম. দিদিরা যা কাজ বলতেন দৌড়ে দৌড়ে তাড়াতাড়ি করতাম — সেই ফাঁকে মা-কে দেখতে পাওয়ার আশায়।

একদিন রাতে মাজা বাসন রাখতে এসে মা-এর দরজার কাছে দাঁড়াতে মা দেখালেন ওঁর পাশে জানালার নীচে পদ্মনাভ-র মূর্তি। রূপোর সিংহাসনে রূপোর মূর্তি! কি সুন্দর সিংহাসনে মালা জড়ানো, গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। হাত জোড় করে প্রণাম করলাম। শুনলাম, ত্রিবান্দ্রম্-এর রাজা ওই মূর্তি মা-কে দিয়েছেন। ম-এর কাছাকাছি থাকলে অনেক কিছু শোনা যায়, অনেক কিছু দেখা যায়। মা যা বলেন সেটাই তো মা-এর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। মা বলেন, সকলের মধ্যেই ভগবান। সেই ভগবানকে ধরার জন্য জপ ধ্যান ও অভ্যাস করা। কেবল ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ করা। আমি জপ করতে পারি না, কারণ, আমার দীক্ষা হয়নি। তাই শুধু সবসময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-কে স্মরণ করে ভগবানকে স্মরণ করতে পারি। এবার মা-এর সঙ্গে দেখা হলে দীক্ষার কথা বলব মনে মনে এটাই ঠিক করলাম। দীক্ষার জন্যও ব্যাকুল হতে হবে। ব্যাকুল না হলে, একাগ্রচিত্ত না হলে, তাঁকে পাব কি করে? চিত্ত স্থির করতে হবে। তবেই ধ্যানে মন বসবে।

মা বলেন, 'অস্থির মন সংসার, স্থির মন ব্রহ্ম।

সর্বদাই স্মরণ ও মনন। জীবনে গুরুর খুব প্রয়োজন। গুরু না হলে জ্ঞান হয় না। গুরুকরণ হয়ে গেলে শ্রীগুরুই সব করিয়ে দেন।'

এবার আমাদের কলকাতায় ফেরার পালা। এখানে এসেও মনে শান্তি নেই। কেবলই মা-এর মুখ মা-এর চিন্তা আবার কবে দেখা হবে!

জেঠিমা বললেন,

'দীক্ষা নিতে হলেও বাবা-মার মত নিতে হবে।'

কারণ, এখনও আমি অবিবাহিতা। যাই হোক, সুযোগ বুঝে মা-বাবার মত নিয়ে রাখব।

সংযম সপ্তাহের আরও একটি ঘটনার কথা লেখা হয়নি। আমার বন্ধু পদ্মা কুণ্ডু তার ছোট মেয়েকে নিয়ে মা-এর কাছে আসতে চাইলে মা বারণ করেছিলেন। কিন্তু ওরা প্রণাম করে চলে যাবে বলে এসেছিল। মা-এর সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করে যাওয়ার সময় পদ্মার ছোট মেয়ে কুনিয়া রোয়াক থেকে পড়ে গেল এবং কাঁধের 'কলার বোন' ভেঙে গেল! খুব যন্ত্রণা। ওরা তখনই মেয়ে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। শ্রী মা হয়ত আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন যে, একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই আসতে ওদের মানা করেছিলেন। এটাই শিক্ষা হল — মা-এর কথা মান্য করা উচিত।

এইভাবে আমার জীবনের প্রথম সংযম সপ্তাহ দেখা শেষ হল। এই উৎসবে খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম সকালে ওঠা, স্নান সেরে যে যার আসনে বসে ধ্যান করা জানতাম না। সব দেখে শুনে খুব ভাল লাগছিল। খুবই আনন্দে কাটল ক'টা দিন। সবচেয়ে আনন্দের খবর হল, শ্রী মা-এর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য। সংযমের শেষে প্রত্যেকদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভুদা-র কণ্ঠে এই তিন লাইন গান গেয়ে শেষ হত আমাদের এই সুন্দর দিন।

'হে পিতঃ হে হিত, হে ব্রহ্ম তত্ত্বম্
হে পিতঃ হে হিত হে ব্রহ্ম ভূতম্
হে পিতঃ হে হিত হে ব্রহ্ম স্বরূপম্।।'

শুনলাম, কাশীতে সর্বপ্রথম যখন ব্রত হয়েছিল সকাল আটটা থেকে ন'টা। মা সেই সময়ে অর্ধশায়িতভাবে মৌন ছিলেন। মা দেখেছিলেন মা-এর সামনে একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলে মাথায় লম্বা চুল, বাদামি রঙ-এর কাপড় পরে এই তিন লাইন-এর পদগুলি গাইল। মা-ও মৌনভঙ্গের পর ওই তিনটি লাইন গানের পদ গাইলেন। মা-এর পরে বিভুদা এই তিনটি পদ গাইলেন এবং সংযম সপ্তাহ শেষ হল। এর পর থেকে প্রতি বছর নাকি সংযমের পরে এই তিনটি লাইন গাওয়া হয়ে থাকে। আর অন্য সময়ে নয়। মা নিজেই অন্য সময়ে গাইতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ওই সময়ে সেখানে ছিলাম তাই জানতে পারলাম। নিজেকে জানা, আপনাকে পাওয়া, সর্বতোভাবে সত্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা ইত্যাদি পালন ও নিজের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা, সকলের সেবাই সংযম সপ্তাহের উদ্দেশ্য। সেদিনের শিক্ষা পরবর্তীকালেও করে যেতে হবে, তবেই জীবনের সার্থকতা।

মা-এর যে কত করুণা তা প্রতি পদে পদে জানতে পারি। কিছুদিন পরের এক ঘটনায়। কেমন করে শ্রী মা আমাদের রক্ষা করেছেন। কারও বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যা হোক, ঘটনাটা হল — কলকাতায় ফেরার দুই-তিন মাস পরে পদ্মা আমায় ফোন করে জানায়, ওরা দুটো গাড়ি নিয়ে দীঘা-য় যাবে। আমি যাব কিনা। আমি তো হৈ-হৈ প্রিয়, তাই নেচে উঠে বললাম, মা নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই যাব। সবই মা-এর ইচ্ছা।

যাই হোক, দুটো গাড়ি — একটা চালাবে ড্রাইভার ও একটা চালাবেন প্রতিভা-দা নিজে। আমার ভাই ছানু, আমি, পদ্মা, আমরা ফিয়াট গাড়ি-তে উঠলাম। আর আমার জামাইবাবু মনতোষ পাইন, উর্মি, পদ্মার সাত বছরের মেয়ে ও প্রতিভাদা দুটো দরজাওয়ালা নতুন হেরাল্ড গাড়িতে করে রওনা হলাম। দীঘা কলকাতা থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশি দূরে নয়। তাই সবাই মিলে আনন্দ ও হৈ হৈ করে দীঘা পৌঁছলাম। সমুদ্রের ধারে খুব ভাল লাগছিল দেখতে। সেইসময় বেশি হোটেল হয়নি দীঘা-তে। একটা হোটেলে একতলায় কয়েকটা ঘর দেখে আমরা সেখানেই থাকা মনস্থ করলাম। সারাদিন সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ানো, গান ও খাওয়া-দাওয়া খুব মজা লাগছিল। আমি সাঁতার জানি না, তাই সমুদ্রে নামতে একটু ভয় করছিল। পদ্মা-রা হৈ হৈ করে জলে নেমে স্নান করছিল। যাই হোক, দু'দিন হৈ হৈ করে কেটে গেল। রাতে যখন সবাই শুয়ে পড়েছে, আমি আর পদ্মা আমরা দুজনে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম। শ্রী মা-র কথাই বেশি হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, দীক্ষা নিতে গেলে কি কি করতে হবে। মনটা ভীষণ ব্যস্ত হয়েছিল দীক্ষা নেওয়ার জন্য।

পদ্মা বলল,

'মা-ই সব বলে দেবেন। পূজার সময় এবার মা কলকাতায় আসবেন, আগরপাড়া-য় দুর্গাপূজা হবে।'

এইসময় আমরা দেখলাম, হঠাৎ একটা কালো কুচকুচে মোটাসোটা লোক খালি গায়ে ছায়ার মত আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আমরা হঠাৎ এই দেখে ভয় পেয়ে চমকে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন ফিরতে হবে।

সকালে উঠে যে যার কাজ সেরে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। কারণ, গাড়ি আর কোথাও দাঁড়াবে না। সোজা কলকাতায় যাবে। যেমন এসেছিলাম তেমনি আবার গল্প করতে করতে দুটো গাড়ি রওনা হল। আগে প্রতিভা-দার গাড়ি, পরে আমাদের গাড়ি। বেশ কিছুদূর চলার পরে পদ্মা চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় মা, জয় মা' বলে, ড্রাইভার-কে গাড়ি থামাতে ব'লে। আমিও পদ্মার চিৎকার শুনে সামনে তাকিয়ে দেখি, হেরাল্ড গাড়ি তিন পাক খেয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গেল। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে লাফিয়ে খাদে পড়লাম। সবাই কান্নাকাটি করছি, হেরাল্ড গাড়ির চারটি চাকা ওপরদিকে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জামাইবাবু তালগোল পাকিয়ে সিটের নীচে। প্রতিভা-দাও নীচে পড়ে, স্টিয়ারিংটা বুকের ওপরে। তবে প্রতিভা-দা কথা বলছিলেন,

'আমাকে টেনে বার করো ...'

তখন আমাদের উর্মি-র কথা খেয়াল হল। গাড়ির ভেতরে তো উর্মি নেই! আমরা ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগলাম, একটু পরে আমাদের ড্রাইভার দেখাল, উর্মি একটু দূরে দু'গালে হাত রেখে বসে আছে। গাড়ির পেছনের কাঁচ ভেঙে গিয়ে বাইরে পড়েছে। বেচারা কাঁদছেও না, এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপরে প্রতিভাদা, জামাইবাবু সবাইকে বাইরে বার করা হল। পুলিশ এল, আমাদের সবাইকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হল, ওখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা হল, কারুরই খুব বেশি কিছু হয়নি। এটা শ্রী মা, আনন্দময়ী মা-এর কৃপা ছাড়া করুণা ছাড়া আর কি হতে পারে! গাড়ির ট্যাঙ্ক-ভর্তি পেট্রোল, গাড়ির চার-চাকা ওপরের দিকে। গাড়িতে আগুন লাগতে পারত, কিন্তু কিছুই হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে সবাই অক্ষত দেহে কলকাতা ফিরে এলাম। খালি মনে হতে লাগল —

'মাগো মা, সবই তোমার ইচ্ছা। বাঁচালে তুমি বাঁচাবে, মারলে তুমি মারবে।' সেদিন থেকে মা-এর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। শুধু তাঁকে স্মরণ করা ও তাঁর বাণী মনন করা — এটাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়।

মা-এর কাছে যাওয়ার জন্য আরও মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। দীক্ষা নেওয়ার জন্য মন ছটফট করতে লাগল।

পদ্মা বলল, 'দেখো, সময় হলে ঠিকই দীক্ষা হয়ে যাবে।'

দেখা যাক, সেই শুভ সময় আমার কবে আসবে? বাড়ি পৌছে মা-কে সব ঘটনা বলাতে আমার গর্ভধারিণী মা শ্রী মা-এর দর্শন করতে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার দীক্ষা নেওয়ার অনুমতি মনে হল পেয়ে যাব।

জয় মা, জয় মা, জয় মা ...

মাঝে মাঝেই জেঠিমা-র কাছে শ্রী মা-এর খবর নিতাম, বেশ কিছুদিন পরে শুনলাম, এবার আগরপাড়া আশ্রম-এ শ্রী মা ও দিদিমার উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে। তখন আমার দীক্ষা নেওয়ার সুযোগ হবে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। দীক্ষা নেওয়ার জন্য যত দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই অস্থিরতা বাড়তে লাগল। এর আগে মা-এর জন্মোৎসব শুরু হবে বেনারস-এ। জেঠিমা যাবেন। আমার যাওয়া হবে না। কলেজ-এর পরীক্ষা এসব নিয়ে ওই সময় একটু ব্যস্ত থাকব। তাই জেঠিমাকে বলেছি, মা-এর কাছে আমার দীক্ষার কথাটা একটু বলে রাখতে। দুর্গাপূজার সময় যখন মা আসবেন তখন আমি দীক্ষা নেব। ততদিনে আমি বাবা-মা এর মত নিয়ে নেব। আমার মা-এর একটাই কথা বিয়ে তো তোমাকে আমরা দেবই, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বললে গুরু-র অবমাননা হবে। তাই উনি নিষেধ করছিলেন।

আমি বললাম, 'কিছুই হবে না, শ্রী মা-এর আশীর্বাদে তোমরা শুধু দীক্ষা নিতে মত দাও।'

যাই হোক, বাবা-মা দুজনেই রাজি হয়ে গেছেন। অপেক্ষা শুধু — শ্রী মা কি বলবেন, কবে দীক্ষা হবে, জেঠিমা বেনারস থেকে ফিরলেই জানতে পারব।

অবশেষে মা-এর জন্মোৎসব শেষে জেঠিমা ফিরতেই ওঁর কাছে সব শুনলাম। মা-এর জন্মোৎসব খুব বিরাট ও হৈ হৈ করে সমাপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে দেখার আগ্রহ রইল। আমার দীক্ষা পূজার সময় হবে বললেন। একদিন আগরপাড়া-য় গিয়ে সব জেনে আসতে হবে। কি কি জিনিস নিয়ে যেতে হবে সেটা কিনে নিয়ে যেতে হবে। দিন গুনতে লাগলাম। ব্যাকুলতা আরও বাড়তে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

আমার প্রথম দীক্ষা-গুরু দিদিমা (মুক্তানন্দ গিরি)

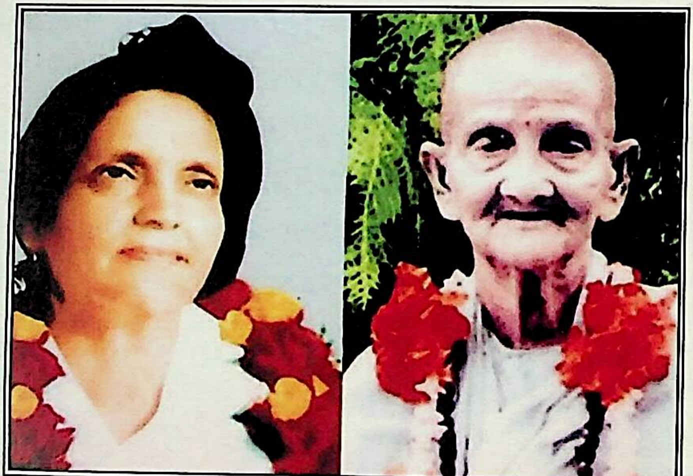

দীক্ষা হওয়ার পরে দুই দীক্ষা-গুরু
দিদিমা এবং শ্রী মা আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে দুর্গাপূজার সময় এল। আগরপাড়া অশ্রমে মা-এর ঘর, দিদিমার ঘর সব সাজানোর প্রস্তুতি চলল। এর মধ্যে একদিন গিয়ে আমি জেনে এসেছি দীক্ষার জন্য কি কি দরকার। কম্বলের আসন, গামছা, নতুন শাড়ি। বকুল ফুল ঐখান থেকে নেওয়া হবে। ঐদিনই কিনে নিয়ে যেতে হবে। দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন আমাকে দীক্ষা দেবেন দিদিমা, অর্থাৎ মা-এর মা। সময়টা জেনে ঠিক সময়ে আসতে হবে। কোশাকুশি আর হাত মোছার একটি নতুন তোয়ালে নিয়ে যেতে হবে।

এরপর এল সেই শুভ মুহূর্ত। দিদিমা বলেছিলেন, নতুন শাড়িটা পরে আসতে হবে। কোন সেলাই করা জিনিস পরা চলবে না। কি করে বিনা সেলাই-এর জিনিস ছাড়াই শাড়ি পরব ভেবে পেলাম না। যখন আগরপাড়ায় গেলাম, ভিড় আরও বাড়তে লাগল, তখন লোকে লোকারণ্য। ছবিদি সহ দিদিরা সবাই মা-এর নামগান করছেন, তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছিলেন।

সালটা মনে হয় ১৯৬৫ সাল। কলকাতায় দুর্গাপূজা। চারিদিকে হৈ হৈ, আগরপাড়া আশ্রম জমজমাট, দলে দলে দর্শনার্থী আসছেন। ভিড়ে ভিড়। তার মধ্যে দুর্গাষ্টমী, খুব বড় করে মা-এর নাম-গান চলছে। ছবিদি ও সব দিদিরা, ভক্তরা সবাই নাম-গানে যোগ দিয়েছে, কি অপূর্ব পরিবেশ। মা এসে বসেছেন। ভক্তরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছেন। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে।

মা আমায় বললেন, দিদিমার কাছে যেতে। যা বলার উনি বলে দেবেন। মন্দিরের পেছনদিকের ঘরে দিদিমা ছিলেন। আমারই অপেক্ষা করছিলেন। বিমলাদি এসে বললেন, শাড়িটা পেঁচিয়ে পরে নিতে। জেঠিমা ও আমার মা-ও এসেছিলেন। এরপরে আমি দিদিমার সঙ্গে শিবমন্দিরে এলাম। একজন এসে ফুল ফল সব গুছিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। দালানে তখন দুর্গাপূজা চলেছে, ঢাক-ঢোল আরতির আওয়াজ। পরিবেশটা দারুণ সুন্দর লাগছিল। দিদিমা একটি উঁচু চৌকিতে বসলেন। আমায় পাশে কম্বলের আসন পেতে তাতে বসিয়ে যা বললেন. তাই করলাম। ভেবেছিলাম ওইভাবে কাপড় পরে বসতে পারব না, কিন্তু শ্রী গুরুর কৃপায় কোনও অসুবিধা হল না। সামনে শিবলিঙ্গ। আমার ও দিদিমার মাথায় একই গামছা ঢাকা। আমার কানে দিদিমার ঠোঁট। পুরোহিতের পূজা শেষ হতেই দিদিমা ফিসফিস করে আমায় মন্ত্র দিলেন। একই গামছার নীচে আমি ও আমার গুরু, তখন আমি আর আমাতে ছিলাম না। কি শুনলাম, জানি না সারা শরীর রোমাঞ্চিত। প্রথমে গুরু-নাম দিলেন, তারপরে গায়ত্রী জপ তারপরে ইষ্টের নাম দিলেন। মন্ত্র দেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার বাপের বাড়ি বৈষ্ণব না শাক্ত। আমার মা বলেছিলেন, আমরা বৈষ্ণব। কারণ, আমার তখন আমার বিবাহ হয়নি। তাই বাপের বাড়ি বৈষ্ণব সেটাই বললাম। মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া শেষ হল, কি হল জানি না, আমি দিদিমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম কি দেখছিলাম জানি না। সামনে শিবলিঙ্গ। ওঁর মধ্যে আমি ঐ শিবকেই প্রত্যক্ষ করলাম।

সম্বিৎ ফিরে এলে দিদিমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

'তোমার দীক্ষা নেওয়া শেষ হল।'

একমুঠো গোলাপ ফুলের পাপড়ি আমার হাতে দিলেন। তারপর বললেন,

'এক হাজার জপ করো। একবার জপ শেষ হলে একটা পাপড়ি সরিয়ে দিও। তাহলে গণনা ঠিক হবে। উনি হাতে কর গোনা শিখিয়ে দিলেন।

বললেন,

'পেছনের দালান খালি আছে ওখানে কোনও শোরগোল নেই, ওখানে গিয়ে জপ করো। তারপর এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

আমি সেই কথামত করলাম। কি অদ্ভুত অনুভূতি হল কি বলব! জপ শেষে এসে দিদিমাকে প্রণাম করলাম, দিদিমা বললেন, ত্রি-সন্ধ্যা জপ করতে।

'দুপুরে যদি না পার সকালে দু'বারের জপ করে নিও।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার হাতে ফল-মিষ্টি, প্রসাদ দিলেন।

বললেন, শ্রী মাকে প্রণাম করে খেতে। কিন্তু মা-এর কাছে পৌঁছাব কি করে? তখন পূজা দালানে প্রচণ্ড ভিড়, ঠেলাঠেলি আর আমার শরীরে একটা শাড়ি জড়ানো, তাই দূর থেকে মা-এর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত জোড় করে প্রণাম করলাম। সন্ধেবেলা আসব বলে বাড়ির দিকে আমার গর্ভধারিণী মা-কে নিয়ে চলে এলাম। এই আমার দীক্ষা-কাহিনী। অপূর্ব দিনক্ষণে শ্রী দুর্গা মহাষ্টমীতে শ্রী আনন্দময়ী মা-এর উপস্থিতিতে সাত্ত্বিক দিদিমার কাছে দীক্ষা হয়ে গেল। মনের মধ্যে যে ব্যাকুলতা ছিল তা কিছুটা প্রশমিত হল। মন আনন্দে ভরে গেল। সন্ধেবেলা আবার আগরপাড়া আশ্রমে গেলাম।

মা-কে প্রণাম করে উঠতেই মা বললেন,

'দিদিমা তোমার গুরু, উনি যেমন যেমন বলেছেন, তেমনি তেমনি করবে। নিত্য জপ করবে। জপ যত বেশি করবে, তত চিত্ত শুদ্ধ হবে। মন পবিত্র হবে। সবাইকে নারায়ণ জ্ঞানে ভালবাসবে। সেবা করবে। হাতে কাজ মুখ নাম জপ করবে।'

শ্রী মা অনেক ফল দিলেন, আঁচল পেতে নিয়ে শ্রী মা-এর আর্শীবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আমার নিত্যে জপ-ধ্যান চলতে লাগল। দিন যায়, মনটা পড়ে থাকে শ্রী মা-এর চরণে। আবার কবে দেখা পাব। এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমার মা ও বাবার মনও সেদিন আশ্রমে গিয়ে দুর্গাপূজার উৎসব ও শ্রী মাকে দেখে মা-এর কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমার জেঠিমাকে ফোন করে মা ও বাবা তাদের সব ইচ্ছার কথা জানালেন।

জেঠিমা বললেন,

'দক্ষিণ কলকাতা-য় শ্রী মাখনলাল ঘোষ-এর বাড়ি, নতুন বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন মা আসবেন। ওইসময় ওঁরা দীক্ষা নিতে পারেন।'

জেঠিমা-ই সব কথা বলে নেবেন জানালেন। অবশেযে ওইদিন আমার বাবা ও মা-র একসাথে শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে দিদিমার কাছে শুভদিনে দীক্ষা হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল।

শ্রী মাখনলাল ঘোষের বাড়িতে সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। একতলায় পূজা হয়ে যাওয়ার পরে সবাই যখন বেরোতে যাবে তখন কেউ একজন এসে বলল, সিঁড়িতে মা-এর ছোট ছোট পায়ের ছাপ। ওপরতলা তখনও শেষ হয়নি। ওপরে যাওয়ার সিঁড়িতে জল পড়ে একটু কাদা কাদা হয়েছিল। তার ওপরেই ছোট ছোট পায়ের ছাপ। শ্রী আনন্দময়ী মা-কে জানাতে মা হাসতে লাগলেন — 'মা লক্ষ্মী এসেছেন ...' এই বলে। শ্রীযুক্ত মাখনবাবু ওই সিঁড়িতে পায়ের ছাপগুলো মুছতে না দিয়ে ওই জায়গাটা বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। কি পরম ভক্ত ছিলেন! শ্রী মা-কে নতুন বাড়িতে আনলেন ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পদছাপও পেলেন। এসব দেখলে মনে হয় শ্রী ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। উনি তো ভক্তের ভগবান। এরপরে মা ও দিদিমা, দিদিরা সবাই পরের দিন বেনারস রওনা হয়ে যান। শ্রী মা-এর সাথে এতদিন কাটানোর পরে শ্রী মা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন। মনটা বিষাদে ভরে গেল। তবে দীক্ষা দিয়ে নতুন জন্ম হল, নতুন অনুভূতি — একান্তে তাঁকে ডাকার আনন্দ সেটাও বিরাট লাভ।

এইভাবে দিন কাটছিল। আমার মা তাঁর কথা রাখলেন। গ্র্যাজুয়েশন-এর পর আমার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে আমার বিবাহ হয়ে গেল। শ্রী মা বিয়ের দিন আমার মাথার ওড়না ও আমার স্বামীর মাথার বেনারসী চাদর ও সিঁদুর পাঠিয়ে দিলেন। জেঠিমা বিয়ের দিন এসে নিজে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি ধন্য, আমার গুরুর প্রসাদ ওইদিন পেয়ে। চোখে জল এসে গেল শ্রী মা-এর অসীম করুণা দেখে। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বিবাহিত জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে কোনদিন শ্বশুরবাড়িতে কোন অসুবিধা হয়নি। কেউ কোনদিন আমাকে জপ-ধ্যান নিয়ে একটা কথাও বলেনি। বরঞ্চ আমার শাশুড়ি-মা শ্রী মা-কে দেখার জন্য ব্যস্ত হলেন, তাঁর কাছে দীক্ষা নেবেন বলে জানালেন। এসব শ্রী মা-এর কৃপা ছাড়া কখনও সম্ভব?

বিয়ের পরে রাঁচী যাওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুনি, সেখানে শ্রীমা-এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম আছে। সন্ধেবেলায় গেলাম রাঁচী আশ্রম-এ। গিয়ে অবাক হয়ে কালীমূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম। এই কালীমূর্তির ছবি তো শ্রী মা আমাকে দিয়েছিলেন হাজারিবাগ-এ। এই শক্তিময়ী মা-কে রোজ পূজা করতে বলেছিলেন। সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠল শ্রী মা-এর এত কৃপা অনুভব করে। আমরা সাংসারিক জীব সবসময় শ্রী ভগবানের কৃপা ও করুণা বা তাঁর অস্তিত্ব বুঝতে পারি না। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। শুধু দেখার চোখ খোলা রাখতে হয়। তাঁকে সবসময় স্মরণে রাখতে হয়। শ্রীশ্রী মা কালী শক্তি-স্বরূপিণী। তাই শ্রী মা সেই কালী-মাতার ছবি দিয়ে আমায় শক্তি প্রদান করেছিলেন সংসার-যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য। কখনও কখনও মন খারাপ হলে মা-এর ছবি দেখলে মনটা শান্তিতে ভরে যেত। মা-র চোখ দেখে মনে হত কত করুণা ঝরে পড়েছে শ্রী মা-এর দু'নয়ন থেকে। তখন মনটাও ভাল হয়ে যেত।

অনেকদিন হয়ে গেল শ্রী মা কলকাতায় আসেননি, পশ্চিম ভারতেই বেশি যেতে থাকেন। কখনও মুম্বাই, কখনও আমেদাবাদ, কখনও পুণে কখনও-বা দিল্লির কালকাজি-তে। দীর্ঘ দু'বছর কি আড়াই বছর পরে শুনলাম শ্রী মা দিল্লি-তে আছেন। সেখানে বড় বড় নেতারা সব মা-কে প্রণাম করতে আসছেন। ইন্দিরা গান্ধীও মা-এর কাছে আসতেন। কিন্তু সব জায়গায় তো ছুটে ছুটে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই শুনে চুপচাপ থাকতে হত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার স্বামী অফিস থেকে এসে এক সুখবর দিলেন। উনি দিল্লিতে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আমার এ খবর শুনে আনন্দ আর ধরে না। কারণ, দিল্লি-তে শ্রী মা বেশি আসেন, আমারও মা-কে দেখার খুব সুবিধে হবে। এসব শ্রী মা-এর কৃপা ছাড়া কি বলব! ছোট দেড় বছরের মেয়ে নিয়ে দিল্লি এলাম। তখন শ্রী মা দেরাদুন-এ। অপেক্ষায় রইলাম কবে দিল্লি আসবেন দেখা হবে। তখন দিল্লিতে কাউকে চিনতাম না। সঙ্কল্প ছিল, মা দিদিমা-কে দেখার। কতদিন দেখি না।

একদিন দিল্লি আশ্রমে বেড়াতে গেলাম মা-এর আসার খবর শুনে। কয়েকজন দিদিরা এসেছিলেন আলাপ হল। বিল্বদি, গিনিদি, শম্পাদি, গঙ্গাদি প্রভৃতির সঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা এলেন সঙ্গে উদাসদি ও চিত্রাদি। শ্রী মা শুনলাম দু'দিন থাকবেন। সন্ধ্যের দিকে গেলাম শ্রী মা-এর সাথে দেখা করতে। অনেক মহিলা ভক্তের সঙ্গে দেখা হল। পরিচয়ও হল। কেউ কেউ কীর্তনও করেন। সমবেত কীর্তনে আমিও সঙ্গ দিলাম। শক্তিদি, ভক্তিদি, অলকাদি ওদের সঙ্গে আলাপ হল, কি ভাল লাগল! এ এক নতুন জগৎ। যত দেখি ততই মুগ্ধ হয়ে যাই। শ্রী মা-কে দেখতেই থাকি। চোখ ফেরাতে পারি না। আনন্দের জোয়ারে ভাসি। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ছোট্ট মেয়ে, তাকে নিয়ে ফিরতেই হয়। যে ক'দিন দিল্লিতে ছিলেন দেখা করতে যেতাম। বৃন্দাবনে মা আসার খবর পেলে ছুটে যেতাম। সকালে গিয়ে রাত্রে ফিরে আসতাম।

শ্রী মা-এর সঙ্গে প্রায়ই অনেক উৎসব দেখেছি। গাজিয়াবাদ-এ দোল উৎসবে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি, বিরাট প্যাণ্ডেল, মা তাঁর নিজের আসনে এক জায়গায় বসে আছেন, পাশে বিরাট একটি পরাত (থালায়) -এ পাহাড়-প্রমাণ আবির নিয়ে। সকাল এগারোটায় আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল, সবাই মা-কে আবিরের টিপ পরাচ্ছেন, মা তাদের দিকে মুঠো ভরে আবির ছুঁড়ে দিচ্ছেন। আমাদেরও সেই অবস্থা। একজন দিদি পাশে দাঁড়িয়ে সকলকে মিষ্টি প্রসাদ দিচ্ছিলেন, আমরাও আবির-মাখা অবস্থায় প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এরপরে বৃন্দাবনে ভাগবত সপ্তাহ-এও গিয়েছি। সারাদিন থেকে রাত্রে ফিরে এসেছি। আসতে ইচ্ছা না থাকলেও আসতে হয়েছিল।

দিল্লি-তে শিবরাত্রি পূজা-ও মা, দিদিমার উপস্থিতিতে দেখেছি এবং পূজাও করেছি। এককথায় প্রায় সব উৎসবই মা-এর উপস্থিতিতে দেখেছি, আনন্দ করেছি। একবার নিজে হাতে কিছু করে মা-কে দিতে ইচ্ছা হল, অনেকেই দেখি, তাঁরা মা-এর জন্য কিছু না কিছু করে নিয়ে আসেন। আমি সবসময় ফল, মিষ্টি নিয়ে যেতাম। কিন্তু মা তো সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতেন। যাই হোক, নিজে হাতে কি রেঁধে খাওয়াব তাই ভাবছিলাম আর তা মা খাবেন কিনা তা-ও ভাবছিলাম, অন্তর্যামী মা সবই বুঝতে পারলেন। তাই দিল্লির আশ্রমের হলঘরে কীর্তন ও হরিনাম সংকীর্তন চলছিল। সেখানে মা বসেছিলেন। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ মা উঠে দাঁড়ালেন, ঘরে যাবেন। আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

'মা, আমি তোমাকে কিছু রেঁধে খাওয়াতে চাই।'

যেতে যেতেই মা বললেন,

'পায়েস করে এনো, চালের নয় — সুজির পায়েস। দিদিদের কাছে জেনে যেও।'

আমরা গৃহী। তাই আমাদের কোন বাসনে রান্না হবে না। নতুন উনুন, নতুন বাসন। কোনও সেলাই-করা জামা-কাপড় পরে নয়। খুব শুদ্ধভাবে রেঁধে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক সেইভাবে সব কিছু করে উপোস করে পায়েস রেঁধে দিল্লির আশ্রমে মা-কে খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। নতুন রূপার বাটি-চামচ-ও নিলাম। নতুন তোয়ালে একটা সঙ্গে নিলাম। একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কালকের মত। হঠাৎই মা হলঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে যেতে যেতে আমাকেও যেতে বললেন। আমিও মা-কে অনুসরণ করে ওপরে যেতেই দেখি, মা সিঁড়িতে বসে পড়লেন এবং আমায় বললেন, 'দাও, পায়েস দাও।'

শ্রী মা-এর সঙ্গে জি.এস. পাঠক-এর মেজো মেয়ে ইন্দিরাদিদিও ছিলেন। উনি বললেন, 'মা-কে খাইয়ে দাও।'

গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে চামচ করে মা-এর মুখে পায়েস দিতে গেলাম কিন্তু মা-এর মুখে দেওয়ার আগেই ঠক্‌ঠক্ করে হাত কাঁপতে লাগল। জানি না কেন — মা, হাঁ করে আছেন। কোনওমতে তিন চামচ মা-এর মুখে দিলাম।

মা বললেন,

'খুব ভাল হয়েছে। আমি খেয়েছি, বাকিটা প্রসাদ বাড়ি নিয়ে গিয়ে সকলকে খেতে দিও।'

ইন্দিরাদিদি মা-এর মুখ জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন, আমি নতুন তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলাম। কেন জানি না, এত হাত কেঁপেছিল কেন? তারপরে মা-কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মা আবার কীর্তনে চলে গেলেন। কি অসীম কৃপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা, ঐ তিন চামচ পায়েস খেলেন আমার হাতে। আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিয়ে গেলেন। তখন সত্যিই মনে হয়েছিল ভক্তের ভগবান। ডাকার মত ডাকলে উনি ঠিকই সাড়া দেন। নানান ব্যস্ততার মধ্যে লোকে লোকারণ্য হলঘর থেকে আমায় দেখে উঠে এলেন, পায়েস খেলেন।

দিল্লি-তে আসার পরে মা এলে প্রচুর নামী-দামী লোকেরা আসতেন মা-কে প্রণাম করতে। আমরা তো যেতামই, আমাদেরও ওঁদের দেখার সুযোগ হয়ে যেত। যেমন, জ্ঞানী জৈল সিং, গুলজারিলাল নন্দ, জি.এস. পাঠক, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ। শ্রী মা-এর কাছে সবাই এসে বসতেন। তখন তাঁদের শিশুর মত লাগত।

শ্রী আনন্দময়ী মা- এর বাণী

দেখ ত গরু ত' পশু, পশু কি না পশুর বৃত্তি, সেই বৃত্তিগুলির রক্ষক রাখাল কি করে? না, গরুগুলিকে রক্ষা করিয়া যাহাতে তাহাদের নিকট হইতে দুধ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করে। দুধ হইল শুভ্রবর্ণ, শুভ্রবর্ণ হইল কি না সত্ত্ব গুণ।

বৃত্তিগুলিকে সেইরকমভাবে রক্ষা করিতে হয় যাহাতে তাহা হইতে সত্ত্বগুণ বাহির হয়। তাহার পর মন্থন করিয়া সত্ত্বের সারবস্তু মাখন উঠিল। সেই মাখনের পরিণতি কোথায়? না, পরমাত্মায়, তাই মাখনচোর কৃষ্ণ। এখন পরমাত্মাকে তুমিই তুমি বল কি, আমি আমিই বল, একই কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে দেখা উৎসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

হরিদ্বার-এ শ্রী মা আনন্দময়ীর আশ্রম

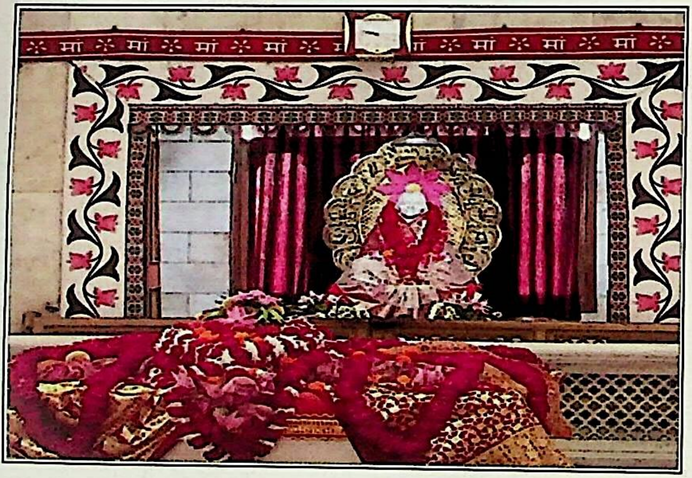

কনখল-এ শ্রী মা আনন্দময়ীর সমাধি মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল্লি-তে আসার পর একটা সুবিধে ছিল, কাছে-পিঠে কোথাও মা-এর উপস্থিতিতে কোন উৎসব হলে ঠিক পৌঁছে যেতাম। বেশিদিন থাকতে না পারলেও একদিন অন্ততঃ দেখে আসতাম। সালটা ঠিকঠাক মনে নেই, ১৯৭০-৭১ সাল হবে। দেরাদুন-এ রাজা বহিন-এর বাড়ি দুর্গাপূজা হবে। শুনেই যাওয়া মনস্থ করলাম। রাজা বহিন-এর বাড়ি হিমালয়ের কোলে সুন্দর একটা জায়গায় ছিল। শ্রী মা থাকবেন তাই নতুন একটা ঘর তৈরি করেছিলেন। বড় বড় কাঠের কাজ করা সব দরজা, জানালা। দেখবার মত সুন্দর। ওইখানে দুর্গামূর্তি এক জায়গায় ত্রিপল টাঙিয়ে সেখানে রাখা আছে। পূজায় যাঁরা আসছেন ঠাকুর দেখে অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমিও ফেরার আগে শ্রী মা-এর ঘরের দিকে গেলাম। রাজা বহিন (মিসেস খৈতান) কাউকে বাধা দেননি। আমি গিয়ে দেখি, দরজাটা ভেজানো আছে, ভিতরে মা-এর গলার আওয়াজ। আমি সাহস করে ঢুকে পড়লাম। শ্রী মা একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কি অপরূপ রূপ ভদ্রমহিলার! সাদা সিফন শাড়ি পরণে, গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে। গলায় বড় বড় ঝুমকো ও পান্না-র মালা। হাতে হীরের চুড়ি। মোটের ওপর এত সুন্দর লাগছে যেন কোন দেবী দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। শ্রী মা মাথায় হাত দেখিয়ে দাঁড়াতে বললেন, কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা হাত দেখিয়ে আমায় মা-কে প্রণাম করে যেতে বললেন।

আমিও সাহস করে শ্রী মা-কে প্রণাম করে বললাম,

'মা, আমরা দিল্লি ফিরে যাচ্ছি।'

মা-ও বললেন,

'সাবধানে যেও। প্রসাদ নিয়েছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ মা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘর থেকে বেরোবার আগে ওই ভদ্রমহিলাকে হাসিমুখে হাতজোড় করে 'জয় মা' বলে এলাম। বাইরে বেরিয়ে দিদিদের মুখে শুনলাম, উনি জয়পুর-এর রাণী গায়ত্রী দেবী। তাই এত সুন্দর। যেমন দেখতে তেমনি ব্যবহার। নম্রতায় ও স্নেহে ভরা, মুখে কোনও বিরক্তির চিহ্ন ছিল না। বরঞ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসিমুখে আমায় মা-কে প্রণাম করার সুযোগ দিলেন। সোলোন-এর রাজা ও আরও অনেক রাজা-রাণী-কে দেখেছি মা-এর কাছে এসে তাঁকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে ও শ্রী মা-এর আশীর্বাদ নিয়ে যেতে।

দিল্লি-তেও অনেক ভক্ত পরিবারকে দেখেছি যাঁদের সঙ্গে কথা বললে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। এইরকম এক ভক্ত পরিবার জিতেনদা-র বাড়ির সবাই, ওঁর বড় ভাই বীরেন-দার ছেলে-মেয়েরা, বউ-রা, সবাই শ্রী মা-এর পরম ভক্ত। ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগত। একবার বৃন্দাবন-এ 'ভাগবৎ সপ্তাহ' হচ্ছিল। সালটা মনে হয় ১৯৭৩ সাল। সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখ। দিনটা ছিল রবিবার। আমরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলাম। সোমবার ভোরে খবর পেলাম ওইদিন রাতে অর্থাৎ রবিবার রাতে জিতেন-দা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন। শ্রী বৃন্দাবনধাম-এ ভাগবৎ সপ্তাহ চলাকালীন সময়ে শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে শ্রী মা-এর পরম ভক্ত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। মনটা খুবই খারাপ লাগছিল এই তো দেখে এলাম, কথা বলে এলাম, এর মধ্যে চলে গেলেন। সেদিন রাধাষ্টমী ছিল। পুণ্যলগ্নে পুণ্যবান ভক্ত চলে গেলেন।

যাই হোক, আবার গতানুগতিক জীবনে ফিরে আসি। জপ-তপ যেমন যেমন মা বলেছেন তেমনি করি। কিন্তু কেবল মনে হত দিদিমা, আমার গুরু। উনি আমায় কানে মন্ত্র দিয়েছেন। অন্তর্যামী মা উনি সব বুঝতে পারেন। সেদিন কুম্ভমেলায় মায়ের উপস্থিতিতে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, আমাদের আশ্রমের স্বরূপ-দা প্রমুখ অনেক স্বামীজী গিয়েছিলেন। আমি যেতে পারিনি। মনটা খারাপ ছিল। রাত্রে স্বপ্নে মা দেখা দিলেন।

বললেন, 'স্নান সেরে এসো।'

আমি ঘুমের মধ্যে কুম্ভে স্নান সেরে আসতেই মা আমায় কাছে ডেকে একটা নাম দিলেন। বললেন, 'নিত্য জপ করো।'

ঘুম ভেঙে গেল। মন অস্থির তবে কি দিদিমার দেওয়া নাম জপ করব না, মা-এর দেওয়া নাম জপ করব? এরপর মা কুম্ভ থেকে মোদিনগর-এ আসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা দর্শন ও প্রণাম করতে যাই। ভিড় কমে গেলে মা-এর ঘরে মা-কে প্রণাম করি এবং স্বপ্নে পাওয়া নামের কথা বলি।

মা-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

'তোমার দেওয়া নাম করব না, দিদিমার দেওয়া নাম জপ করব?'

মা উত্তর দিয়েছিলেন,

'আগে দিদিমার দেওয়া নাম জপ করবে, পরে স্বপ্নে পাওয়া নাম করবে।'

সেদিন আমার মনের সব দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। মা ও দিদিমা দুজনেই এক। দুজনেই আমার গুরু। যেই রাম সেই কৃষ্ণ, এক দেহে রামকৃষ্ণ। মনে যখনই কোন প্রশ্ন উঠত, মা-কে জিজ্ঞেস করার আগেই মা অন্য কাউকে কিছু সৎসঙ্গ-এ বলছেন, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম। দিদিমাকে যখনই দেখতাম, দিদিমা মালা জপ করতেন। সেইজন্য দিদিমাকেও কিছু প্রশ্ন করতাম না।

শ্রী মা দিদিমাকে দেখিয়ে বললেন,

'দেখ, অজপা জপ কেমন করছেন, তোমাদের দিদিমা। সর্বদাই মুখে নাম রেখো। জিভে নাম করবে, বাইরের কেউ দেখতে পাবে না। নাম অক্ষয়, যখন খুশি নাম করবে যত পারবে তত নাম করবে। হাতে কাজ করবে, মুখে নাম করবে। রান্না করবে নাম করতে করতে, দেখবে ওই রান্না প্রসাদ তৈরি হয়ে যাবে। স্বাদও অপূর্ব হবে।'

শ্রী গুরুর উপদেশ অমৃতময় হয়ে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে জীবনকে সুন্দর করে তোলে। সকালে চোখ খুলে গুরুর পদে মাথা রেখে প্রণাম করে সংসার যাত্রা সুরু করতে হবে। রাত্রে সব কাজ সারা হলে শ্রী গুরুর চরণে সব সমর্পণ করে শুতে যাবে। সবসময় সমর্পণ ভাব থাকা উচিত, তাহলে আমাদের কোন চিন্তা থাকবে না। যা করবেন, শ্রী গুরুই করবেন। সেইজন্য জীবনে গুরুকরণ করা খুব প্রয়োজন। গুরুই আমাদের গোবিন্দ দর্শন করান। গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম। পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ। শ্রী মা-এর যেখানে যেখানে উৎসব হত, সেখানে যাওয়ার সুবিধা থাকলে চলে যেতাম। ১৯৭৪ সালে কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-এ পদ্মা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভা কুণ্ডু-র বাড়ি-তে শ্রীমদ্ভাগবৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দিতে পারিনি বলে মনে খুব দুঃখ হয়েছিল। কত বড় বড় লোকের ভাষণ কত লোকের আসা-যাওয়া জগৎজননী মা-কে দেখে তাঁরা প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে চলে যেতেন।

পদ্মাদের ওপর মা-এর অসীম কৃপা। রাণীদি, চিত্রাদি, চিত্রা ঠাকুর সবাই মিলে মা-কে নিত্য সাজাতেন ফুলের মালা দিয়ে। কৃষ্ণ সাজিয়ে হাতে ফুলের বাঁশি দিতেন। পদ্মার কাছে গল্প শুনতাম। মনে মনে মা-কে এই বেশে কল্পনা করে দেখতাম। শেষে মনকে এই বলে আশ্বাস দিতাম, ছোট ছেলে নিয়ে যাওয়া হয়ত মা-এর ইচ্ছা ছিল না, প্রচণ্ড ভিড় হত। তাই মা যা করেন, মঙ্গলের জন্য। এপরে কনখল-এও কয়েকবার শ্রী মা-র ভাগবতে গিয়েছি। শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে খুব আনন্দ হত।

এরপরে ১৯৮১ সালে অতি-রুদ্র যজ্ঞ হল কনখল-এ। শেষের দিকে দু'দিন আগেই গিয়েছিলাম। কি বিরাট যজ্ঞশালা, কত পণ্ডিত-রা এসেছেন। ১১টি যজ্ঞকুণ্ড। সারাদিন ধরে মন্ত্রপাঠ, ঘৃতাহুতি সব হত। যজ্ঞের সামনে ছোট মাঠ ছিল সেখানে রুদ্রাক্ষ গাছের নীচে গো-দান অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। যা আগে কখনও দেখিনি। যজ্ঞ যেখানে হচ্ছিল ওই ঘরের চারদিকে চারটে দরজা ছিল। চার দরজায় চার বেদের চার মূর্তি বসানো ছিল। ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অর্থববেদ। আমরা সুযোগ পেয়েই যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করতাম। যত প্রদক্ষিণ করা যায় ততই ভাল। হোমের ধোঁয়ার সুগন্ধ ভেসে আসত, সারাদিন ধরে মাইকে যজ্ঞ-র মন্ত্র ভেসে আসত। শ্রী মা গিয়ে মাঝে মাঝে বসতেন, দূব-দূরান্ত থেকে কত সাধুমণ্ডলি আসতেন যজ্ঞ দেখতে। যেদিন পূর্ণাহুতি হবে, তার আগের দিন রাত্রে আমরা মা-এর ঘরের সামনে যে গেট ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন. সিঁড়ি দিয়ে নেমে চাতালে বসলেন। উদাসদি মা-কে বসানোর জন্য চেয়ার নিয়ে গেলেন। আমরা সাহস করে গেট খুলে শ্রী মা-র সামনে মাটিতে বসে পড়লাম। মা বলে চলেছেন, আগে যে যজ্ঞ হয়েছিল, দুষ্ট লোকের জন্য সেটা পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। দুষ্ট লোকের আনা-গোনা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত পাহারাদার বসানো হয়েছে। ওপর থেকে কেউ যাতে আগুন লাগাতে না পারে তার জন্য যজ্ঞকুণ্ড আগে বিচুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে ঢাকা হয়েছে তার ওপরে মোটা টিনের ঢাকা দিয়ে যজ্ঞশালা সুরক্ষিত করা হয়েছে। কোনমতেই যেন যজ্ঞ পণ্ড না হয়। আমরা বসে দেখছিলাম আজই ওরা সেলাই মেসিন, ড্রেসিং টেবিল, গোদরেজ আলমারি, খাট আরও কত জিনিস সব যজ্ঞশালার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সবাই মিলে।

মা বললেন,

'এসব কাল পূর্ণাহুতির পরে পণ্ডিতদের দান হিসেবে দেওয়া হবে।'

প্রচুর সামগ্রী সব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে উদাসদি এসে মা-কে ঘরে নিয়ে যাবেন বলাতে, মা উত্তর দিলেন,

'দাঁড়া না, কালই তো সব শেষ হবে যাবে। আজ একটু কথা বলতে দে।'

উদাসদি বললেন, 'রাত বারোটা বেজে গেছে, গুরু ঘরে চলো।'

মা বলে চলেছেন, — যজ্ঞের কথা, তারপর হাত দুটো নিজের বুকের ওপর রেখে বললেন,

'তোমরা জন্মেছ এই শরীরের জন্য।'

শুনে আমাদের চোখের জল বাধা মানে না। দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ল। শরীরে শিহরণ জাগল। শ্রী মা-র এত দয়া আজ এই শুভক্ষণে মা আমাদের এ কি শোনালেন! আমরা মা-র জন্য কিছুই করতে পারি না, কিন্তু শ্রী মা বললেন, আমরা জন্মেছি ওঁর জন্য। আমরা ধন্য। আমাদের জীবন ধন্য মাতৃগুরুর মুখে এই কথা শুনে।

তারপরে মা নিজে উঠলেন, আমাদেরও বললেন,

'যাও, অনেক রাত হয়েছে, বিশ্রাম করো, কাল আবার পূর্ণাহুতির যাত্রা হবে।'

শ্রীমা-এর উপস্থিতিতে প্রতিটি উৎসব সর্বাঙ্গীন সফল ও সুন্দর হয়। সেদিন আমাদের এত ভাল লেগেছিল।

দয়ময়ী মা, কৃপাময়ী মা, তোমার কত কৃপা। তোমার দয়া অপার। শুনলাম, আমরা যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পুত্রবধূ মেনকা ও নাতি বরুণ-কে নিয়ে যোগ দেন অতি রুদ্রযজ্ঞে প্রতিষ্ঠা উৎসবে, শ্রীশ্রী মা কালীর মূর্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠা খুব ধূমধাম করে হয়েছিল। মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিঁখুতভাবে সমস্ত করিয়েছেন। কত সাধু, সন্ন্যাসীর একসঙ্গে মন্ত্রপাঠ, অভিষেক-এর জল ঢালা ইত্যাদি। হোমের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, সব মিলিয়ে আকাশে-বাতাসে কি যে অপূর্ব পরিবেশ হয়েছিল বলার নয়। এরপরে সঙ্কটমোচন শ্রী হনুমানজী-র মূর্তিও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মা বলেছিলেন হনুমানজী এই আশ্রম রক্ষা করবেন। কেষ্ট-র কাছে অনেকবার একথা শুনেছি। ওই সময়ে দিল্লি-তে যাঁরা যাঁরা নতুন বাড়ি করতেন, তাঁরা মা-কে নিয়ে এসে গৃহপ্রবেশ করতেন। এই উপলক্ষে আমাদেরও মাতৃদর্শন হয়ে যেত। আর উৎসবের ঢেউ বয়ে যেত। নামগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত।

কনখল-এ মা-এর জন্মোৎসব শেষে সাধু-ভাণ্ডারা দেখেছি। দেখেছি ১০৮ জন কুমারী পূজা ও তাদের ভোজন করানো। মা-এর জন্মোৎসব বেদীর কাছে একটি কুমারী পূজা হত, যজ্ঞও হত। সাধু ভোজনে ধুতি, বাসন ও খাম-এ করে টাকা দেওয়া হত। এইরকম অনেক উৎসব মা-এর সামনে দেখেছি। আজও কোন উৎসব হলে মা-এর উপস্থিতি উপলব্ধি করি। যেখানে ভাগবৎ সপ্তাহ হয়, সেখানে গেলে চোখ বন্ধ করলে মা-কে দেখতে পাই। মা যে আমার সর্বত্র বিরাজমান। সকলের মধ্যেই মা-কে দেখতে চেষ্টা করি।

মা বলতেন, 'যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।'

সংসার ছাড়তে বলেন না, সংসারে থেকে সর্বদাই তাঁকে স্মরণে রাখতে বলেন।

'তাঁকে মনে রাখলে আমাদের জীবন আবাদ, আর ভুলে গেলে বরবাদ।'

মা সবসময়ে আমাদের মনে করিয়ে দিতেন —

'হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।
তাঁর নাম করো, যত পার, তাঁকে ডাকো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মা আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে এল সেই ভীষণ দিন।

কয়েকদিন ধরেই মা-এর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। কিছুই খাচ্ছিলেন না। শুধু কমলালেবুর রস একটু একটু করে খাচ্ছিলেন। কিন্তু মা যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন বুঝতে পারিনি।

১৯৮২ সালে ২৭শে আগস্ট রাত সাড়ে আটটায় বলাই (মামাবাবুর ছেলে) এসে আমাদের খবর দিল, মা দেরাদুন-এ দেহ রেখেছেন রাত ৮-১০ মিনিটে।

সেদিন কিছুই ভাল লাগছিল না। খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে গিয়ে জানালার সামনে ঘর অন্ধকার করে বসেছিলাম। সেদিন মনে হয়নি, এই রাত্রি শেষ হয়ে আবার ভোর হবে। দু'চোখে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। মানতে পারছিলাম না মা-এর আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যেতে লাগল আর ভোরের আলো ফুটে উঠল।

হরিদ্বার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। ভোর পাঁচটায় আমরা গাড়িতে করে বাড়ি থেকে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় আলোকদি, বাণীদি ওদের নিয়ে নিলাম। আমাদের সকলের চোখেই জল। কেউ কোনও কথা বলছি না, বলতে পারছিলাম না। কনখল-এ পৌঁছে শুনলাম, মা-র দেহ নিয়ে ওঁরা রওনা হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছে যাবেন। কনখল আশ্রমের হলঘর-এ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যর মূর্তির সামনে মা-কে রাখা হবে। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসছেন মা-কে প্রণাম জানাতে। অবশেষে মা-এর দেহ এসে পৌঁছাল। হলে যেখানে রাখার কথা বলা হয়েছিল সেখানে রাখা হল। মা-কে দেখে সমবেত ক্রন্দনের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল। আমরা সবাই লাইন করে দাঁড়ালাম, একে একে যাব, মা-কে মালা দিয়ে প্রণাম করব। শ্রী মা-এর দেহ ঘিরে সবাই আমরা ঘুরে ঘুরে প্রণাম করে যাচ্ছি আর মুখে একই মন্ত্র —— 'একমেব দ্বিতীয় নাস্তি।' কারও খিদে-তেষ্টা নেই। সবাই সব ভুলে গেছে। উঠোনে যেখানে মা-কে 'স্থূল সমাধি' দেওয়া হবে, সেখানে মাটি খোঁড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ওখানে একটি গাছ ছিল। তার নীচে বেদী বাঁধানো ছিল। মা প্রায়ই আসা-যাওয়ার সময় ওখানে বসতেন। সারাদিন ধরে চলল মাটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাটা, স্বামীজী-রা কেউ ছিলেন না। ওঁরা মানস সরোবর তীর্থ-এ গিয়েছিলেন। যে যা মালা দিচ্ছে একজন দিদি সেগুলো তুলে একদিকে রাখছেন। আর একটা কাপড় নিয়ে মা-এর মুখটা বারবার মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। কারণ, মুখটা মা-এর শুকিয়ে যাচ্ছিল। এরপর অনেক লম্বা বরফের স্ল্যাব এনে তার ওপর মা-এর শরীর রাখা হল। আমার বাবাও কাঁদতে কাঁদতে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেই সময় শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আসবেন মা-কে প্রণাম করতে। সেদিন রাত্রে না এসে উনি পরদিন আসবেন। সারাদিন সবাই অপেক্ষা করতে লাগল, কখন উনি আসবেন। উনি এলেন বিকেলে। হাতে চন্দন কাঠের মালা, চোখে জল। চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল টকটক করছে। যাই হোক, শ্রী মা-এর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। শুনলাম, উনিই প্রথম মা-এর সমাধিতে মাটি দেবেন। এরপর মা-কে আস্তে আস্তে তোলা হল। মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছিল, কানাইয়া থুতনির নীচে থেকে একটি নতুন কাপড়ের টুকরো এনে মাথার ওপরে বেঁধে দিল, যাতে মা-এর মুখটা হাঁ না হয়ে যায়। বড় বড় ভক্তরা সবাই মা-কে প্রণাম করে সরে যাচ্ছেন।

আস্তে আস্তে মা-এর দেহ সমাধি দেওয়ার জন্য নামানো হল। ইন্দিরা গান্ধী একটি পদ্মফুল নিয়ে মা-এর মাথায় দিলেন ও প্রথম এক মুঠি মাটি মা-এর মাথায় ফেলে দিলেন। আর দেখতে পারা যাচ্ছিল না। অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠছিল দুটো চোখ। এরপর সবাই মাটি দিল, সমাধি পুরো মাটিতে ঢেকে গেল। তার চারধারে ফুলের টব দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। সেদিন সিমেন্ট হবে না তাই। মা নেই, এটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু সবাই খুবই ক্লান্ত ছিলেন। দিদিরাও যে যার ঘরে চলে গেলেন। আমরাও তাই নিজের ঘরে চলে এলাম। মাতৃহারা সন্তান আমরা, কিছুই ভাল লাগছিল না।

যাই হোক, এরপর যখনই মা-এর জন্য মনখারাপ হত, কনখল চলে যেতাম, ওখানের মাটিতে মনে হত মা-এর স্পর্শ। দিদিদের কাছে বসলে ওঁরা মা-এর কথা বলতেন, শুনতে খুব ভাল লাগত। আমরা সংসার নিয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকি, কিন্তু দিদিরা সর্বক্ষণ মা-কে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ভক্তরা গেলে মা-এর কথা বলেন। আজও আমরা চন্দনদি, বিশুদ্ধাদি, বাকি দিদিদের কাছে মা-এর কথা শুনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদিমা যখন দেহ রাখলেন, তখন মা ছিলেন। এখন মা চলে যাওয়াতে সব মনে হয় শূন্য। যাই হোক, মা-কে স্মরণ, মা-কে মনন করে দিন কেটে যেত।

একদিন শুনলাম, স্বপনদা (স্বপন গাঙ্গুলি) বাস নিয়ে মা-এর জন্মস্থান খেওড়ায় যাবেন। আমরা সবাই নেচে উঠলাম। খুবই ইচ্ছা মা-এর স্মৃতি-বিজড়িত খেওড়া গ্রাম, সাইবাগ ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখার। অবশেষে ২০০৪ সালে দিল্লি থেকে অঞ্জলিদি, গোপাদি, আমি, আমার জামাইবাবু ও কলকাতা থেকে শুক্লা, মঞ্জুদি, আরও অনেকে সবাই মিলে প্রিয়তোষ চৌধুরী ও আরও একজন এম.এল.এ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কি উৎসাহ কি আনন্দ বলার নয়। মা-এর নাম করতে করতে আমরা রওনা হলাম। পদ্মা নদী দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল কি বিশাল নদী! ওপারে যেতে হবে। ফেরিঘাট থেকে বোট-এ পার হয়ে খেওড়া পৌঁছালাম। সেদিন যে যার রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া। পরদিন মা-এর গ্রামে, মা-এর জন্মস্থানে যাওয়া হল। ওখানেই সেই আম গাছ, যার নীচে মা জন্মেছিলেন, সেটা দেখলাম। মা-এর সে বারের জন্মোৎসব ওখানেই হল। রাত্রে তিনটে-চারটের সময় সবাই যখন ধ্যানে মগ্ন, সেই সময় চোখ খুলে দেখি, একটা সাদা ধবধবে পায়রা যেখানে মা-এর পূজা হচ্ছিল, সেই ঘরের মাথায় বসে আছে। অদ্ভুত দৃশ্য। সবাই দেখলাম, একটি ছোট মন্দির ছিল, যেখানে খুব বয়স্ক একজন স্বামীজী বসে মা-এর পূজা করছিলেন। ভোরবেলা পুজাশেষে আমরা সবাই যে যার প্রসাদ নিয়ে ফিরে এলাম। পুকুরের ধার দিয়ে সরু রাস্তা ধরে ফিরলাম। মনে পড়ছিল এই পুকুরে মা স্নান করতেন। জল নিয়ে খেলা করতেন। দিদিমা রাগারাগি করতেন। যাই হোক, খুব ভাল লাগছিল। তারপর স্বপনদা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাতে লাগলেন। শাহবাগ-এ গিয়ে দেখলাম, বিরাট এক কালীমূর্তি। ওই মূর্তি নাকি ভাসান দেওয়া হয় না, তারপরে গেলাম সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। কি ভাল লাগছিল মা-এর স্মৃতি-বিজড়িত এই মন্দির। এখানে একটা অশ্বত্থ গাছ কতদূর তার শাখা-প্রশাখা, শেকড় সব চলে গেছে। তার সামনেই মন্দির। মন্দিরে মা কালীর বিরাট মূর্তি। এর পাশে আর একটি বাড়িতে মা-এর ছবি, মা-এর যেখানে বসে হাত মাটির নীচে চলে যাচ্ছিল, সেই জায়গা সব দেখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলাম। মা-কে অনুভব করলাম, মা বিরাজমান এখানে। এসব না দেখলে অনেক কিছু অজানা থেকে যেত। তারপর আমরা কসবা কালীমন্দিরে গেলাম, যেখানে মা-এর ঠাকুমা পুত্রসন্তান চাইতে গিয়ে কন্যাসন্তান চেয়েছিলেন। তারপরেই তো মা প্রকট হলেন। সেখান থেকে বোট-এ করে আদিনাথ গেলাম। খুব ভাল লাগল, খেওড়া বেড়ানো। স্বপনদা না নিয়ে আসলে আমাদের আসা হত না। ঢাকা শহর ঘুরে দেখে তিনদিন পরে কলকাতায় ফিরে এলাম। বাসে বসে আমরা মাতৃ-আলোচনা, মা-এর নাম-গান করলাম। মা-এর কথা, সবাই সবাই-এর অনুভব বললেন। মা বলতেন, সৎসঙ্গ সবসময় করা ভাল। সৎসঙ্গ আমাদের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। জ্ঞান মানে জানা —— তাঁকে জানা, ভক্তি মানে প্রেম, সকলকে ভগবান জ্ঞানে প্রেম করা। আর কর্ম মানে নিষ্কাম কর্ম। কর্ম করে যেতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। মা বলতেন, যত সৎসঙ্গ করবে, মন ততই পবিত্র হবে। পবিত্র মনে শ্রী মা সদা বিরাজমান থাকেন। শ্রী মা-কে কোনদিন কোনও প্রশ্ন করিনি, কোনদিন নিজের সমস্যা নিয়ে মা-কে বিব্রত করিনি। কিন্তু মা-এর কাছে যাঁরা কিছু প্রশ্ন করতেন, মা তাঁদের যে উত্তর দিতেন আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম ও সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মা বলতেন, সৎসঙ্গ কল্পবৃক্ষ। এর নীচে বসে যে যা সঙ্কল্প করবে সে তা পাবে। শুধু এসে বসা চাই সংসারকে দূরে রেখে। মা মাগো! করুণা করো করুণাময়ী। যেন সদা-সর্বদাই তোমায় স্মরণে রাখতে পারি। নাম করতে পারি। সর্ব কর্মফল তোমার চরণে সমর্পণ করতে পারি। গঙ্গা যেমন সাগরে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন এবং সাগরে মিশে গিয়ে গঙ্গাসাগর হয়ে গেলেন, তেমনি সমর্পণ মানে মিলন। আমরাও নিজেকে মা-এর পায়ে সমর্পণ করে মা-ময় হয়ে যাব। মাগো মা! এই প্রার্থনা, তোমার ঐ রাঙা চরণে ঠাঁই দিও।

জয় মা! জয় মা! জয় জয় মা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিচারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মা আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর কাশী-তে মা-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

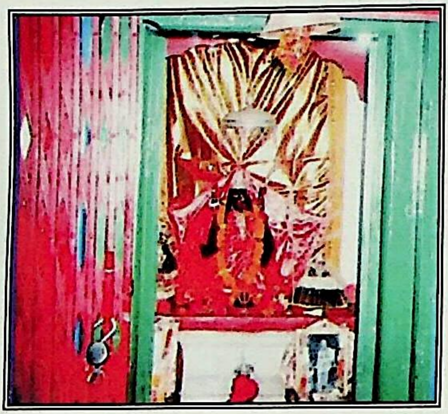

উত্তর কাশী-র মন্দিরে
মা কালী মূর্তি

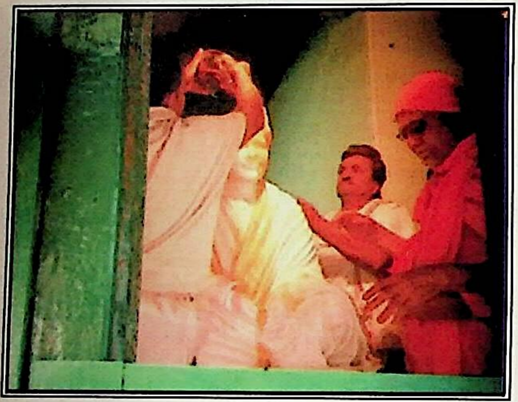

উত্তর কাশী-র মন্দিরে মা আনন্দময়ীর
মূর্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বে মা-র অভিষেক

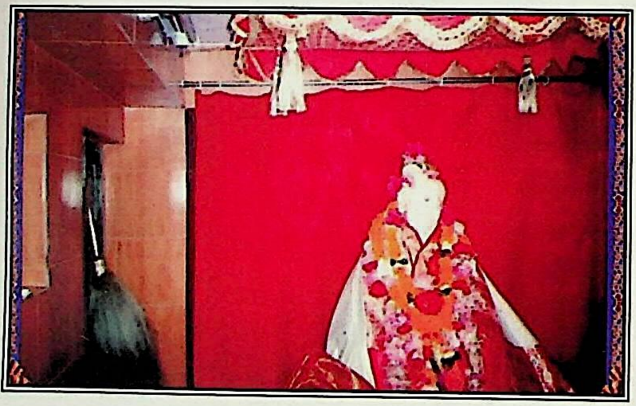

উত্তর কাশী-তে মা-এর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি লিখব মা-এর কথা লিখতে গিয়ে মন আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু চোখে কেন জল আসে তার অর্থ খুঁজে পাই না। কখনও কখনও মা-এর স্বপ্ন যখন দেখি, তখন ঘুম ভেঙে গেলে খুব কষ্ট হয়। মনে হয় ঘুমটা যদি না ভাঙত কত ভাল হত! যাই হোক, এখনও যখন শ্রী মা-এর ফটো দেখি মনে মনে বলি, 'মা তুমি কি কেবলি ছবি?' তখনই দেখি, মা-এর ছবি কত উজ্জ্বল। চোখের চাহনি কত মমতাপূর্ণ।

মন আনন্দে ভরে যায় ভাই-জীর লেখা চোখে ভাসে —

'আমি তো সর্বদা তোদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোরা দেখতে চাস না, আমি কী করব? এ শরীরের একটি লক্ষ্য তোদের ওপর সর্বদা জেগে আছে। তোরা যেখানেই থাক না কেন।'

আমি তাই নিশ্চিন্ত মা আমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই আছেন। শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে অনেক উৎসব অনেক মূর্তি প্রতিমা সব দেখেছি। কিন্তু মা-এর দেহ রাখার পর উত্তর কাশী-তে মা-এর মূর্তি দেখলাম। কি অপূর্ব মূর্তি! আগে আমার কখনও উত্তর কাশী যাওয়া হয়নি। ওখানে শ্রী মা কালী মূর্তি, ভোলানাথ-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময় হরিদ্বার থেকে আমার অনেক গুরু-বোনেরা গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার মা-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে শুনে আমি ও আমার এক গুরু-বোন দুর্গা বাগচি কনখল রওনা হব বলে প্রস্তুত হলাম। ওখান থেকে পানুদা ব্রহ্মচারী বাসে করে সবাইকে নিয়ে যাবেন। এমনই ভাগ্য আমরা সে রাত্রে দিল্লি থেকে রওনা হওয়ার ট্রেন মিস্ করলাম। শ্রী মা-এর কি পরীক্ষা জানি না। আমি ও দুর্গা বাড়ি না ফিরে ওইদিনই মোটরে করে কনখল-এ রওনা হলাম। রাস্তায় কি ঝড় কি বৃষ্টি! আমরা মা-এর নাম করতে লাগলাম। বাড়িতে কিছুই জানাইনি। সবাই চিন্তা করবে। বাড়িতেও ফিরিনি কারণ, বাড়ির লোকেরা যদি যেতে না দেয়! জানি না, শ্রী মা-ই সাহস জুগিয়েছেন। যাই হোক, কনখল-এ রাত ন'টায় পৌঁছলাম। কোনরকমে মুখে কিছু দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলা উত্তর কাশী যেতে হবে।

ভোরবেলায় আশ্রম থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে দিল, আমি ও দুর্গা যাব বলে উঠতে যাচ্ছি, মনে একটু শঙ্কাও হল, আমরা তো উত্তর কাশীর রাস্তা-ঘাট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই চিনি না। কি হবে!

এমন সময় শুনলাম, আমাদের নাম ধরে কে যেন ডাকছেন। চেয়ে দেখি, অরূপানন্দ স্বামীজী আসছেন। উনি এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, উনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন কিনা? দয়াময়ী মা-এর কত খেয়াল, আমাদের মনে যে ভয় হচ্ছিল সেটা দূর হয়ে গেল। আমরা সানন্দে ওঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে উত্তর কাশী রওনা হলাম। যেতে যেতে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগলাম। রাস্তা খুব দুর্গম। একদিকে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে গভীর খাদ। একটু অসাবধান হলেই কোথায় তলিয়ে যাব। কিন্তু এসব দেখে একটুও ভয় করল না। কারণ, আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি মা আমাদের সঙ্গে আছেন। অবশেষে ৩-৪ ঘণ্টা পরে উত্তর কাশী আশ্রমে পৌঁছালাম। সামনেই পানুদা ছিলেন দেখে খুশি হলেন।

বললেন, 'আমাদের সঙ্গে আসার কি হল?'

সব ঘটনা বললাম।

উনি বললেন, 'এবার ভোগ নিয়ে, কাজে লেগে পড়।'

এরপর গীতাদি-র সঙ্গে দেখা হল। আশ্রমের আরও ছোট ছোট মেয়েরা এসেছে কাজের সাহায্যের জন্য। যে ঘরে মা-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে, সেখানে একটু দূরে মূর্তি-টা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে, কাল আবরণ উন্মোচন হবে। প্রথমে বলাই, কেষ্ট ও অন্যন্য অনেকের সঙ্গে দেখা হল। কলকাতা থেকেও অনেকে এসেছেন। এর মধ্যে আমার নিজের মাসতুতো বোন তৃপ্তি ঘোষ-ও এসেছেন। দেখে খুব খুশি হলেন। ওরা কনখল-এ এসে পানুদার সঙ্গে বাসে করে এসেছেন। আগামীকাল ভোরবেলা থেকে উৎসব তাই সবাই মা-র সন্ধ্যারতি দেখার পরে ভোগ নিতে গেল। কি সুন্দর পরিবেশ! সন্ধ্যেবেলা একটু শীত শীত করতে লাগল। হিমালয়-এর কোলে ছোট্ট আশ্রম। চারিদিকে ফুলের গাছ। মিষ্টি সুগন্ধ, ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস হিল্লেলিত হয়ে উঠেছে। আর একদিকে গঙ্গা, কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। তারই আওয়াজ দিগন্তবিস্তৃত। দূরে পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট বাড়িতে আলো জ্বলছিল, ঠিক যেন মনে হচ্ছিল দীপাবলী-র আলো জ্বালিয়ে সাজানো হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে দিনের আলো অস্তমিত হতে লাগল। দুর্গা সাহস করে গঙ্গা স্পর্শ করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। অনেকগুলো সিঁড়ি, আমি জানি আবার গঙ্গা স্পর্শ করে ওঠার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমার শ্বাসকষ্ট হবে।

দুর্গাকে বললাম, 'তুমি একটু জল এনে আমার মাথায় ছিটিয়ে দিও।'

রাত্রি নেমে এল আমরা দুজনে দুটো চেয়ারে বসে গঙ্গার অবিরাম ধারায় বয়ে যাওয়া দেখতে লাগলাম ও হাতের করগুলো জপ করতে লাগলাম। খাওয়ার ঘণ্টা পড়তে আশ্রমের দিকে পা বাড়ালাম। আশ্রমের মেন গেট-এ ঢোকার আগেই বাঁদিকে একটি কাঁচের বাক্সের মধ্যে রামকৃষ্ণ-র মূর্তি রাখা আছে। দু'বেলা পুজো করে পুরোহিত কাঁচ বন্ধ করে চাবি দিয়ে চলে যান। আমাদের ওই নীচের দিকে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ওখানে কোন ভয় নেই। ওখানকার লোকের খুব সৎ।

পরদিন ভোরবেলা থেকে মন্ত্রধ্বনি, বেদপাঠ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমি মা-এর জন্য যা যা নিয়ে গিয়েছিলাম তা সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম — রূপার ছোট একটি রেকাব, গেলাস ও বাটি-চামচ। মা কখন কাকে দিয়ে কি করিয়ে নেন উনি জানেন। সব কিছু সাজানোর পরে সবাই মিলে মূর্তি উন্মোচন করে গঙ্গাজল, দই, মধু, ঘি ও দুধ দিয়ে সবাই মিলে অভিষেক করলেন। ব্রাহ্মণরা সবাই মিলে বোধহয় সাতজন মিলে (আমার ঠিক মনে নেই) করলেন, আমার শুধু মনে আছে বলাই, কেষ্ট, পানু-দা আরও দুজন পুরোহিত মিলে করলেন। গীতাদির সব ফুল, মালা, চন্দন গোছানো হয়ে গিয়েছিল এবার মূর্তি বেদীতে বসবেন অর্থাৎ বসানো হবে। তারপরে চক্ষুদান, প্রাণদান সব হবে। মূর্তি স্নান করানো হয়ে গেলে বলাই, কেষ্ট আরও অনেকে মিলে তুলে এনে চৌকিতে বসিয়ে দিল। কি সুন্দর মূর্তি! পুজা শুরু হল, আমরা সবাই বাইরে বসে দেখতে লাগলাম। পূজাশেষে মা-কে ভোগ দেওয়া হবে। ঠিক সময় দেখা গেল, মা-কে খাবার দেওয়ার মত বাসন আনা হয়নি। হঠাৎ আমার মনে হল, আমি তো মা-এর জন্যই এনেছি, যদিও ছোট রেকাবি, গেলাস, বাটি ও চামচ। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে বার করে ধুয়ে মেজে, মুছে গীতা-দিকে দিয়ে দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনি বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে, তুমি এনেছ?'

আমার মন খুশিতে ভরে গেল মা-এর অপার করুণা দেখে। উনিই মনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ওইগুলো নিয়ে আসার জন্য। তাই কাজে লেগে গেল। এরপরে মা-এর ভোগের পরে আমরাও সবাই প্রসাদ নিতে গেলাম। তারপর যে যার বিশ্রাম নিতে চলে গেলাম। আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাল লাগছিল! রৌদ্র-মেঘের খেলা। দূরে হিমালয়। স্বর্গীয় দৃশ্য। স্বর্গ কোথায় জানি না। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে উত্তর কাশী আমার কাছে স্বর্গোদ্যান মনে হয়েছিল। আমি আর দুর্গা কথা বলতে বলতে নিজেদের ঘরে চলে এলাম। শ্রী মা দেহে না থাকলেও তাঁর এই শুভ অনুষ্ঠান এত ভাল করে হয়ে গেল। আমি আর দুর্গা এই আলোচনা করতে লাগলাম। ব্রহ্মময়ী মা নিজে যে কি এবং কে এ প্রশ্ন হয়ত সবসময় থেকে যাবে। শ্রী মা-এর মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও শুদ্ধ কর্মের সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। মা সর্বদাই বলতেন — 'সেবা ধর্ম পরম ধর্ম।' শুধু সেবা করে যাব। নারায়ণ জ্ঞানে সবাইকে ভালবাস এবং সেবা কর। মা আরও বলেন, 'সর্বরূপে একমাত্র ভগবানই তো! এইটি দেখার চেষ্টা সর্বদাই করা।'

একটু পরে হঠাৎ শুনলাম, উত্তর কাশী-র গভর্ণর আসবেন মা-কে প্রণাম করতে। মন্দিরের সামনে সব চেয়ার সাজানো হয়েছে। গভর্ণর-এর সঙ্গে যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্যও সাদা কভার দেওয়া চেয়ার সাজানো হয়েছে। ঠিক পাঁচটার সময় সবাই তাই তটস্থ। উনি রওনা হয়েছেন আশ্রমের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ওঁর স্ত্রী-ও আসছেন। গীতাদিও কন্যাপীঠ-এর মেয়েরা সমবেত বেদমন্ত্র গান গাইবেন। খুব ভাল লাগল। শঙ্খধ্বনি ও বেদমন্ত্রের মধ্যে ওরা এসে বসবেন। আমরাও দূরে বসে ওঁদের ভাষণ শুনব।

মা সম্বন্ধে উনি কিছু বললেন। পানুদা ওঁকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন — উত্তরীয় গলায় দিয়ে ও মালা পরিয়ে। আমরা ওঁর চলার পথে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে ছিলাম। পানুদা একটা মা-এর বই-ও দিলেন। ওঁরা বেশিক্ষণ বসেননি। কিছু ভাষণ দিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, মা-এর গান হচ্ছিল। উনিও যোগ দিলেন। তারপরে পানুদা ফল, মিষ্টি দিয়ে ওঁদের রওনা করিয়ে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে এসে বললেন,

'আগামীকাল একটা বাস ঠিক করা হয়েছে গঙ্গোত্রী যাওয়ার জন্য। যাঁরা যাবেন তাঁদের টিকিট কাটতে হবে।'

আমি এবং দুর্গা এককথায় রাজি। সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কাটা হয়ে গেল। পানুদা আমাদের মা-এর ছবি দেওয়া একটা করে বই দিলেন, পূজার প্রসাদ বাতাসা ও ড্রাইফ্রুটস্ দিলেন। এর মধ্যে মন্দিরে আরতি হয়ে গিয়েছিল। পৌনে ন'টায় 'মৌন' শুরু করে ন'টায় শেষ করে, আমরা রাতের খাবার খেয়ে ঘরে ফিরলাম। পরদিন গঙ্গোত্রী যাওয়া। শুনেছি খুব দুর্গম যাত্রা কিন্তু আমাদের কোন ভয় করেনি, আমরা 'মা মা' বলে রওনা হব। শ্রী মা-এর নামে সব দুর্গম পথ সুগম হয়ে যাবে।

২০০৯ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মা-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। আমি ও দুর্গা এই কথা বলাবলি করছিলাম। আমাদের কত বড় ভাগ্য আমরা এই শুভদিনে শুভক্ষণে উত্তর কাশীর মত জায়গায় এসে যোগ দিতে পেরেছি। সবই শ্রী মা-এর আশীর্বাদ। যাই হোক, তার পরদিন ভোরবেলা স্নান সেরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আশ্রমে এসে দেখি, সবই প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আমরা সঙ্গে একটু অল্পস্বল্প খাবার নিয়ে বাসে উঠতেই বাস রওনা হল। একসঙ্গে সবাই মিলে 'জয় মা আনন্দময়ী' ধ্বনি দিয়ে মা-কে প্রণাম করে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে চললাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে খারাপ রাস্তা শুরু হল, একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। জানালার পাশে বসে দেখতেই ভয় করে। কিন্তু 'মা' নামের গান গাইতে গাইতে আমরা চলেছি। ওপর থেকে যখন বাস নীচে নামে তখন সত্যিই খুব উৎকণ্ঠা হয়েছিল। রাস্তার সবটায় কখনও নীচে কখনও ওপরে বাস উঠে যাচ্ছিল। এর মাঝে কেউ লজেন্স এনেছে, সবাইকে দিচ্ছে। কেউ চানাচুর এনেছিল সবাইকে দিচ্ছে। আমার মাসতুতো বোন চিঁড়ে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে খেলেন। আমাদের খেতে বললেন, আমরা খাইনি। দূর থেকে যখন হিমালয়-কে দেখছি কী সুন্দর লাগছে! মাথায় বরফের চাদর তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। যেন হিমালয় সোনা-রূপার মুকুট পরে আছেন। পুণ্যভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ, দেবস্থানে ভরা এই দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

— দেবতাদের বিহার-ক্ষেত্র। প্রতিটি গিরি অরণ্য পরম পবিত্র। সেইজন্য আমরা দেখি পথ যত দুর্গম হোক পরিব্রাজক-রা বার বার এসেছেন এখানে সাধনা করতে, নিজেকে জানতে। দেবতা ও মানবের মহামিলনে এই তীর্থের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। এখানে আসলে আমাদের সংসারের গ্লানি মলিনতা সব মুছে যায়। সংসারের সব অসারত্ব মন থেকে মুছে যায়।

শ্রী আনন্দময়ী মা ছিলেন সমগ্র দেব-দেবীর সম্মিলিত বিগ্রহ। তিনি ছিলেন পরম-পুরুষের প্রতিমূর্তি। তার পাদস্পর্শে সব তীর্থ আরও পবিত্র আরও পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে। সেখানে যাচ্ছি ভেবে আমরা সবাই খুব আনন্দিত। 'জয় মা' বলে আমরা যাচ্ছি তো যাচ্ছি। অবশেষে চার-পাঁচ ঘণ্টা চলার পর আমরা গঙ্গোত্রী-তে পৌঁছালাম। কি ঠাণ্ডা হাওয়া! গরম চাদরে সবাই নিজেদের ঢেকে নিলাম। শ্রীশ্রী গঙ্গাদেবীর মন্দির খোলা ছিল। ভেতরে সবাই মিলে ধীরে ধীরে গেলাম, ভেতরটা অন্ধকার একটা প্রদীপ জ্বলছে। পাথরের গঙ্গামূর্তি — ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিলাম।

'সদ্যপাতক সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, গঙ্গৈাই পরমা গতি।'

এই প্রণাম-মন্ত্র বলে প্রণাম করে একে একে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে সবাই মিলে ছবি তুললাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করতে লাগল। সবাই অনেক নীচে নেমে গঙ্গা স্পর্শ করে এল। দুর্গাও গেল। আমি নামিনি, উঠতে কষ্ট হবে বলে। অনেক নীচু দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। দুর্গা গঙ্গাজল এনে আমার মাথায় ছিটিয়ে দিল। ওখানে ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দিয়ে আমরা খাওয়ার জন্য কথা বলাবলি করছিলাম. কারণ, ড্রাইভার-রা অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়েছে একনাগাড়ে। এবার চা ও খাবার খাওয়ানো দরকার। গঙ্গোত্রী-তে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেখানে সবাই মিলে গিয়ে বসলাম। আলুর পরোটা খেলাম সবাই মিলে। কি খিদে পেয়েছিল! অথচ যতক্ষণ না গঙ্গাদেবীর মন্দির দর্শন করেছি, ততক্ষণ কোনও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল না। দেবীকে ফুল দিয়ে প্রণাম করতেই পুরোহিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমাদের তখন মনে হল, এবার কিছু খাওয়া দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।'

বাসের যাত্রী আমরা সবাই মিলে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে চা-জলখাবার খেয়ে সামনে একটা 'রেস্ট রুম' ছিল, সেখানে চোখে-মুখে জল দিয়ে আবার সবাই বাসে উঠে পড়লাম। বাস ছেড়ে দিল আশ্রমের উদ্দেশ্যে। আশ্রমে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গেল। গিয়ে দেখি, মা-এর মন্দিরে, কালীমন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। আমরা সবাই বাস থেকে নেমে আরতি দেখতে লাগলাম। আরতি শেষে সবাই বসে পানুদার সঙ্গে কথা বলে যে যার খাবারের জন্য পা বাড়ালাম। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। যাই হোক খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে গিয়ে শোবার প্রস্তুতি নিলাম। কারণ, পরের দিন আবার সকালবেলায়ই হরিদ্বার রওনা হতে হবে। শরীরও ক্লান্ত, মনও খারাপ কারণ, এত সুন্দর জায়গা উত্তর কাশী ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে। এরপরের উৎসব গুরুপূর্ণিমা। তখন আবার হরিদ্বারে আসতে হবে। কারণ, ওইদিন শ্রী মা-এর সমাধি মন্দির খুলে দেওয়া হয়। ভক্ত-রা একে একে লাইন করে গিয়ে মা-কে প্রণাম করেন। সেইজন্য গুরুপূর্ণিমায় আসার ইচ্ছা নিয়ে দিল্লি ফিরে এলাম। মনে মনে উত্তর কাশীর দৃশ্যগুলো ভাসতে লাগল। আমি ও দুর্গা এই বলাবলি করছিলাম এই স্মৃতি ভোলার নয়।

মা নিজেই বলেছেন,

'যারা এই শরীরকে একবার ভালবেসেছে তারা তাদের স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারবে না। ইচ্ছা করলেও না।'

মা আরও বলতেন,

'তোমাদের ঝুলি সংসারের কথায় ভরো না। সেবা, সৎসঙ্গ ও সমীরণ – এই কথায় ভরে নিও।'

সর্বদাই তাঁকে চোখের ওপর রাখতে হবে। নিজের জীবনে অনুভব করতে হবে। তবেই নিজের উদ্ধার। এ জগতে সবই পরিবর্তনশীল। সেইজন্য সবসময় তাঁকে হৃদয়ে রাখা দরকার। মনটা যেন তাঁর চরণছাড়া না হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিগুরুর কথায় —

'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিও না নিও না সরায়ে ...'

মা গো মা আমার! তোমার কৃপা অসীম। সারাদিনের কর্মফল যদি আমরা মা-এর পায়ে রাতে শোওয়ার আগে সমর্পণ করতে পারি, তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা থাকে না।

সেইদিনই আমরা হরিদ্বার পৌঁছে মা-এর প্রসাদ নিয়ে আবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আবার গুরুপূর্ণিমায় যাওয়ার প্ল্যান করতে করতে আমি আর দুর্গা ফিরলাম।

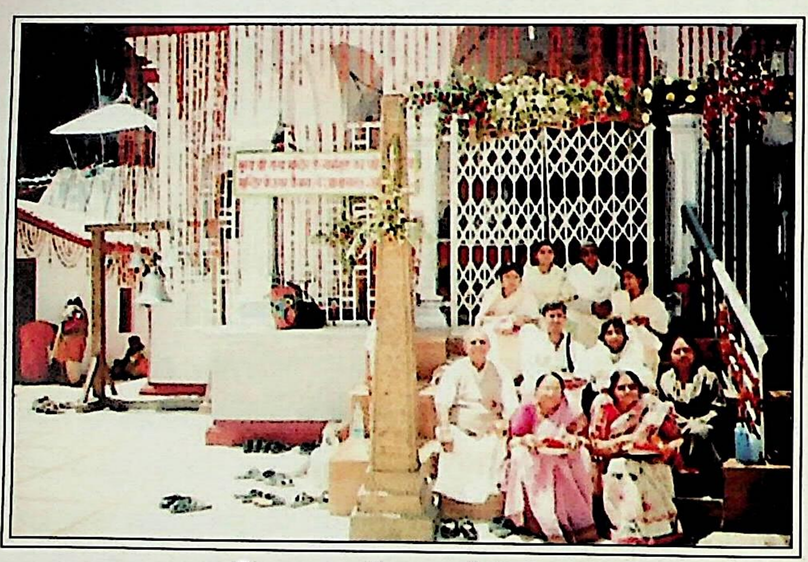

গঙ্গোত্রী-তে গঙ্গামন্দির-এর সিঁড়িতে আমরা
গুরু ভাই-বোনেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-এর
কাছের মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

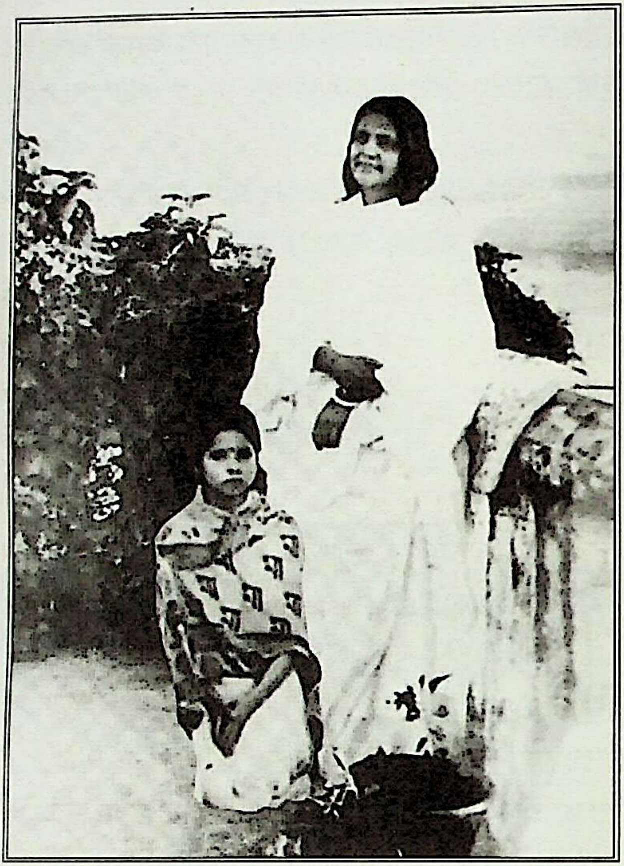

মা-এর পায়ের কাছে বিশুদ্ধাদি গঙ্গার ধারে কন্যাপীঠের আশ্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল্লি-তে পৌঁছানোর দিন দুয়েক পরেই আমেরিকা থেকে আমার বোনঝি ফোন করে জানাল, ও চায় ওর ছেলেমেয়ের দীক্ষা দিয়ে দিতে। কলকাতা থেকে ভাই-এর বউ-এর ফোন এল, ও দীক্ষা নেবে। তাহলে তো আমার আবার মা-এর কাছে যাওয়ার রাস্তা খুলে গেল। আবার মা-এর কাছে যাব, সমাধি-তে মাথা রেখে প্রণাম করতে পারব এ ত' মস্ত বড় আনন্দ। মা-এর সমাধিতে মাথা রাখলে মনে হয় মা-এর কোলে মাথা রেখেছি। শ্রী মা-এর উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। তাই তো বার বার মন চায় কনখল যাই।

চুম্বকের মত মা টানেন আমাদের, মা যে কি তার মহিমা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। গীতায় আমরা পড়ি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম — এক সহজাত সমন্বয়। আর এই অদ্ভুত সহজাত সমন্বয় সবই আমরা দেখি আত্মাস্বরূপিণী শ্রী মা-এর মধ্যে। মা সর্বদাই বলতেন, 'সর্বরূপে একমাত্র ভগবানই ত'।'

সেইজন্য মা-এর কাছে কোন ধর্ম-বিরোধ নেই। সর্বধর্মের লোকই মা-এর কাছে আসতেন। মা-এর বাণী শুনতেন, আবার মা-এর উপদেশও প্রার্থনা করতেন। আমরা সকলেই যে এক আত্মা, আর শ্রী মা আমাদের সকলের মা। গুরু। পুর্ণিমা উপলক্ষে এইসব কথা মনে আসছে।

আমরা সবাই গুরুপূর্ণিমাতে কনখল পৌঁছালাম। ওদের দীক্ষার জন্য যা যা প্রয়োজন ভাস্করানন্দ স্বামীজী লিস্ট দিয়ে দিয়েছিলেন। উনিই ওদের দীক্ষা দেবেন। ওরা সবই ঠিকমত কিনে নিয়ে এসেছে। আগামীকাল সকালে দীক্ষা হবে। ভোরবেলায় সবাই স্নান করে নতুন কাপড় পরল। ছেলেরা ধুতি, মেয়েরা শাড়ি (কোনও সেলাই করা জামা নয়) পরে যে যার আসন নিয়ে কোণাকুণি বসল ও আর সব জিনিস নিয়ে একে একে দীক্ষা নিল। দীক্ষা শেষে সবাই শ্রী মা-এর সমাধিতে গিয়ে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এল।

ওখানে আমার ভাই-এর বউ-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল গঙ্গোত্রী নিয়ে। ওর গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী — সব তীর্থ হয়ে গেছে।

সাধারণতঃ আমরা তীর্থ বলতে কী বুঝি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবাই বলে, তীর্থে গেলে সব পাপ ধুয়ে যায়। আবার কেউ বলে, তীর্থ মানে পার হওয়া। ভবসাগর অর্থাৎ এই সংসার পার হতে গেলে তীর্থে যাওয়া প্রয়োজন। তীর্থে গেলে ভগবানের মহিমা চারিদিকে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলনে মনের অদ্ভুত এক পরিবর্তন হয়।

আমার কাছে আমার গুরুই আমার তীর্থ। তাই আমরা যারা গুরুর কাছে দীক্ষা নিই, তারা সকলেই আমরা গুরুভাই গুরুবোন হই, সতীর্থও বলি। তাই তীর্থ শব্দটি গুরু অর্থেও ব্যবহার করা যায়। তাহলে বোঝা যাবে যিনি উত্তীর্ণ করে দেন অথবা ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য করেন, তিনিই গুরু, তিনিই তীর্থ।

শ্রী মা বলতেন,

'দিদিমা যিনি তোমাদের দীক্ষা দিয়েছেন, উনি তোমাদের ভবসাগরের নৌকার কাণ্ডারি, তোমাদের সবাইকে উনি ভবসাগর পার করে দেবেন।'

এইজন্য জীবনে গুরুকরণ করা খুবই জরুরি। গুরু-র বাণী চিত্তকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। গুরু সবসময় সৎসঙ্গ করতে বলেন। সৎসঙ্গ আমাদের জীবনকে নানা দিক পরিবর্তন করে আমাদের সৎপথে চালনা করেন। মা বলেন, দিনান্তে কিছুক্ষণ একলা থাকবে কান্ত-কে নিয়ে। জপ, ধ্যান করবে তাঁর উপদেশ স্মরণ ও মনন করবে। শূন্য হলে মা পূর্ণ করে দেবেন।

'হাতে কাজ, কানে নাম, হৃদয়ে কর্ম-কে নিয়ে দিন শুরু করবে।'

মীরা অটুট বিশ্বাসে বিষপান করেছিলেন। হৃদয়ে ওঁর শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাই গলায় বিষ ঢেলে তা হৃদয় পর্যন্ত নিয়ে যাননি। সেইজন্য বিষ ওঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তাই গুরুকে সবার ওপরে রাখতে হয়। গুরুর চরণে সব সমর্পণ করে দিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দ-কে খুঁজে নিয়েছিলেন, অষ্টবক্র মুনি যেমন রাজা জনক-কে প্রকৃত ভক্ত বলে খুঁজে নিয়েছিলেন, শ্রী মা তেমনি খুঁজে নিয়েছিলেন দাদাভাই অর্থাৎ গুরুপ্রিয়া দিদিকে। গুরুপ্রিয়া দিদি ছিলেন মা-এর প্রধানা শিষ্যা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয় ভক্ত। দিদিকে আশ্রমে সবাই খুব ভালবাসত, আবার ভয়ও করত। কন্যাপীঠ-এর প্রধান ছিলেন তিনি। আমিও খুব ভয় পেতাম। মা-এর ঘরের সামনে দিদিকে দেখলে আর মা-এর কাছে যাওয়ার সাহস পেতাম না। শ্রী মা-এর সম্বন্ধে তাঁর লেখা অনেক বই আমি পড়েছি। খুব সুন্দর সব কথা। মা-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং মা-এর বাণী মা-এর কথা লিখতেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসে দিদি মা-এর অতি নিকটজন হয়ে উঠলেন। পরম ভক্ত অনেকবার মা ও দিদিকে এক জায়গায় দেখেছি। মুগ্ধ হয়ে গেছি গুরু-শিষ্যের এমন মিলনমেলা দেখে।

এক এক সময় মনে হত মা ও দিদি এক হয়ে একই সত্তায় বিরাজমান। মা সুন্দর করে ডাকতেন 'দিদি' বলে, আর দিদি ডাকতেন 'মা' বলে। মনে হত ওঁদের দুজনের মধ্যে সব পার্থক্য দূর হয়ে গিয়ে ঘটেছে ব্রহ্ম-অনুভূতি। মা যে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ, প্রাণাধিকা ছিলেন দিদি মা-এর কাছে, আত্ম-অনুভূতির শুভ্র আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। মা-এর বই-তে পড়েছি, ঝুলন-পূর্ণিমার দিনে মা-এর দীক্ষা আপনা-আপনি হয়েছিল। প্রাণায়াম, যোগাসন মুদ্রা, যোগক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে মা-এর হয়েছিল। পরবর্তীকালে মা দিদিকে শেখান, আমাদের শেখান। মা-এর হাতের কর দেখে মনে হত না কোনও স্বাভাবিক মানুষের হাত। অদ্ভুতভাবে দেখাতেন, মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে আমরা দেখতাম। মা তাঁর স্বামী ভোলানাথকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা মা-এর অনুরাগী সন্তান, নিরাঞ্জনা মা-এর ধ্যান তন্ময়তা নিয়ে সংযম তিতিক্ষা ত্যাগ বিস্মৃত না হই, সেইজন্য তোমার বাণী সবসময় চিরস্মরণীয়। মা, মাগো, তোমার মহিমা বর্ণনাতীত, আমাদের সাধ্যাতীত। মা, তুমি আমাদের প্রেরণা। তোমার চরণ-পদ্মে সহস্র প্রণাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মা আনন্দময়ী-র উপদেশ-বাণী

শ্রী মা-এর উপদেশ-এর এক একটি বাণী স্ফুলিঙ্গের মত আমাদের জীবনকে বদলে দেবে। যেমন, আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে সমগ্র বনকে ছারখার করে দেয়। তেমনি আমাদের মনের বিকার, অহঙ্কার সবই দূর করে দেবে। আমাদের বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত ও শাশ্বত করে তুলবে। জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ঠিক আয়নার মত। এ নাহলে, সত্য দেখা যায় না। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, তা আমরা সাংসারিকরা বুঝতে পারি না।

মা আরও বলেছেন,

'এ শরীর যা বলে তাই করো, আপত্তি করো না।'

প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য সৎসঙ্গ করা। তোমার গুরু সবার গুরু। তোমার ইষ্ট সবার ইষ্ট। তাঁর প্রকাশ সবার জীবনে দেখাও। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে তাঁর চিন্তা করো, গুরু-র চিন্তা করো। গুরুই সব কিছু করে দেবেন, মন স্থির করতে হবে। মন স্থির না হলে তাঁর ধ্যান হয় না। এ মন আমাদের বড়ই চঞ্চল, কোথায় কোথায় চলে যায়। আবার তাকে ফিরিয়ে এনে স্থির জায়গায় বসাতে হয়। এটা জপ ও ধ্যানের দ্বারাই সম্ভব। যেখানে গুরু ও শিষ্য সেখানেই সব শক্তি।

সেইজন্য মা বলেন,

'যত পারো নাম কর, আমি জানি নামেই সব হয়।'

সমুদ্রের ঢেউ দেখে আমরা স্নান বন্ধ না করে টুপ্ করে এক ফাঁকে স্নান সেরে নিই। তেমনি নাম করতে করতে তার ভাল ফল হবেই হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন ক্ষেত্রে
মা-এর স্মৃতি-মন্দির দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈমিষারণ্যে শ্রী মা আনন্দময়ী

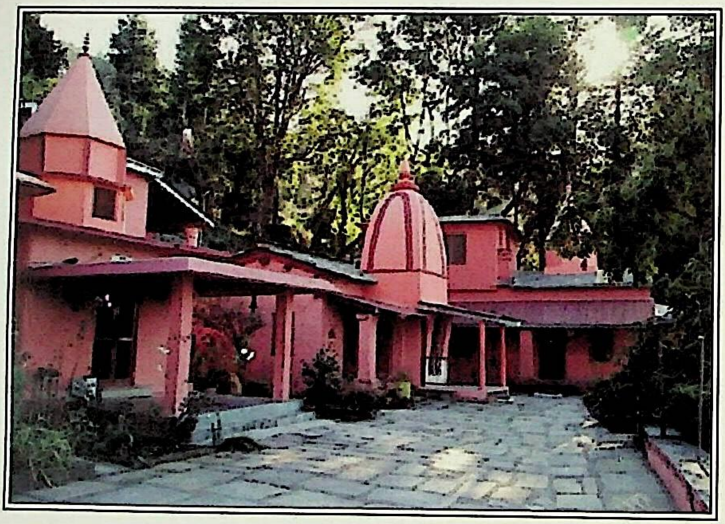

আলমোড়া-য় শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে আমরা কোথাও গেলে শ্রী মা-কে বলে যেতাম। বিশ্বাস ছিল, গুরু-কে বলে গেলে, অর্থাৎ মা-কে বলে গেলে রাস্তায় কোনও বিপদ হবে না।

এইরকম এক গরমকালের ছুটিতে আমরা সবাই ঠিক করলাম আমরা রাণীক্ষেত যাব। সঙ্গে আমার বাবা-ও ছিলেন। তিনিও মা-এর পরম ভক্ত। তাই আমরা সবাই মা-এর তিরোধানের পর ১৯৮৪ সালে মা-এর উদ্দেশে প্রণাম করে গাড়িতে করে রাণীক্ষেত রওনা হলাম।

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন ওই বাটে ...'

অর্থাৎ, এই রাণীক্ষেত-এ। যখন শরীর আমার অসমর্থ হবে, শক্তিহীন হয়ে পড়বে, তখন রাণীক্ষেত-এর স্মৃতিচারণা করে কাটবে আমার দিন। যে দিনগুলোকে খাতায়-কলমে লিপিবদ্ধ করে স্মৃতিচারণা করব।

তখন মা-কে সদ্য হারিয়েছি আমরা, সব গুরু ভাই-বোনেরা। রাণীক্ষেত-এ গিয়ে খুব ভাল লাগছিল। সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছিল। দিল্লি থেকে দূরত্ব ৩৬১ কিলোমিটার। উচ্চতা ১,৮২৯ মিটার। আমরা একটা নতুন ট্যুরিস্ট লজ-এ উঠেছিলাম। লজ-টা পাহাড়ের ওপরে ছিল। ধারে ধারে চীর গাছ, ওক গাছের সারি। খুব লম্বা লম্বা গাছগুলো প্রহরীর মত দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমাদের সকলের মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত জীবনে ক্লান্ত হয়ে মানুষ প্রকৃতির এই একান্ত রম্য শীতল স্থানে আসে স্বস্তির জন্য। আমরাও ওই একই পথের পথিক। কিছুটা নিরালায় মা-কেও ডাকা যাবে, নীরবে মা-এর ধ্যান করা যাবে। লম্বা লম্বা চীর গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে নন্দাদেবীর চূড়া দেখা যাচ্ছে, বরফে ঢাকা। তার ওপর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়াতে বরফটা সোনার মত চক্‌চক্ করছে। ঠিক মনে হচ্ছে, মা নন্দাদেবীরূপে বিরাজমান হয়ে সোনার মুকুট পরে রাণীক্ষেত-এ রাণীর মত বিরাজ করছেন। ভারি ভাল লাগছিল চতুর্দিকের আবহাওয়া ও দৃশ্য। আমরা কোলাহলমুখর শহরের ও সমতলের মানুষ, আমাদের সেদিনের সেই পাহাড়ি নির্জনতা ও নীরবতা খুবই ভাল লাগছিল। মা-এর অনুভূতি প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করছিলাম। আস্তে আস্তে সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লুকালেন, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বনান্তরে লম্বা লম্বা গাছের সারি আলোর রেশটুকু হরণ করে অন্ধকারে কালো দৈত্যের মত মনে হতে লাগল। আমি ঘরের ভেতর বসেই সান্ধ্য-জপ করছিলাম। এইসময় ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে মেঘগুলো ঘরে ঢুকতে শুরু করল।

এই রাণীক্ষেত-এই দেখেছিলাম দাবানল-এর ভীষণ রূপ, যা আগে কোনদিন দেখিনি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ঘুরে দেখছিলাম একদিকে সবুজের সমারোহ, অন্যদিকে দগ্ধ বনভূমি অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতদিন বইতে পড়েছি দাবানলের কথা, মা-এর বইতেও পড়েছি একটি আগুনের স্ফূলিঙ্গ সারা বনভূমিকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। এখন চাক্ষুষ দেখলাম। ওখানের কোন পথচারীর কাছে শুনলাম — গরমকালে ঝরাপাতা ঝরে ঝরে শুকিয়ে জমা হতে থাকে। হঠাৎ কোন পথচারীর অসাবধানতার ফলে সিগারেট-এর অগ্নিকণায় সেই ঝরাপাতায় আগুন ধরে এবং আস্তে আস্তে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের সৃষ্টি করে। এমনিতে গ্রীষ্মকালে গহন বনে ঝরাপাতা শুকিয়ে গিয়ে ইন্ধন হয়ে যায় হঠাৎ কোনও শুকনো শাখার ঘর্ষণে আগুন জ্বলে ওঠে। রাণীক্ষেত-এ না গেলে দাবানলের এ রূপ দেখা হত না।

মা-কে স্মরণ করে আমরা যেখানেই যেতাম খুব ভালভাবে সেই জায়গা দর্শন করে নানা লোকের নানা আচার-ব্যবহার সব দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ভারতবর্ষে কত জাতি কত তাদের সংস্কার। কিন্তু ঠাকুর দেবতা সবাই খুব মানে। আমরা ওখানকার এক বড় মন্দিরে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ওই মন্দিরের নাম ঝুলাদেবীর মন্দির। অসংখ্য ঘণ্টা বাঁধা ওই মন্দিরের বাইরে। শুনলাম, লোকে এখানে এসে মানত করে যায়। মানত পূর্ণ করতে মা-এর কাছে ঘণ্টা বেঁধে যায়। নানা জাতির নানা রীতি। যেমন. আগ্রা-য় সেলিম চিস্তি-তে দেখেছিলাম, লাল সুতো বাঁধতে। বীরনগর-এ ওলাইচণ্ডীতলা-য় লোকে ইঁট বেঁধে যেত। আমাদের অবচেতন মনে এক অদৃশ্য শক্তি সদাই জাগ্রত সেটা অবধারিত।

শ্রী মা বলতেন, 'যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।'

আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, আলমোড়া-য় ভাইজী-র সমাধি দর্শন করার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই আমরা সবাই মিলে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রাণীক্ষেত থেকে আমরা ওখানে গেলাম। ভাইজী-কে আমরা কেউই দেখিনি। শুধু মা-এর বই-তে ওঁর সম্বন্ধে সব পড়েছি। ভাইজী মা-এর সন্তানতুল্য ছিলেন। শ্রী মা-এর নাম 'আনন্দময়ী মা' ভাইজী রেখেছিলেন। মা-এর স্বরূপ, মা কে তা ভাইজী প্রথম উপলব্ধি করেন। আমরা ভাইজী-র লেখা দ্বাদশবাণী প্রতিদিন পাঠ করি। ওঁর নাম ছিল জ্যোতিষচন্দ্র। কিন্তু মা-এর ছেলে তাই সবাই 'ভাইজী' বলত। আমরাও তাই বলি। উনিই প্রথমে বলেছিলেন,

'ভগবান বলতে আমরা যা ধারণায় আনতে পারি শ্রী মা তার মূর্ত প্রতীক। সাক্ষাৎ ভগবান, পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ। তাঁর হাবভাব, চলা, হাসি-কৌতুক সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ।'

আমাদের কোন ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মেলাতে ভাইজী বারণ করেছিলেন। ভাইজী-র দীক্ষার পরে নাম হয়েছিল — 'মৌনানন্দ'। মানস সরোবর-এ গিয়ে শ্রী মা-এর কাছে ওঁর দীক্ষা হয়েছিল। তাঁর সমাধি এই আলমোড়া আশ্রম-এ। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। তাঁর সমাধির ওপরেই শিবলিঙ্গ। এত খাড়াই সিঁড়ি যে আমার বাবার খুব কষ্ট হচ্ছিল নামতে, কিন্তু দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা তাই বিদ্যাপীঠ-এর দুটি ছেলে বাবাকে ধরে ধরে নীচে নামিয়ে দিল ও মন্দিরের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল। নীচে অনেকটা জায়গা নিয়ে শ্রী মা-এর আশ্রম। কি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ! মন্দিরের পাশে রয়েছে মা-এর ঘর। আশ্রমের পরিবেশ কত শান্ত সমাহিত। পশ্চিমাঞ্চলের সূর্য-র আলো আশ্রমের দরজায় পড়ে কী সুন্দর লাগছে! চারিদিকে নানা রঙের ফুলের বাহার। রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ যত সুন্দর লাগছিল তত সুন্দর ফুলের গন্ধে চারিদিক ম' ম' করছিল। এখানে মন সত্যিই কোথায় চলে যায়। শ্রী মা-এর ঘরে সেইরকম নীরবতা । শ্রী মা-এর একটি খাট আছে, ওই ঘরে মা এসে বসতেন, শুতেন। খাটে ধবধবে চাদর পাতা আর তার ওপর শ্রী মা-এর একটি প্রতিকৃতি রাখা আছে। ছবিতে একটি পদ্মফুল দেওয়া আছে। আমরা সবাই চুপচাপ ঘরে ঢুকে মাটিতে বসলাম। নিঃশব্দতা বজায় রাখা হয়। সবাই যে যার জপ করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলাম। জপ শেষ করে সবাই আস্তে আস্তে এক এক করে বেরিয়ে এলাম। ওই ঘরে ছিল একটি ছোট্ট জানালা। ওই সময় জানালা খুলে দেওয়া হয়েছিল, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল হিমালয়ের সুন্দর দৃশ্য। যদিও সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, তবুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর তুলনায় হিমালয় ভূ-তাত্ত্বিক বয়স অনুযায়ী সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু তবুও ভারতের উত্তরে এই পর্বতশ্রেণী যুগ যুগ ধরে এই দেশের যুগ-প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা ও জীবনযাত্রাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই পর্বতশ্রেণীর আহ্বানে আবহমানকাল ধরে ছুটেছে বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন দেশের তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও বিজ্ঞানী-রা। উত্তর প্রদেশ-এর এইসব অঞ্চলে নিসর্গ দৃশ্যাবলীর জন্য চিরবিখ্যাত। আমরা মা-এর বাতাসা প্রসাদ নিয়ে ওপরে উঠে এলাম।

এরপর আমরা নৈনীতাল-এ যাই। সেখানে গিয়ে শুনি, ওখানে মা দুর্গা-র একটি চোখ অর্থাৎ শ্রীশ্রী দুর্গা মা-র একটি চোখ পড়েছিল। খুব বড় অর্থাৎ একটা তালদীঘির মত দীঘি-তে পড়েছিল। তাই নৈনীতাল নাম হয়েছে। আমরা নয়না দেবী-র মন্দির দেখতে গেলাম। অনেকটা চত্বর জুড়ে মন্দির। সেখানে ভ্রমণকারীরা বেড়াতে যান, চেয়ার পাতা রয়েছে, সেখানে সবাই বসে গল্প করেন। আবহাওয়াও চমৎকার। আমাদের সবাই-এর বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল, সবাই শাল গায়ে জড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। শিশুরা অনেকটা জায়গা পেয়ে খেলছে, তারপর একটু সন্ধ্যে হয়ে আসাতে আরতির জন্য চতুর্দিকে আলো জ্বলে উঠল। নয়না দেবীর মন্দিরে আরতি হবে। পুরোহিত মশাই এসে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে আরতি দেখলাম। আরতি শেষে প্রসাদ নিয়ে হোটেলে ফিরলাম সবাই। মা-এর করুণায় কত তীর্থ ভ্রমণ করে মা-এর আশীর্বাদ পেয়ে যাচ্ছি। সব জায়গায় শ্রী মা-এর উপস্থিতি অনুভব করি। খুব ভাল লাগে মনে হয় মা আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।

গাড়িতে আসতে আসতে ভাবছিলাম, শ্রী মা পাতাল দেবীর মন্দিরে অত নীচে নেমে স্নান করতেন কি করে? তাছাড়া, ওখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধনা করতেন কি করে? আমরা একবার ওঠা-নামা করতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছি। সেই মুহূর্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয়েছিল মা-কে ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্রী মা সাধারণ মানবী ছিলেন না। তিনি যে সর্বশক্তিময়ী দেবী ছিলেন। তাই অবলীলাক্রমে এইসব সম্ভব হত। আশ্রমের ব্রহ্মচারী-রা খুব কর্মঠ ও কর্তব্যপরায়ণ। ওঁরা আমাদের খুব যত্ন করেছিলেন।

শ্রী মা দেহরক্ষার পরে ছুটি-ছাটায় যখন কোথাও যাওয়ার কথা হত, মা-কে খুব মনে পড়ত। যখন মা যেখানে থাকতেন ছুটে ছুটে যেতাম, বৃন্দাবন-এ তো যখন তখন যাওয়া হত। ছোট ছোট মেয়েদের রেখে চলে যেতাম, একবার শুনলাম মা আছেন বৃন্দাবন-এ। সেই সময় সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর আসবেন মা-এর সঙ্গে দেখা করতে। শোনামাত্র ছুটে গেলাম দুই গুরু-বোন — আলোক-দি ও বাণী-দি ওদের নিয়ে। মা বসেছিলেন মন্দিরের চাতালে একটি চৌকির ওপর, যাঁরা যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্য গেট থেকে মা-এর বসার জায়গা চাতাল পর্যন্ত লালপাড় কোরা শাড়ি বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। যাঁরা তার ওপর দিয়ে আসবেন তাঁরা এলেন, শঙ্খ বেজে উঠল। বিরাট জটা মাটিতে লুটিয়ে বাবা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দু'হাত জোড় করে 'মা মা' বলে ডাকতে ডাকতে আসছেন। মা-ও 'বাবা, বাবা' বলে ডাকছেন।

শ্রী মা আমাদের বললেন,

'দেখো, সামনে জ্ঞান-গঙ্গা আসছেন।'

বাবা এসে মা-এর চৌকি-তে সামনা-সামনি বসলেন, আমরা অবাক হয়ে চেয়ে আছি দুই মহামানবের মিলন দেখে। আমরা শুনেছি সীতারামদাস বাবা মেয়েদের লাল-পাড় শাড়ি পরা পছন্দ করেন, আমরা তাই পরেছি। সীতারামদাস বাবা-র সহগামীরা ওঁর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মা গান ধরলেন —

'হে ভগবান, হে ভগবান ...'

আমরা সবাই মা-এর সাথে করতাল বাজিয়ে গাইতে লাগলাম। বাবা সবাইকে ফল প্রসাদ দিলেন। তারপরেই হঠাৎ ঠাকুর ওঙ্কারনাথ আমাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা ঘড়ি পরে এসেছিলেন, হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিলেন। ওঁর পছন্দ ছিল না, পরে অবশ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বলতেন,

'মেয়েদের শাঁখা-পলা থাকবে হাতে, মাথায় সিঁদুর ও কপালে টিপ থাকবে। আর আটপৌরে করে শাড়ি পরবে। গলায় আঁচল থাকবে।'

যাই হোক, আমরা সবাই সব শুনলাম। এরপরে বাবা ওঙ্কারনাথ দিল্লি আসলে দেখা করতে গেলে ওইরকম সাজে সবাই যেতাম, বাবা খুব খুশি হতেন।

এইরকম একবার কাশী আশ্রম-এ দেখেছিলাম শ্রী মা বসে আছেন, আমরা প্রণাম করে একে একে সরে আসছি এইসময় মা-এর পরম ভক্ত শান্তি ব্যানার্জি-র স্ত্রী এলেন মা-কে প্রণাম করতে। গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছেন, কিন্তু তাঁর বিরাট চাবির গোছা আঁচলে বাঁধা। তাই দেখে মা খুব জোরে হেসে উঠলেন। চাবির গোছা তুলে ধরলেন আমাদের সবাইকে দেখাতে। মিসেস ব্যানার্জি একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। মা পরে ওই চাবির গোছা ওঁকে ফিরিয়ে দিলেন। এইরকম হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে গুরু সব কিছু হালকা করে দেন।

যাই হোক, এরপর প্রণাম-পর্ব শেষ হলে মা-কে ভোগের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আমরাও প্রসাদ নিতে চলে এলাম। মা-এর সঙ্গে দিনগুলো খুব ভাল কাটত, মা-কে ছেড়ে বাড়ি ফিরলে মনটা বিষাদে ভরে যেত। মা তো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যান। তাই মা-এর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে আসি। আমি তো তবু দিল্লিতে থাকি বলে কাছে-পিঠে মা এসেছেন শুনে ছুটে যেতাম। কিন্তু আমার গর্ভধারিণী মা-র সবসময় গুরু-দর্শন হতই না। যাই হোক, আমি কলকাতা গেলে আর যদি শ্রী মা কলকাতায় আসতেন, তখন আমার গর্ভধারিণী মা-কে নিয়ে যেতাম। তবে আশ্রমে মা এলে এত ভিড় হত যে, কাছে যাওয়া যেত না। দূর থেকে শ্রী মা-কে দেখে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতে হত, তাতেই মা খুশি হতেন, গুরু-দর্শন তো হত। এরপরে আমি দিল্লি-তে ফিরে আসি।

যাই হোক, কিছুদিন পরে শুনি আমার গর্ভধারিণী মা খুবই অসুস্থ। হঠাৎ করে ব্লাডপ্রেসার খুব বেড়ে যায়, সেইসঙ্গে সুগার ছিল। যাই হোক, শ্রী মা-কে জানাতে সে যাত্রা মা ভাল হয়ে গিয়েছিলেন, শ্রী মা-এর আশীর্বাদে। আমার কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা ছিল না। আমি জানতাম শ্রী মা এ যাত্রায় মা-কে সুস্থ করে দেবেন। চিন্তামণির হাতে সব ছেড়ে দিলে আমাদের চিন্তা করার কিছু থাকে না। মা সন্তানদের ঠিক লক্ষ্য রাখবেন। ভাল রাখবেন।

কতবার শ্রী মা বলেছেন,

'এ শরীরের একটা লক্ষ্য সর্বদাই তোদের ওপর আছে। তোরা দেখতে চাস না, আমি কি করব?'

আজ সত্যি গুরুর কৃপায় আমরা নিত্য গীতাপাঠ করি। আগে গীতার পাঠ করে অত মানে বুঝতাম না। কিন্তু শ্রী গুরু-র আশীর্বাদে আজ গীতা পাঠ করে আমরা এর অর্থ বুঝতে পারি। আমাদের চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে। নিজেদের জীবনে তা প্রতিফলিত করতে উদ্যোগী হয়ে উঠি, আসক্তিশূন্য হয়ে সামনের দিকে চলতে পারি।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, 'হে মা, হে গুরুদেব, আমাদের মায়া-মোহ দূর করে তোমার পথে চলতে দাও। সকলকে যেন ভালবাসতে পারি। ভালবাসায় কোন মোহ জন্মায় না, আমার তোমায় জেনে ভালবাসলে মোহ হয়। অর্জুনেরও মোহ হয়েছিল নিজের লোকদের মারবে কি করে।'

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব পুরো গীতায় অর্জুনকে মোহত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন। বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। বলেছেন,

'যারা জন্ম নিয়েছে তারা একদিন যাবেই, এতে শোক করা উচিত নয়। আমাদের আছে আনন্দ ও শান্তিতে থাকার জন্মসিদ্ধ অধিকার।'

যত যাই হোক, আমরা নিরানন্দ হব না, কারণ, আমাদের অন্তরে শ্রী ভগবানই তো অবস্থান করছেন।

তিনি বার বার বলেছেন,

'সর্বধর্ম্ম পরিতাজ্য মামেকং শরণম্ ব্রহ্ম।'

শুধু আমাকে স্মরণ করো, আমাকে ভজন কর। আমাকে সব কর্মফল সমর্পণ কর। তাহলে তোমাদের কিছু করার থাকবে না। সংসারে থাকি আমরা তাই সবসময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে থাকে না, কিন্তু অভ্যাস করলেই হয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস। জগতে তিন কৃপা হওয়া চাই। ঈশ্বর কৃপা, গুরু কৃপা ও নিজ কৃপা। এ তিন কৃপা না হলে সৎকর্ম হয় না।

সৎসঙ্গে গেলে আমাদের নিজ কৃপার খুব প্রয়োজন, না হলে আমরা সৎসঙ্গে বসতে পারব না। মন চঞ্চল হবে। গুরু-বাণী কানেই পৌছাবে না। নিজ কৃপা করে সব চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে মনকে একাগ্র করে স্থিরভাবে বসতে হবে। নাহলে সৎসঙ্গে আসার কোন মানে হয় না। ধীরে ধীরে আমাদের মন শান্ত হবে আমরা সৎসঙ্গে বসতে সমর্থ হব। সৎসঙ্গ আমাদের জীবনে স্থিরতা এনে দেবে। প্রতিদিন সকলের সৎসঙ্গ করা উচিত। ভগবৎ-বাণী, ভগবৎ-ভাব, ভগবানের চিন্তা যেন আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। সৎসঙ্গে না গেলে আমরা যদি বিচলিত হয়ে পড়ি, তাহলেই আমরা জানব আমাদের সংসারের প্রতি আসক্তি ও মোহ দূর হচ্ছে। একদিনে এই পরিবর্তন হবে না। সৎসঙ্গ যেতে যেতে তবেই হবে।

শ্রী মা সবসময় বলতেন,

'বিনা প্রয়োজনে বাক্য ব্যয় করো না। অমূল্য সময় ব্যর্থ হতে দিও না। শুধু নাম করো। আমি জানি নামেই লাভ হয়।'

আমাদের সাধনাকে সফল করতে হলে সৎসঙ্গ জরুরি। সৎসঙ্গ জীবনের এক ধারা। এই ধারায় পৌঁছে মাতৃচরণে পৌঁছে যাব।

অনেকদিন মা-এর সমাধি-মন্দিরে যাওয়া হয়নি, প্রায় আট বছর। যে আমি কতবার বছরে যখন-তখন চলে যেতাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে আগে-পিছে না ভেবে, সেই আমি এতদিন কি করে রয়েছি! আসলে তখন মা দেহে ছিলেন, তাই আকর্ষণটা বেশি হত।

যাই হোক, এবার একবার কনখল যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলাম। ২০২২ সাল-এর ১৩ই জুলাই গুরুপূর্ণিমা-তে যাওয়া মনস্থ করলাম। এখন বয়সের ভারে শরীর কিছুটা অসমর্থ হয়েছে। একা যেতে সাহস হয় না। তাই আমার মেয়ে জয়িতা ও নাতনি সঞ্জনা-কে নিয়ে ১২ই জুলাই ভোরবেলা 'জয় মা' বলে রওনা হলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়িতে আমরা রওনা হলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর কি বৃষ্টি শুরু হল! মনে হল, শ্রী মা আমাদের জন্য শান্তিজল ছড়িয়ে উত্তপ্ত ধরণীকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছিলেন। যাই হোক, মা-এর নাম মা-এর গান করতে করতে সাড়ে চার ঘণ্টায় আমরা হরিদ্বার পৌঁছালাম। হরিদ্বার থেকে কনখল পৌঁছালাম। সেখানের মাটিতে পা দিয়েই মনটা সুষুপ্তিতে ভরে গেল। কত বছর পরে আবার কনখল-এ এলাম। দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। 'মা গো মা, তোমার অপার করুণায় আমার আসা হল।' আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা তার জন্য ফল, মিষ্টি, মা-এর শাড়ি সব নিলাম। আশ্রমে সমাধি-মন্দিরে আজই দিতে হবে। ওঁরা সব সাজিয়ে দেবেন, আগামীকাল সকাল ছটা থেকে পূজা শুরু হবে। আটটায় পূজা শেষ হলে সমাধিতে সকলে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারবেন। একদিকে ছেলেদের লাইন, আর একদিকে মেয়েদের লাইন। একবার ছেলেদের যেতে দেওয়া হয় তো আর একবার মেয়েদের।

প্রণাম শুরু হয় আরতির পরে। গানের সঙ্গে সঙ্গে আরতি হয়। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। যাই হোক, আরতি শেষে প্রণাম শুরু হল। আমার পক্ষে বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়ানো অসম্ভব ছিল। তাই মাতৃকৃপায় পুষ্পরাজ আমার হাত ধরে লাইনে না দাঁড়াতে দিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মা-এর জন্য আনা ফুল, মালা মা-এর পায়ে দিতে ও মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে সাহায্য করলেন। প্রণাম শেষে রুমালে প্রসাদ দিচ্ছিলেন স্বামীজী, প্রসাদ নেওয়ার পর একজন দিদি সমাধির একটা মালা গলায় জড়িয়ে দিলেন, আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, এরপর আমি বসলাম আমার মেয়ে ও নাতনি লাইন করে ভেতরে গিয়ে নিজ নিজ ফুল, মালা দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এল। আমি দিদিমা (শ্রী মা-এর মা)-র মন্দিরে যাব, কারণ উনি আমার কানে দীক্ষা দিয়েছিলেন, ওঁর মন্দিরে পূজা ও আরতি দেখে অঞ্জলি দিলাম। মা-এর ভাই-এর ছেলে বলাই পূজা শেষ করে আমাদের হাতে ফুল দিলেন এবং অঞ্জলির মন্ত্র বলতে লাগলেন। আমাদের অঞ্জলি দেওয়া শেষ হলে শান্তির জল ছিটিয়ে দিলেন। তারপরে বলাই সকলকে গুরুদেবের চরণামৃত দিলেন। স্বামীজী অচ্যুতানন্দজী মন্দির দ্বারে বসেছিলেন, সকলকে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ নিয়ে আমি হলঘরে ফিরে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওখানে পদ্মনাভজী-র পূজা চলছিল। বিদ্যাপীঠ-এর ছেলেরা সবাই বসেছিল। স্তব-গান করছিল। অচ্যুতানন্দজীও এসে বসলেন। কিছুক্ষণ পূজা দেখে আমরা উঠে ভোগ নিতে গেলাম। কারণ, এরপরে ভোগঘরে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে যাবে। মা-এর প্রসাদ ভোগ নিয়ে আমরা ফিরে এলাম। এত হৈচৈ এত ভজন-কীর্তন যে আশ্রমের পরিবেশই আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে মা-কে খুব অনুভব করলাম, যেন মা ওইখানে বিরাজমান। 'মা' নামে মুখরিত হয়ে উঠল, শঙ্করাচার্য হলঘর। সেইদিন সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই তো স্বর্গ। কানে নাম বাজছে, হৃদয়ে মা বসে, মুখে নাম-গান। কতদিন পরে এই পরিবেশে এলাম। যাই হোক, এখানে আসার একটা সঙ্কল্প রেখেছিলাম, তাই আসা হল। আসতে পারব না মনে করলে আসা হত না। এখন ভাবছি সঙ্কল্প আঁকড়ে বসে থাকলে কার্যসিদ্ধি ঠিকই হয়ে যায়। কত ভাল লাগছিল পুরানো দিদিদের দেখে, কথা বলে। কত গুরুভাই-বোনদের সঙ্গেও দেখা হল। সকলের এক প্রশ্ন — 'কতদিন পরে এলেন। আবার আসবেন। শ্রী মা-এর কাছে আসতে চেষ্টা করবেন।'

এখানের একটা আলাদা অনুভূতি। যেদিকে তাকাই, শুধু মা আর মা, মা-এর নানান ভাবের ছবি হলঘরে টাঙানো। আর দুটি চৌকিতে মা-এর পূর্ণাঙ্গ ছবি, খুব বড় করে রাখা। একটা চৌকি শঙ্করাচার্য হল্-এ রাখা আর একটা এদিকে রাখা। যেদিক দিয়ে ভক্তরা শ্রী মা-এর জ্যোতিপাঠ মন্দির হয়ে এই হল্ঘর দিয়েই গিয়ে থাকে। দরজার পাশে এই চৌকি থাকাতে সবাই বেরোবার সময় চৌকিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে যান। মা আমার কোন বস্তু চাই না। ব্যস্, শুধু তোমায় চাই। শ্রী গুরুকে ছেড়ে অন্য চিন্তা করলে মা বলেন, তা দুশ্চিন্তার নামান্তর হয়। দৃষ্টিজ্ঞান স্বচ্ছ আয়নার মত। দৃষ্টিজ্ঞান না থাকলে সত্য কি তা বোঝা বা জানা যায় না। মা সত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত শাশ্বত বিদ্যারূপে, সুবুদ্ধিরূপে বিরাজমান। মা যা বলেন, তাই করা সকলের উচিত। মা-এর বাণী অমৃত সমান। সবাইয়ের তা পান করার অধিকার আছে।

তোমার গুরু, আমার গুরু জগৎগুরু — সবাই এক। তোমার ইষ্ট, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈষ্ট। সবই এক। তোমার মধ্যে তার প্রকাশ সবাইকে দেখাও। দেখবে কত শান্তি আছে এতে। মা আমার জীবনতরী, তাই আমি অনায়াসে এ তরী স্বর্গের বেলাভূমিতে ভিড়িয়ে দিতে সক্ষম হব। তার আগে আমায় পুরোপুরি মায়া মোহ ত্যাগ করতে হবে।

ঠাকুরের কথায়,

'পানা আগাছা সরালেই পরিষ্কার জল দেখা যায়, তখন সেই জল পান করা যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ওইসব পানা এসে ওই জায়গায় জমা হয। ঠিক আমাদের সংসারী জীবের মত। একবার আমরা মোহ-মায়া ত্যাগ করে বসি, আবার তারা মনের মধ্যে এসে জমা হয়। আবার জপ-ধ্যান করলে তা সরে যায়।'

এমম সর্বদাই ধ্যান জপে মন নিয়েজিত করতে হবে, যাতে আর না মন ওইদিকে যায়। দিনে দু-তিনবার মৌন ব্রত রাখা উচিত। মৌন হলে আবোল-তাবোল কথা মুখ আসবে না। বিনা প্রয়োজনে বাক্য ব্যয় করতে হবে না। মন মন্থন রোজ করা উচিত। সমুদ্রমন্থন একবার হয়েছিল, কিন্তু গুরু বলেন মন মন্থন রোজ করা উচিত। তাহলে আমরা জানতে পারব কোনটা আমরা ভুল করছি কোনটা আমরা ঠিক করছি। শ্রী গুরু সর্বদাই আমাদের সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, সকালবেলা চোখ খুলে তাঁর নাম নিয়ে দিন শুরু করবে এবং রাতে শোওয়ার আগে সব গুরু-চরণে সমর্পণ করে তাঁর চরণ মাথায় নিয়ে শোবে। দেখবে তোমার কোন চিন্তা থাকবে না, নিশ্চিন্তে ঘুমাবে।

মা বলেন,

'চিত্ত স্থির করে একাগ্র মনে ধ্যান জপ কর, প্রদীপের শিখা যেমন বায়ুরহিত জায়গায় রাখলে স্থির হয়ে জ্বলে শিখা এদিক-ওদিক হয় না। হাওয়া চঞ্চল, তাই হাওয়া-রহিত জায়গায় শিখা অনির্বাণ থাকে। আমাদের মনও তাই।

শ্রী গুরু বলেন,

'মন বায়ুর মত চঞ্চল, আজ এখানে তো পরমুহূর্তে কতদূরে চলে যায়। তাকে আবার টেনে এনে স্থির জায়গায় বসাতে হয়। সবই জপ ও ধ্যানের দ্বারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব। প্রথমে ভগবানের নাম নেওয়াতেও মন স্থির হয় না। সৎসঙ্গে বসে মন স্থির হয় না। কিন্তু ধীরে ধীরে বসার অভ্যাস করলে তখন কত ভাল লাগে সৎসঙ্গে আসতে ও স্থির হয়ে বসতে। ধীরে ধীরে একথা মনে গেঁথে যায় গুরু বাণী, বাণীই গুরু।'

মা বলতেন,

'যতক্ষণ না তাঁর অনুভব হয় ততক্ষণ তার ক্রিয়া ছাড়তে নেই। জপ-ধ্যানে তাঁকে পাওয়া যায়। ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন না, এ হতেই পারে না।'

আমরা যদি চুপচাপ এক জায়গায় বসে ভাবি মা আমাদের কাছে আছেন, তাতেই আমরা আনন্দ পাব। শুয়ে, বসে, জাগরণে সবসময় এই অভ্যাস করা চাই। আমরা এ সংসারে আসি সুখ, দুঃখ, তাপ সহ্য করতে। এসব ধীরে ধীরে সব সয়ে যায় তখন আর কোনও কষ্টবোধ হয় না।

শ্রী মা অনেকবার বলেছেন,

'মন মন্ত্র ও শ্বাস এক জায়গায় হওয়া চাই। আপনাকে পাওয়ার যে রাস্তা তা ছাড়া যায় না, তাই ধর্ম। ভগবৎ ক্রিয়া প্রকাশের যে রাস্তা তাই ধর্ম। যা অক্রিয়া তা অধর্ম। ধর্ম সব একই।'

আমরা সংসারী জীব। আমরা কখনই চিন্তা করি না আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? আর কি হওয়া উচিত? আর তার অনুরূপ নিজের জীবনকে তৈরি করার চেষ্টাও করি না। এইজন্যই তো আমাদের জীবনে গুরুকরণ খুব প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর কৃপায় সমস্তই হতে পারে। আর গুরুর যখন ইচ্ছা তখনই তিনি সমস্তই করতে পারেন। একথা যথার্থ — সদ্‌গুরুর সঙ্গ সদা সর্বদাই কাম্য।

শ্রী মা ছিলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এবং অবতারও। অবতার বলতে আমরা বুঝি, অবতোরণ। পরব্রহ্মের অবতোরণ। শ্রী ভগবান সর্বাতীত, সর্বময় সর্বব্যাপক। সদা সর্বদাই সর্বত্র বিরাজিত। কিন্তু তিনি নিজের চিত্ত শক্তি দ্বারা, মায়ার দ্বারা নিজেকে ঢেকে রাখেন। স্বেচ্ছায় লীলার জন্য কখনও কখনও তিনি এই আবরণকে সরিয়ে প্রকট হন। এই তাঁর অবতোরণ। তিনি অবতাররূপে প্রতিভাত হয়ে থাকেন। গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। তবেই তাঁর স্পর্শ পাব, আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ-র ঠাকুর রামকৃষ্ণ-র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। ভক্তিও ছিল অটুট, তাই তো ভবিষ্যতে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। জগতে তাঁর মহিমা প্রচার করেছিলেন। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও তাঁর প্রচার করেছেন। বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসুও ছিলেন। সংসারের অনেক দুঃখ কষ্ট ওঁকে ওঁর গুরুভক্তি থেকে টলাতে পারেনি। এইরকম সাধনা সকলের করা উচিত। সংসারের ছোট বড় ঘটনা ও সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে। এসব আমাদের সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় ভাবা উচিত আমার কি, যাঁর সংসার তিনি দেখবেন। আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত না হই। লক্ষ্যে স্থির থাকি যেন। এত বড় বিশ্বসংসারে কোথাও আমরা আশ্রয় পাই না পাই, আমরা যেন শ্রী গুরুর আশ্রয় কখনও না ভুলি। তাঁর আশ্রয় সদাই চাই। চাঁদ ও তারা এঁদের আলো আমরা দেখতে পাই বা না পাই গুরুর নজর যেন সবসময় আমাদের চোখে ভাসে। তার জন্যই নিত্য সৎসঙ্গ করা দরকার। সবাইকে প্রেম করা চাই ভগবান জ্ঞানে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি বিরাজমান এই ভেবে প্রেম না করতে পারি সমর্পণ তো করতে পারি।

সেদিন গুরুকে কেউ প্রশ্ন করেছিল, — আচ্ছা গুরুজী, প্রদীপের তলায় অন্ধকার কেন? যে প্রদীপের শিখায় বহুদিনের বদ্ধ ঘর আলোকিত হয়, সেই প্রদীপের তলায় অন্ধকার কেন? চাঁদেই বা কলঙ্ক কেন বলে?

গুরুজী উত্তর দিলেন,

'তুমি তো এটা বলতে পারতে প্রদীপের শিখায় এত আলো কেন? চাঁদের চাঁদনিকে এত স্নিগ্ধতা কেন? আসলে, আমরা কারও ভাল দিকটা দেখি না। উল্টোটাই দেখি।'

গুরুজী বার বার বলেন,

'কারুর দোষ দেখবে না। দোষ দেখবে নিজের। তুমি যদি শান্ত থাক, তাহলে কোথাও কোন হৈচৈ থাকবে না। যদি তুমি সৎ হও, তাহলে কাউকে চোর মনে হবে না। এই কথাগুলি না মানলে তোমার ওপর কোনও জোর থাকবে না, মানলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমারই মঙ্গল ও ভাল হবে। গুরু সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায় ও জানা যায় নিজেকে শুধরে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সবসময় তা সম্ভব নয়। তাই যেটুকু শুনি মনে মনে তাই যদি পুনরাবৃত্তি করি এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে ভাবি তাহলে নিশ্চয় সাফল্য লাভ করব। মনে শান্তি পাব আর মনের মধ্যে কোনও অশান্তি হবে না। মন জিনিসটা খুব ক্ষণভঙ্গুর, কোথায় কখন চলে যায় কোথায় কি উল্টোপাল্টা চিন্তা করে তার ঠিক থাকে না। তাই মনের মধ্যে গুরুর জন্য আসন পেতে রাখা উচিত। ভাবা উচিত এখানে গুরু বসে আছেন। সেইজন্য কোন অশোভন কথা মনের মধ্যে নিয়ে যেতে নেই। কানে শোনা পর্যন্ত ঠিক আছে। মীরাবাঈ-কে কত লোকে কত কথা কত উল্টোপাল্টা কথা বলত বিষপান করতে দিয়েছিল, কিন্তু মীরাবাঈ তা মুখে পান করলেও অন্তরে নিয়ে যাননি। কারণ, তাঁর প্রীতম অন্তরে বিরাজমান তাই।

সাগরের ঢেউ দেখে আমরা যেমন সমুদ্রে স্নান করা ছাড়ি না, তেমনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের নাম করতে, মনস্থির করে গুরুনাম করতে, আমাদের কষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলে তা বন্ধ করতে নেই। রোজ একভাবে বসে একান্তে তাঁকে ডাকতে থাকলে একটা অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন যতক্ষণ না বসে জপ করবে ততক্ষণ মন চঞ্চল হবে। শুনেছি শ্রী গুরু গোবিন্দ-কে চিনিয়েছেন, তাই আগে গুরু-বন্দনা করে ইষ্ট বন্দনা করতে হয়।

'গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।'

ইষ্ট কখনও অনিষ্ট করতে পারেন না। অনিষ্ট হয় আমাদের প্রারব্ধের ফলে। এই প্রারব্ধ কাটাতে হলে উৎকট তপস্যা চাই।

ভাইজী বলেছেন,

'উৎকট তপস্যা করে থাকলে প্রারব্ধ কেটে যায়। বনে গিয়ে তপস্যা করার দরকার নেই। ঘরে বসেই সব হয়। শুধু একাগ্রতা চাই, স্থির মন হওয়া চাই।

গুরু নানক বলেছেন,

'স্থির মন ব্রহ্ম। অস্থির মন সংসার।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবাই বলে, প্রথম প্রথম সৎসঙ্গ-এ আসতে ভাল লাগত না, সেই একই কথা, একই আলোচনা। কিন্তু এখন তারাই সৎসঙ্গ না এসে থাকতে পারেন না। সময়ের আগেই চলে আসেন। সৎসঙ্গ এখন সকলের জীবনকে সংশাধিত করে দিয়েছে, আমিত্বের বড়াই ঘুচে গিয়েছে। শরীর সম্বন্ধে কথাও এখন আর কেউ বলে না। সৎসঙ্গ আমাদের জীবন হয়ে উঠুক — এই প্রার্থনা।

কনখল-এ গেলে উৎসবে খুব আনন্দ হত শ্রী মা-এর অনুভূতি তো হতই, সেইসঙ্গে দিদিদের সঙ্গে মা-এর গল্প হত। এই তো সেদিন গুরুপূর্ণিমা-তে গিয়ে পূজাশেষে বিশুদ্ধাদি-র ঘরে বসে মা-এর কথা হচ্ছিল। বিশুদ্ধাদি-র ঘরে মা-এর ছবির পাশে একটি সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি দেখে ওঁকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম ওই সরস্বতীর মূর্তি মা বিশুদ্ধাদি-কে দিয়েছিলেন। উনি নিজেই বলেছেন, উনি কোনদিন সরস্বতী মূর্তি পূজা করেননি। কিন্তু যেহেতু মা দিয়েছেন, তাই মা-এর ছবির পাশে রাখা আছে।

বিশুদ্ধাদি বলছিলেন, বেশ কিছুদিন পরে বিশুদ্ধাদি-র এম.এ. ফাইন্যাল পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ওর শরীর ভীষণ খারাপ হওয়াতে বেশি পড়তে পারেননি। কিন্তু পরীক্ষা তো দিতেই হবে। যাই হোক, 'জয় মা' বলে মা-কে স্মরণ করে কোনরকমে পরীক্ষা দিলেন। মনে কোনও আশা ছিল না পাশ করবেন বলে। কিন্তু সর্বদাই কল্যাণময়ী মা-কে ডাকতেন। পাশ করালে উনিই পাশ করাবেন, ফেল করালে উনিই করাবেন। ভরসা রেখেছিলেন শ্রী মা-এর ওপর, ভরসা রেখেছিলেন গুরুর ওপর। একমনে ডাকলে পরে মা সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরোনোর সময় হয়ে এল। বিশুদ্ধাদি তো জানেন এবার পাশ করতে পারবেন না। এ বছরটা ওঁর নষ্ট হবে। কিন্তু মা-এর কৃপার কোন তুলনা নেই। দয়াময়ী মা, কৃপাময়ী মা-এর কৃপায় রেজাল্ট বেরোল, দেখা গেল বিশুদ্ধাদি ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাশ করেছেন। দু'চোখে জল নিয়ে মা-কে খবরটা জানালেন, মা খুব খুশি। সরস্বতী পূজা না করলে কি হবে, মা-কে সরস্বতীরূপে হয়ত পূজা করতেন, তাই এত সহজে ভালভাবে পাশ করে গেলেন। এইসব কথা যখন শুনলাম মা চোখের সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসছিলেন। মা দেহে না থাকলে কি হবে, দিদিদের কথা শুনে মনে হত মা তো আমাদের কাছে আমাদের মধ্যে সর্বদাই আছেন। জয় মা, জয় মা। দিদিরা কত ভাগ্যবতী সদা সর্বদাই মা-এর সঙ্গ পেতেন। নানান বাণী শুনতেন। আমিও মা-এর কাছে থাকতে চেয়েছিলাম। মা বলেছিলেন, মা বাবার মত নিয়ে আসতে। কিন্তু আমার বাবা-মা মত না দেওয়াতে আমার থাকা হয়নি। পরবর্তী জীবনে দিল্লি-তে এসে মা-কে অনেকবার দর্শন করেছি। অনেক উৎসব-ও দেখার সুযোগ হয়েছে। দিদিমা (মুক্তানন্দগিরি) মা-এর সঙ্গে আসতেন তাই গুরুর চরণও দেখার সুযোগ হয়ে যেত। দিদিমা মা-কে স্বয়ং ভগবানরূপে দেখেছিলেন। 'মা' বলে ডাকতেন। উৎসবে উনিও মা-এর পাশে স্থির হয়ে বসে থাকতেন।

দিদিমা মা-এর আরতির গান রচনা করেছিলেন —

তোরা দেখবি যদি আয়
বেলা বয়ে যায় যায়
হাতে ধূপ নিয়ে বাতি নিয়ে আয়
বাতির আলোয় শ্রী মায়ের চরণ দেখবি
যদি আয়, আয় ওরে আয় আয় বেলা বয়ে যায় ...'

গুরুকরণ করা সবাই-এর উচিত। গুরুদেব আমাদের জীবনকে সঠিক পথে চলার, সুন্দর করে তোলার, জীবনে স্থিতি আনতে শেখান। বাক্ সংযম শেখান। সর্বজীবে তাঁর অনুভূতি আমরা গুরুজী-র কাছে লাভ করি। সেইজন্য কেউ যাতে আমার দ্বারা, আমার কথায় দুঃখ না পায় সতর্কভাবে চলা। কারণ, প্রত্যেকের অন্তরে অর্ন্তযামীকে দুঃখ দেওয়া হয়। এই ভেবে ভাল ব্যবহার করা উচিত। উপকার না করতে পারি আগেই দোষ দেখা উচিত নয়। প্রত্যেকে আমরা অনুকূল আবহাওয়া পছন্দ করি। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘাবড়ে যাই। কিন্তু অনুকূল আবহাওয়ার জন্য নিজেদের তৈরি করতে হয়। ধৈর্যশীল হতে হয়, চিন্তাশীল হতে হয়। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, গুরুজী-র সঙ্গে থেকে সেটা আমাদের উপলব্ধি করতে হয়। এইজন্য তো স্থির মন বুদ্ধি জপ-তপ এসব করা প্রয়োজন হয়। পরে মনের মধ্যে সর্বদাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলাহল হয়, চঞ্চলতা থাকে। তোমার আমার আসক্তি মোহ এইসব ভিড় করে আসে। গুরুর কৃপা ছাড়া আমরা ভগবানকে ডাকতে ও জানতে শিখতাম না। গুরু শুধু আত্মদর্শন করান না, আমাকে স্থিত হতে, স্থির হতেও শেখান। তাই আত্মানন্দে যখন আমরা থাকি, তখন পরম সুখ পাই। মা নামে এত গুণ, এত আনন্দ যে নাম যখন থেমে যায় তখনও চারিদিকে রেশ থেকে যায়।

কনখল আশ্রমে ও দিল্লি আশ্রমে মা দেহে থাকা অবস্থায় দেখেছি নাম যজ্ঞের সময় মা এসে সুরে ভরিয়ে দিতেন। ঘুরে ঘুরে আমাদের সঙ্গে নাম করতেন তারপরে বিশ্রামে চলে যেতেন। আমরা সারারাত নাম করার পর নগর-কীর্তন করে আশ্রমের চারিধারে ঘুরে মা-কে প্রণাম করতে যেতাম। যে দিদিরা মা-এর কাছে থাকতেন তাঁরা মা-এর নির্দেশমত আমাদের হাতে একটা করে মিষ্টি আর প্রসাদ দিতেন। আমরা একে একে বেরিয়ে আসতাম।

মা বার বার বলতেন,
'শুধু নাম করো। নামেই সব হয়।'
আরতির গানে শুনতে পাই —
'তন মন ধন সব তেরা
তুঝকো অর্পণ করু ক্যয়া লাগে মেরা ...'
হে ঈশ্বর, আমাদের তন মন ধন সব তোমাতে অর্পণ করলাম।

প্রত্যেকদিন প্রভাতবেলায় অমৃত মুহূর্তে ঠাকুরের নাম গুরুর নাম নেওয়া অথবা কানে শোনা সারাদিনের সুফল। আমরা যারা গুরুকরণ করেছি তারা সত্যিই খুব ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী। দিনের পর দিন সংসারের ঘানি টেনে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কিছুই ভাল লাগে না, 'তু তু ম্যায় ম্যায়' লেগেই থাকে সংসারে, তখন সেই দমবন্ধ-করা পরিবেশ থেকে গুরুই আমাদের উদ্ধার করেন, কাছে টেনে নেন। দুটো বাণী বলে বা শুনিয়ে আমাদের মন ঠাণ্ডা করে দেন।

দিদিমা সবসময় বলতেন,
'দেখব, শুনব, বলব না। ...'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখবে কলহ কম হবে, শান্তি পাবে, সংসার জানবে কুরুক্ষেত্র। এখানে কলহ তো থাকবেই। কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। পদ্মফুলে যেমন পাঁক লাগে না, যেমন পাঁক যতই ওপরে উঠুক, পদ্মফুলের বৃন্ত-ও তেমনি সোজা হয়ে ওপরে ওঠে। আমাদেরও ঠিক সেইরকম হতে হবে। নাহলে মন মলিন হবে। সারাদিন নষ্ট হয়ে যাবে। মন অশান্ত হলে কিছুই হয় না। সৎসঙ্গ এক সাধনা, কিন্তু অশান্ত মন নিয়ে সৎসঙ্গে এলে সেখানেও মন বসে না। সাধনা তো দূরের কথা।

তাই যাই করি না কেন, মা বলতেন, 'মন স্থির করে স্থিরমনে বসতে হবে। তবে তোমার সাধনা সম্পূর্ণ হবে।'

মন্দিরে যখন আমরা যাই দেখি, কি সুন্দর মূর্তি! পূজা করি, ফুল দিই। ভক্তিতে মাথা নত করে প্রণাম করি। কিন্তু একটুও ভাবি না এখানে প্রণাম পাওয়ার আগে এই মূর্তি কত না ছেনি-র আঘাত সহ্য করেছে তবেই আজ তিনি জনসাধারণের পূজা পাচ্ছেন। শ্রদ্ধায় তারা তাঁর চরণে মাথা নত করছে। ছেনির আঘাতের কাছে সংসারের আঘাত কিছুই নয়। তাই শান্তমনে সকল বিষয় মেনে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। সঙ্গে গুরুর আশিস তো রইলই।

হরিদ্বার-ই বলুন, আর কনখল-ই বলুন যেতে কেন এত ভাল লাগে? কেননা, সকাল হতে না হতে চারিদিকে পূজার ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, গঙ্গার বয়ে যাওয়া কলধ্বনি, সব মিলিয়ে এত ভাল লাগে যে বলার নয়। শহরে শুধু বাস, গাড়ি, হকারদের চিৎকারের আওয়াজ, তাতে মনে ভগবৎ-ভক্তি আসে না। হরিদ্বারের ভাবই আলাদা। মা-এর আশ্রমে গেলে দিদিদের দেখে খুব ভাল লাগে। চন্দনদি আজও এই বয়সে কলকাতা দিল্লি যাওয়া-আসা করছেন। আমাদের ছেলে-মেয়েদের দীক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য, তাদের মধ্যে মাতৃভাব জাগানো ও ভগবৎ প্রেম জাগানোর জন্য। যখন দেখি, তখন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। শ্রী মা-এর কাছে প্রার্থনা করি চন্দনদি-র শরীর ভাল রাখ, আশ্রমে গেলে মনে হয় আমরা সবাই একই পরিবার। সকলের জন্য সকলের যত্নের সীমা নেই। দিদিদের কাছে মা-এর কত গল্প শুনি, মা বলতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মনকে কখনও খালি রাখবে না, খালি মন শয়তানের বাস। শুধু এ কি করল, ও কি করল, এর কি দোষ; ওর কি দোষ এই দেখে বেড়ায়। তাই ভগবানের নামে মন ভরিয়ে রাখতে হবে। লক্ষ্য করলেই সব হবে। আমরা জানি লোহা দিয়েই লোহা কাটা হয়। তেমনি জ্ঞান দিয়ে আমরা আমাদের মনের দুর্বলতা, অপরাধ-বোধ ও পরশ্রীকাতরতা সব দূর করতে পারব।

মহাত্মা-দের দুটো ডানা। এক ডানা জ্ঞান ও আর এক ডানা বৈরাগ্য। জ্ঞান ছাড়া বৈরাগ্য আসে না। বৈরাগ্য না এলে সাধনার পথও সুগম হয় না। মোহ ও মমতা দূর হয় না, জ্ঞান অজ্ঞানকে দূর করে।

গুরু-বন্দনায় আছে ---

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।।

শ্রীগুরুদেব আমার, আমি শ্রী গুরুর।

তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম, সরমাদি সব গুরুবোনদের নিয়ে বাসে করে নৈমিষারণ্য-এ যাবেন। যাঁরা যাবেন তাঁদের আগে থেকে ওঁকে গিয়ে জানাতে হবে। শুনেছি ওখানে শ্রী মা-এর আশ্রম খুব সুন্দর। প্রচুর গাছ-পালায় ঘেরা। ওখানের নাম-মাহাত্ম্য আছে। ওখানেই শ্রী গণেশজী মহাভারত লিখেছিলেন। ব্যাসদেব-এর বলে যাওয়া আর গণেশজীর লেখা। যাই হোক, ওসব তো গিয়েই দেখব আগে তো যাই। সরমাদি-র কাছে গেলাম। সরমাদি ছিলেন কীর্তনের শিরচূড়ামণি, উনি না থাকলে কীর্তন জমত না। যাই হোক, যাওয়ার দিন ঠিক হল। বড় একটা বাসে করে আমরা রওনা হব। সবাই আগে সরমাদি-র বাড়িতে জমা হব। আমি, মিতালী, রেণুদি, কমলাদি, শীলাদি। শীলাদি ছিলেন কিনা মনে নেই।

দুর্গাও আমার সঙ্গে যাবে। আমাদের দুজনের খুব আনন্দ। দুর্গা আমার গুরু-বোন, আমরা প্রায়ই একসঙ্গে মা-এর কাছে যাতায়াত করতাম। এ পথে চলার জন্য ওর সঙ্গে আমার গাঁটছড়া বাঁধা। কত ঠাকুরের গল্প আমি ওর কাছে শুনেছি। ধর্মের পথে ধর্ম নিয়ে আলোচনায় ও কখনও সংসারকে ঢুকতে দিত না। এইজন্য আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব মনের মিল ছিল। যাই হোক, অবশেষে সরমাদি-র বাড়ি থেকে সবাই বাসে রওনা হলাম। রাখীও ছিল। রাখী, আমি ও দুর্গা পাশাপাশি বসেছি। রাখী-ও আমার গুরু-বোন ও খুব বন্ধু ছিল। আজ আর রাখী আমাদের মধ্যে নেই। শ্রী মা-এর কোলে চলে গেছে।

সেইসময় আশ্রমের প্রেসিডেন্ট ছিলেন শ্রী বালীসাহেব, তিনিও আমাদের সাথে গিয়েছিলেন। খোকন-দা খোল বাজানোর জন্য ছিলেন। খোকন-দা, সরমাদির ছোট ভাই। খোল ও করতালের সঙ্গে কীর্তন খুব জমে উঠেছিল। সরমাদি এক লাইন গাইতেন, তারপর আমরা সমবেতস্বরে গাইতাম। কি ভাল লাগছিল বলার নয়। অবশেষে নৈমিষারণ্যে মা-এর আশ্রমে পৌঁছালাম। কি অপূর্ব আশ্রম! চারিদিকে বড় বড় গাছ-পালা, বাগানে বিরাট মাঠ। মাঠে সবুজ ঘাস। গাছের পাতাগুলি বৃষ্টি-ভেজা, গাঢ় সবুজ রঙ-এর। বর্ষার পরে খুব সুন্দর লাগছিল। একতলা বাড়ি। মা-এর বাড়িটা কয়েক হাত দূরে। দোতলা-য় একটি ঘরে মা থাকতেন। সেখানে একটি চৌকি রয়েছে। তার ওপরে ধবধবে সাদা চাদর পাতা। তার ওপরে মা-এর একটি ফটো রাখা। ছবিতে মালা পরানো আর চারিপাশে সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো। ফুলের এত মিষ্টি গন্ধ, সারা ঘরে ম' ম' করছে। সকালে ধূপ জ্বালানো হয়েছে তার গন্ধের রেশ ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে সকলকে মোহিত করে দিল। আমরা একে একে 'জয় মা' বলে প্রণাম করে নিঃশব্দে নীচে নেমে এলাম। ওই ঘরে কথা বলা নিষেধ। স্বর্গ কি সত্যিই এইরকমই হয়? যত দেখি, ততই শ্রী মা-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে। শুনেছি, এখানে একবার সংযম সপ্তাহ পালন করা হয়েছিল — ওই মাঠে তাঁবু টাঙিয়ে। কিন্তু ওইসময় এত বৃষ্টি যে সংযম সপ্তাহ কি করে হবে, সবাই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। সেইসময় মা দিদিদের কাউকে এক গ্লাস জল আনতে বললেন, এক গ্লাস-ভর্তি জল এক দিদি নিয়ে এলেন। মা-কে দেওয়াতে মা সবটা জল খেয়ে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। সংযম শুরু হল। এরপরে যতদিন সংযম চলেছিল, ততদিন একটুও বৃষ্টি হয়নি। মহামায়া মা-এর কী অপূর্ব লীলা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর আমরা সবাই দল বেঁধে নৈমিষারণ্য দেখতে বের হলাম। প্রথমে এক হনুমান মন্দিরে গেলাম। সেখান থেকে কাছেই সেই অশ্বত্থ গাছ তার শেকড়-বাকড় কত দূর-দূরান্ত বিস্তৃত। তার ডাল-পালা চারিদিকে ঝুলছে। এখানে বসেই নাকি শ্রী গণেশজী তাঁর এক দাঁত ভেঙে তাই দিয়ে মহাভারত লিখেছিলেন। ওখানকার পণ্ডিতেরা এইসব কাহিনী আমাদের বললেন। ব্যাসদেব বলে যান, আর গণেশজী লিখতে থাকেন। কি অপূর্ব লাগছিল এইসব পৌরাণিক কাহিনী শুনতে। এইসব তীর্থস্থল দর্শন করার পরে আমরা দুর্গামন্দিরে যাই। সেখানে আরতি হওয়া শুরু হবে। তাই আমরা তাপ ও শান্তির জল নিয়েই সবাই যাব। আরতি শেষে আমরা এলাচদানা প্রসাদ নিয়ে সবাই আশ্রমে ফিরলাম। তখন আশ্রমে পুরাণ-পুরুষের যে মূর্তি ছিল, সেখানে ধূপ ও ধুনা দিয়ে আরতি হল। সরমাদি সকলকে নিয়ে আরতির গান গাইলেন — 'জয় জগদীশ হরে ...' তারপরে নাম-গান হবে। মা-নাম, তারপরে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম ...' পরদিন সারাদিন নাম-গান হবে।

সরমাদি এক একবার নাম-গান ছেড়ে হল্-এ গিয়ে যেখানে মা-এর ফটো দিয়ে সাজানো ছিল, তাতে একটা করে নতুন শাড়ি পরাচ্ছেন, আবার কিছুক্ষণ পরে সেই শাড়ি-টা একজন গুরু-বোনকে দিয়ে নতুন একটা শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছেন। সারাদিন ওঁকে এই শাড়ি পরানো ও খোলা চলল। সবাইকে দেওয়ার পরেও কিছু শাড়ি রয়ে যায়। কীর্তন চলে সমবেতভাবে। সরমাদি মাঝে মাঝে একলাও গান করেন। তখন ঠিক ওঁকে শিশুর মত লাগে। দু'চোখে জল, গলার স্বর কান্না-ভেজা। আমাদেরও চোখ শুকনো থাকত না। যাই হোক, সময়টা খুব ভাল কাটল নৈমিষারণ্যে। এত সুন্দর বাতাবরণ কিছুটা স্থান-মাহাত্ম্য-ও বটে।

এরপর আমরা সবাই সরমাদি-কে না জানিয়ে 'চক্রতীর্থ'-এ গেলাম। এই চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য-কথা আমরা পুরোহিত-এর মুখে শুনলাম। সতীর দেহত্যাগের পরে নারায়ণ সতীর দেহ সুদর্শন চক্র দিয়ে কাটতে উদ্যত হয়েছিলেন, কারণ যতক্ষণ সতীর দেহ শিবের কাঁধে থাকবে, উনি পাগলের মত উন্মত্ততায় সারা পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। এইজন্য ব্রহ্মা নারায়ণের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সৃষ্টি রক্ষার জন্য। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ ওই সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মৃতদেহ না থাকলে শিবের রাগও প্রশমিত হয়ে যাবে। সবশেষে নারায়ণ ওই চক্র নৈমিষারণ্যের দীঘিতে ফেলে দেন। ওইজন্য দীঘির নাম চক্রতীর্থ হয়ে যায়। এখনও নীচে সবসময় জলে চক্র ঘুরছে, তাই বেশি গভীরে লোকজনদের যেতে নিষেধ করা হয়। আমাদের গুরু-বোনেরা সিঁড়ির কাছে জলে নেমে স্নান সেরে তাড়াতাড়ি উঠে আসেন। আমি এত ভীতু যে, আমি ও অলকদি জলে নামিনি, ওপরেই বসেছিলাম। ওরা জল এনে আমাদের মাথায় দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রী মা-এর শরীর থাকাকালীন একটি ঘটনা ঘটে। ওই বৎসর দুর্গাপূজা নৈমিষারণ্য আশ্রম-এ হয়েছিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন ওই চক্রতীর্থে হবে। স্বামী স্বরূপানন্দ সকলকে নিয়ে যাবেন। বুলিদি-র ছেলে বাপী-ও গিয়েছিল। ছেলেমানুষ ওরা অত কিছু মানে না। প্রতিমাসহ জলের একটু গভীরে চলে গিয়েছিল। ব্যস, ক্রমশঃ নীচের দিকে গিয়ে ঘূর্ণি-র মধ্যে পড়ল।

শ্রী মা বিপদের আশঙ্কা বুঝে চিৎকার করে উঠলেন,

'বাঁচা, বাঁচা, ডুবে গেল। ডুবে গেল।'

স্বামী স্বরূপানন্দজী ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন এবং কোনরকমে বাপীর একটা পা ধরে টেনে নিয়ে এলেন। তখন বাপী আর কোন কথা বলতে পারছে না। সবাই মিলে আশ্রমে ফিরে এল। শ্রী মা-ও এ যাত্রায় বাপী-কে প্রাণ দান করলেন। শুনেছি, মা নাকি একবার বারণ করেছিলেন বাপী-কে বিসর্জনে যেতে, কিন্তু ছেলেমানুষ সেকথা না শুনে চলে গিয়েছিল। জয় মা আনন্দময়ী! তোমার কৃপায় কি না হয়! অন্ধ চোখ ফিরে পায়, খোঁড়া পায়ে চলার শক্তি পায়। সেজন্য শ্রী গুরুই আমাদের একমাত্র ভরসা। যাক, আমরা আশ্রমে এসে সরমাদির কাছে সবাই খুব বকুনি খেলাম। সত্যি কারও কিছু দুর্ঘটনা ঘটলে কি হত! উনি তো সকলের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছেন। সবাই তার পরদিন দিল্লি ফিরে এলাম। সারা বাসে 'মা নাম', 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম করতে করতে এলাম। স্মৃতির মণিকোঠায় এসব এখনও জ্বলজ্বল করছে। সেই নৈমিষারণ্য আশ্রম, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্রতীর্থ দীঘি — কিছুই ভোলার নয়। এরপরে আর কোনদিন যাওয়া হয়নি ওই তীর্থ, তপোবনে।

আজ আমাদের মধ্যে অনেকেই নেই, বুলিদি নেই, মায়াদি, লীলাদি, নিভাদি, বিশেষভাবে সরমাদি-ও নেই। কালের অমোঘ গতিতে সবাই শ্রী মা-এর চরণকমলে আশ্রয় নিয়েছেন। সরমাদি সবসময় কীর্তন, নাম-গানে বিভোর হয়ে থাকতেন। তবে রাগের কারণ ঘটলে বেশ রেগে যেতেন। তবে আবার খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও হয়ে যেতেন। হংসাদি, বাসুদি এঁরা সবাই মা-এর নামে বিভোর হয়ে থাকতেন।

সংসারে আমরা ক্রোধ করি, কিন্তু তাতে আমাদের বল লাগে না। কিন্তু ক্রোধ প্রশমিত করতে মানসিক বল লাগে। ক্রোধে অনেক সময় সাধারণ জ্ঞান লুপ্ত হয়। যখন যা খুশি করে বেড়ায়। এই কারণে আমরা সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি পাই না। সদা সর্বদা একটা ভয় আমার আপনজনের কিছু না হয়। এইরকম একটা ঘটনা আমার জীবনে হয়েছিল। আমার গর্ভধারিণী মা যখন এই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন।

শ্রী আনন্দময়ী মা- এর বাণী

একনিষ্ঠ হয়ে পথ চলা, ভগবৎ-বিষয়ক সব জায়গায়ই গ্রহণীয়। এক লক্ষ্যে যে ভগবানকে চায় সে পথ পায়. স্বয়ং ভগবানই ধরা দেন। ভগবানের আশ্রয়ে দুঃখ দূর হয়। মানুষের কর্মফলে যে কষ্ট বোধ, তা ভগবানেরই কৃপা। কৃপা বলে গ্রহণ করতে পারলেই কল্যাণের দিক। কৃপা অনুভবের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কৃপার কথা বুঝতে পারা যায় না। মুক্তি পেতে হলে ভগবৎ স্মরণ, জপ, ধ্যান ও চিন্তনে মনকে সর্বদা ডুবিয়ে রাখা — যা শান্তির দিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

শ্রী মা আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-এর
পায়ে
চলে গেলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

শ্রী মা আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ। ১৯৭০ সাল। পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের নববর্ষ বলে পরিচিত। আমি দিল্লি থেকে ছুটে গেলাম। মনে খুব বিশ্বাস ছিল, আমার গর্ভধারিণী মা-এর কিছু হবে না। আমি পৌঁছে দেখি, মা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। চোখের সামনে শ্রী আনন্দময়ী মা-এর ছবি ছিল, মা সেদিকে তাকিয়ে উঃ আঃ করছেন। বুকের কষ্ট। আমরা ওপর থেকে হাত বুলিয়েও কিছু করতে পারব না। মা-কে স্মরণ করে মা-কে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি — এ যাত্রায় এই মা-কে ভাল করে দাও। কিন্তু তখনও বুঝিনি কালের অমোঘ নিয়মে মা-কে চলে যেতে হবে। তাঁর যাওয়ার ক্ষণ এসে গেছে। তাঁকে আমরা কেউ রাখতে পারব না। তবু কি জানি কেন মনে হয়েছিল, শ্রী মা-এর কাছে প্রার্থনা করলে এ যাত্রা মা বেঁচে যাবেন। তাই মা-এর কাছে বসে মায়ের মাথায় সমানে শ্রী মা-এর জপ করছিলাম।

ছোট ছোট ভাই-বোনেরা সবাই কাঁদছে। বাবা জপে বসেছিলেন। ঠাকুর মশাই এসে শঙ্খ বাজিয়ে সন্ধ্যে দিলেন। মা তখনও এত সজ্ঞান যে, শঙ্খধ্বনি শেষ হতেই বসে দু'হাত জোড় করে গুরু মা-কে প্রণাম করলেন। নাক ও কান মুললেন। ওটা ওঁর বরাবরের অভ্যাস ছিল। যাই হোক, গুরু-প্রণাম ভুললেন না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা চলে গেলেন। চোখের সামনে মা-এর যাওয়াটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এত কষ্ট হয়েছিল শ্রী মা-এর ওপর এত অভিমান হয়েছিল যে, চিৎকার করে বলেছিলাম —

'মা, তুমি মিথ্যা, তোমায় আর আমি কোনদিন পূজা করব না।'

ওই সময় খুব নকশালদের উৎপাত ছিল। তাই তাড়াতাড়ি দাহের ব্যবস্থা হল। এরপর কাজ হল। খুব ভাল করে কাজ হল। পাঁচ ভাই, চার বোন সবাই মিলে এক এক করে কাজে বসলাম। আমরা তিন বোন বিবাহিতা ছিলাম। তাই আমরা চার দিনেই কাজ করেছিলাম। তবুও সবাই মিলে বসা হল। সমানে গীতাপাঠ চলছিল। আমার ছোট বোন চোদ্দ বছরের ছিল। ওর খুবই কষ্ট হয়েছিল। এসব দেখে মন এত খারাপ হয়েছিল যে, শ্রী মা-এর ওপর অভিমান এড়াতে পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! মা-এর পারলৌকিক কাজের পরেই শ্রী মা-এর সাথে দেখা করার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। বিশেষ করে বাবাকে একবার মা-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনটা ব্যাকুল হল। মনে হল, মা-ই পারবেন আমাদের এই নিদারুণ শোককে শান্ত করতে। মাসটা ছিল বৈশাখ মাস। বেনারস-এ তখন মা-এর জন্মতিথি পালিত হবে। আমি আর বাবা ঠিক করলাম আমরা মা-এর গুরু-প্রণামী নিয়ে বেনারস যাব। তাই আমি ও বাবা, মা-কে দেওয়ার জন্য গুরু-প্রণামী নিয়ে রওনা হলাম।

আশ্রমের কাছে একটা বড় মাঠে তাঁবু টাঙিয়ে রামলীলা হচ্ছিল। মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা দরজার কাছে পৌঁছাতেই মা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই একজন দিদিকে বলে পাঠালেন আমাদের গোপাল-মন্দিরে অপেক্ষা করতে। আমরা মা-এর কথামত গোপাল-মন্দিরে গেলাম। বাবা বসে সান্ধ্য-জপ করতে লাগলেন। আমি মন্দিরের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে গোপাল দেখছিলাম ও অঝোরধারে কাঁদছিলাম। হঠাৎ গায়ে একটা স্পর্শ পেলাম, পাশে তাকিয়ে দেখি, মা আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি কাঁদছি দেখে বললেন,

'কানদোস ক্যান? মা-বাবা কি কারও চিরকাল থাকে? শান্ত হ'। বাবারে দ্যাখ।'

বাবা প্রণাম করাতে বাবার মাথায় বেশ করে হাত বুলিয়ে দিলেন। মা-এর স্পর্শে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। বাবাও বললেন, মা-এর হাতের স্পর্শে বাবারও চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। মন অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। মা-কে ভাণ্ডারা দিয়েছিলাম। তার পরদিন গোপাল মন্দিরে বেলা একটায় মা যেতে বলেছিলেন। ওই সময়ে গিয়ে দেখি, মা একধারে আসনে বসে আছেন ও ছবিদি মা-এর থালায় করে খাবার অর্থাৎ অন্ন-ব্যাঞ্জন সাজিয়ে এনে মা-কে খাওয়াতে লাগলেন। মা দু'গ্রাস খাওয়ার পরে আমায় বললেন,

'খাও, বাবাকে নিয়ে প্রসাদ নাও গে যাও। আমি তো ভোগ নিলাম। এবার তোমরা প্রসাদ নাও গে যাও।'

দয়াময়ী মা কি করুণা তোমার! তুমি কত খেয়াল রাখো আমাদের। আমার বাবা খুব তৃপ্ত হলেন মা-এর প্রসাদ নিয়ে। তারপর দিন আমাদের ফেরার পালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মোৎসবে বাবা আর থাকতে পারছিলেন না, কারণ মা-এর চলে যাওয়ার পর সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে চলে এসেছিলেন। যাই হোক, আমরা ফেরার আগে মা-কে প্রণাম জানাতে গেলাম।

মা বাবাকে বললেন,

'বাবা, মন খারাপ করো না। মনে জগদীশ-কে, ভগবানকে বসিয়ে নাম করো, জপ করো, সৎসঙ্গ করো দেখবে মন ভাল থাকবে। যে যাবার সে চলে গেছে। তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।'

বাবা 'মা, মা' করলেন, বললেন,

'মা, এই পালহীন সংসার-সমুদ্রে যেন তোমার নাম করে পার হয়ে যেতে পারি। সংসারধর্ম যেন ভাল করে পালন করে, কর্তব্য শেষ করে তোমার চরণে পৌঁছাতে পারি। শুধু তুমি ছাড়া আর যে কিছুই জানি না।'

গুরুর নজর যার ওপর পড়ে, সে ভগবান হয়ে যায়। ভালবাসা দেখাবার জিনিস নয়। সংসারে থেকে সবাইকে ভালবাস, একদিন না একদিন তোমাকেও সে ভালবাসবে। — 'Love is God, God is love.' সৎসঙ্গে সবাই এক মনের হয় না। কেউ কথায় ব্যবহারে দুঃখ দেয়, কেউ হেসে ভাল ব্যবহার করে সুখ দেয়। কেউ সমালোচনা করে, কেউ প্রমাণ করে চিন্তার কিছু নেই। ভগবান চিন্তামণি। তিনি সকলের মঙ্গল করেন। আপনাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি আত্মা, ভগবান আমার অস্তিত্ব। শ্রী গুরুর আদেশ পালন করা মানেই তাঁর সেবা করা। আমরা চাইলেই সৎগুরু এখুনি আমাদের মুক্ত করে দেন। মুক্তি কোন কঠিন কাজ নয়। আমরা সব কিছু সমর্পণ করে দিলে আমরা মুক্ত। অংশ ও অংশী। আমাদের ভিতর যদি কিছু কম থাকে, সেটা আমাদের Will power. Will power কম বলেই তো আমরা সবেতে ভয় পাই। কেউ না আমাদের ছেড়ে চলে যায়। বাচ্চারা পরীক্ষা দিতে গেছে, খালি মনে হয় ফেল্ না করে। একটা বছর নষ্ট না হয়ে যায়। সর্বদাই negative চিন্তা, Will power strong হলে আমাদের কিছুতেই ভয় পেলে চলবে না। ভগবান আছেন, সব ঠিক করে দেবেন। বিশ্বাস থাকা চাই। অটুট বিশ্বাস। অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি অটুট বিশ্বাস ছিল। তাই তো তিনি রথের দড়ি শ্রীকৃষ্ণের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। আর তাই সদ্‌গুরুর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি — সব রাখতে হবে। Positive চিন্তা করতেই হবে যে, আমার গুরু আমার সবরকম কাজ থেকে আমায় উদ্ধার করে দেবেন। এইজন্যই তো মন সর্বদা জপ-ধ্যানে নিমগ্ন রাখতে হবে। শুধু বসে বসে জপ করলে হবে না, হাতে কাজও করতে হবে। সংসারে কাজ না করলে চলবে কেন? কিন্তু তাই বলে গুরুকে ভুলে নয়। আমার জীবনে অনেক কিছুই ঘটে গেছে, কিন্তু তবুও আমি গুরু-চরণ ছাড়িনি। সব কাজ থেকে উদ্ধার হয়ে গেছি। প্রথমে একটু সংশয় থাকে, কিন্তু তাকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে শ্রী গুরু-র মূর্তি, শ্রী গুরুর বাণী হৃদয়ে রাখি। কার্য উদ্ধার হয়ে যায়। জয় মা, জয় গুরু।

আজ এই পর্যন্ত। আসুন, আমরা সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে গাই,

'জয় মা, জয় মা জয় জয় মা।'

শ্রী আনন্দময়ী মা-এর বাণী

যেমন এক বীজেতে অনন্ত বীজ, অনন্ত ব্রহ্ম। আবার অনন্তের ভিতরেও সেই অন্ত, একই। তাঁকে নানা দিকে পাওয়া, নানা ভাবে পাওয়া। সর্বরূপ সর্বাধিক, আবার নানাত্বের বাইরে যেতে হবে। বাইরে ভিতরে তাঁকে সর্বাঙ্গীন পাওয়া চাই। যা কিছু শোন, তোমাদের এই দৃষ্টি। অর্থাৎ এই চশমা দিয়ে দেখ কিনা, কাজেই দেখার ভুল থাকে। লক্ষ্য ছোট করে রেখো না। সেই পরম পদে লক্ষ্য রেখো। সেই যে সর্বাঙ্গীন ব্যক্ত, অব্যক্ত, অখণ্ড পূর্ণ তাঁকে পেতে হবে।

◈◈ ◈◈

যাহা সকলেই চায়, তাহা পাইবার সহায়ক যে সব কর্ম, তাহাই ধর্ম। তাহাই স্বভাবের কর্ম, আর যাহা অশান্তি দুঃখ আনে, তাহাই অভাবের কর্ম, তাহাই অধর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-সন্নিধানে
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মা আনন্দময়ীর সাথে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীদ্বয়
জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী

মহারাণী গায়ত্রী দেবী

বেনারস-এ মা-এর দেখা গঙ্গায় বিসর্জিত
হতে যাওয়া কাশী মহারাজ-এর
গোপালের মূর্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ ২৯শে জুলাই। গায়ত্রী দেবী-র মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল, এক অপরূপ সুন্দরী মহিলার ছবি। যাঁকে আজ থেকে বহু বছর আগে আমার চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমার পরম আরাধ্যা শ্রী মা আনন্দময়ী-র সামনে দেরাদুন-এ। ঐরকম সৌন্দর্য আমি আগে কখনও দেখিনি। পরেও নয়। মনে পড়ে গেল, সেদিনের কথা।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেরাদুন-এ শ্রী মা-এর উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা হওয়ার সংবাদ পেয়ে আমরা দেরাদুন-এ যাওয়া মনস্থ করলাম। এই মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন শ্রী মা-এর সুযোগ্য সেবক শ্রী মতিলাল খৈতান ও শ্রীমতী রাজাবেন খৈতান, তাঁদেরই রাজপুরস্থিত বাসভবনের বিশাল প্রাঙ্গণে। হিমালয়ের পাদদেশে, চারিদিক সবুজ পাহাড়ে ঘেরা শান্ত পরিবেশে সর্বোপরি শ্রী মা-এর পুণ্য উপস্থিতিতে এই দুর্গাপূজার আয়োজন। কল্পনাতীত আনন্দে মন নেচে উঠল। আমরা সপরিবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

আমার বাবা স্বর্গীয় গোপাল সরকার শ্রী মা-এর পরম ভক্ত ছিলেন। উনিও আমাদের সাথে যখনই সুযোগ পেতেন, মা-এর কাছে যেতেন। আমি, আমার স্বামী শ্রী দেবকুমার দত্ত, মেয়ে জয়িতা, দিদির মেয়ে মধুপর্ণা ও বাবা সবাই মিলে দেরাদুন পৌছাঁলাম। শ্রীমতী রাজাবেন প্যাণ্ডেল-এর কাছে সকলের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমরা সেখানে না থেকে উঠেছিলাম কোয়ালিটি হোটেল-এ।

শ্রী মা ছিলেন শ্রীমতী রাজাবেন-এর নবনির্মিত পঞ্চবটী-র নিকটস্থ কুটিরে। হিমালয়ের কোলে কাঠের কারুকার্যকরা সুন্দর কুটির। আমরা মা-কে প্রণাম করে দুর্গামণ্ডপ-এ যাব ঠিক করলাম। বাকি ওরা সবাই হোটেলে চলে গেল।

আমি শ্রী মা-কে প্রণাম করতে কুটিরের দিকে এগোলাম। কুটিরের দরজা আধ-ভেজানো ছিল। হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। দেখলাম ভেতরে পালঙ্কে শ্রী মা আধশোয়া অবস্থায় হাতে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কারও সঙ্গে কথা বলছেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মা-এর দিকে এগোতেই মা-এর হাতের ইশারায় থেকে গেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বললেন, 'দেখছ না, উনি কথা বলছেন?'

মা-এর কথা শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, এক অপরূপা সুন্দরী ভদ্রমহিলা মা-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে স্মিত হাসি. ধবধবে সাদা সিফন শাড়ি গা-এর রঙে মিশে আছে। হাঁ করে চেয়ে আছি। সাক্ষাৎ মা দুর্গা নাকি? গলায় হীরা ও পান্না খচিত বিরাট লকেট মুক্তার মালায় গাঁথা। দু'গাছা করে হীরের চুড়ি দু'হাতে পরে আছেন। এতেই কত সুন্দর লাগছে। আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মা-কে প্রণাম না করে ফেরার জন্য উদ্যত হতেই উনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন,

'না, না, আপনি প্রণাম না করে ফিরে যাবেন না, আগে প্রণাম করে নিন।'

হাত দিয়ে মা-কে দেখিয়ে বললেন, মুচকি হাসি হাসলেন। হাসিটাও খুব সুন্দর। শ্রী মা-কে প্রণাম করতেই শ্রী মা তাঁর চিরাচরিত আনন্দময়ী হাসি হেসে আমার প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন। বেশ জোরে জোরে 'জয় দুর্গা জয় দুর্গা' বলে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, শ্রী মা ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমায় প্যাণ্ডেলে যেতে ইঙ্গিত করছেন। আমিও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। তবে বেরোবার আগে ওই ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালাম। উনিও হাসলেন। বাইরে এসে উদাসদি-র সাথে দেখা। উদাসদি-কে ওই মহিলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম, উনি জয়পুর-এর মহারাণী গায়ত্রী দেবী। নাম শুনে অবাক হলাম, লজ্জিত হলাম তার চেয়েও বেশি। উনি মহারাণী, শ্রী মা-এর সাথে কথা বলছিলেন, আর আমি না জেনে না শুনে ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়েছিলাম। ওঁদের কথোপকথনে বাধা দিয়েছিলাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহারাণীর মুখে কোনও বিরক্তিভাব ছিল না উপরন্তু আমায় বললেন, প্রণাম করে নিতে। উনি মহারাণী ছিলেন তাই আচরণও মহারাণীর মত। সত্যি কত ধীর, স্থির ও নম্রস্বভাবা। এই কারণেই গায়ত্রী দেবীকে এত ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল স্বর্গ থেকে কোন দেবী নেমে এসেছেন ওইখানে।

শ্রী মা-এর কাছে অনেক রাজা-রাণীকে আসতে দেখেছি। যেমন, গণ্ডাল-এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাণী, টিগরী-র রাণী, সোলন-এর রাজা। কিন্তু মহারাণী গায়ত্রী দেবীর সমতুল সৌন্দর্য সকলের ছিল না।

১৯৭১ সালে দেখা গায়ত্রী দেবী ছিলেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্তি। কালের বিবর্তনে কাগজে দেখা তাঁর মহাপ্রয়াণের ছবির সাথে অতীতের ছবি মিলছে না। তাই ভাবি, আমার দেখা গায়ত্রী দেবী আমার মধ্যে সেই পুরানো স্মৃতিতেই উজ্জ্বল থাকুন চিরকাল।

◈◈ ◈◈

মহারাণী গায়ত্রী দেবীর কথা ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট অলৌকিক কাহিনী আমরা নানাভাবে জেনেছি।

একবার মা কাশী বা বেনারস-এর আশ্রমে ভক্ত-পরিবৃতা হয়ে ঠাকুরের নাম গানে বিভোর হয়ে আছেন। হঠাৎ মা জোরে বলে উঠলেন, 'ওই দ্যাখ, গোপালকে গঙ্গায় বিসর্জন দিচ্ছে। শিগগীর দেখ।'

সত্যিই দেখা গেল, বেনারস-এর গঙ্গার ঘাটে কাশী মহারাজ-এর নিত্যপূজার গোপাল-বিগ্রহকে পুরোহিত বিসর্জন দিতে এসেছেন আর অঝোরধারায় কাঁদছেন — 'হে প্রভু! তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

সকলে ছুটে এসে দেখল, মা দিব্যদৃষ্টিতে এটাই দেখেছিলেন। মা সেই গোপালকে কোলে তুলে নিলেন। বহুমূল্য এক চন্দনকাঠের সিংহাসন নির্মিত হল গোপালের জন্য। আজও সেই গোপাল স্ব-মহিমায় বিরাজ করছেন মা-এর বেনারস-এর আশ্রমে।

◈◈ ◈◈

আর এক কাহিনী। মা-এর কাছে আশ্রমে থাকতেন গোপালের মা বলে এক ভক্তিমতী মহিলা। তাঁর বিছানার মাথার দিকে থাকত গোপালের একটি ফটো। তাঁর পূজা করতেন। সারাদিন মা-এর নামগান, আর আশ্রমের কাজকর্মে কেটে যেত তাঁর দিন। একদিন তিনি যখন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ঘরে এলেন, দেখলেন তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট শিশুর পা-এর ছাপ তাঁর ঘরের মধ্যে দিয়ে গোপালের ফটোতে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। তিনি তো অবাক! গোপালের পায়ের ছাপ তাঁর ঘরে এল কি করে! এত দয়া গোপালের দেখে তিনি তো আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সত্যি ভগবানের কৃপা যে পায়, সে হয়ত নিজেও জানে না সে কত বড় পুণ্য করেছে।

মা-এর সান্নিধ্য যেসব দিদি-রা আশ্রমে পেয়েছেন, প্রতিদিনের কত অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী তাঁরা ছিলেন! মা-এর বাণী শুনে, নাম-গান করে মা-এর মুখে কত কথা শুনে তাঁরা তাঁদের জীবনের অনেক শিক্ষা পেয়েছেন। আমরা যাঁরা গৃহী, আমাদের পক্ষে সেই সময়, সেই সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, মা-এর বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে উপস্থিত থাকতে। তাতেই মন ভরে যেত। সেই রেশ নিয়েই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে মা-এর আশীর্বাদে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম।

◈◈ ◈◈

দিন কাটছিল একভাবে। হঠাৎ-ই একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হল!

কনখল থেকে পাটুন-দার ফোনে মিত্তল ভাইসাহেব-এর চিরদিনের মত চলে যাওয়ার খবর পেলাম। আগে তাঁর সেইরকম কোন অসুস্থতা শুনিনি, সেদিনও সকালে হাঁটতে গিয়েছিলেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে খোলা আকাশের নীচে শরীর ছেড়ে শ্রী মা আনন্দময়ীর চরণে লীন হয়ে যান। বাড়ির লোকেরা খবর পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার-রা ওঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর কনখল-এ পৌঁছালে আমরা সবাই জানতে পারি।

ওঁর দেহ কখন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হবে জেনে আমি ও আমার স্বামী মিঃ দত্ত ওঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ওঁর বাড়িতে গেলাম। বাড়ির সামনে গিয়ে কিছুই বোঝা যাবে না। চুপচাপ নিস্তব্ধ সব। আমাদের কেউ চলে গেলে আমরা দেখেছি কত কান্নার রোল, চেঁচামেচি হয়, কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখি, মিত্তল ভাইসাহেব-এর দেহ মাটিতে শোয়ানো আছে। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখটা শুধু খোলা রয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটো চোখের পাতায় দুটো তুলসী পাতা চন্দন দিয়ে লাগানো। মাথার কাছে দু'টি তুলসী গাছ আর মাঝখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে। যেন তুলসী-রূপ রাধা-কৃষ্ণ মিত্তল সাহেব-কে আশীর্বাদ করছেন। ঘরের একধারে মৃদুস্বরে ক্যাসেট (মা-এর ক্যাসেট) বাজছিল ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কণ্ঠে। মা নামে চারিদিক মুখরিত। সব নাতি-নাতনি ছেলে-বউ সবাই ওঁর দেহ ঘিরে বসে আছে। মিসেস মিত্তল, যাঁকে আমরা পুষ্পাদিদি বলে ডাকি, উনি মিত্তল সাহেবের পায়ের কাছে বসে গীতা পাঠ করে চলেছেন। চোখের জল বাঁধ মানছে না। আমরা কাছে গেলে আমাদের উনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

আমার সেইসময় মনে হল, শ্রী আনন্দময়ী মা-র আশীর্বাদে পুষ্পাদিদি এত বড় শোক নিঃশব্দে সহ্য করে চলেছেন। উনি গীতার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য শোক করা উচিত নয়। আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা অমর, অজন্মা। মৃত্যুই সত্য, জীবন অসত্য। সত্য আমাদের অনেক কিছু শেখায়।

মিত্তল সাহেব-এর নাম ছিল কর্মবীর মিত্তল। সত্যিই কর্ম করতে করতে চলে গেলেন। সেদিনও অফিস যাওয়ার পোশাক বের করে রেখেছিলেন। স্বর্গ বলে যদি কোনও জায়গা থাকে, সেখানে মিত্তল ভাইসাহেব-এর জায়গা একেবারে পাকা বলে আমার মনে হয়। পুষ্পাদিদিও আমাদের মা-এর মত স্নেহ করতেন। তাই শ্রী আনন্দময়ী মা-এর চরণে প্রার্থনা করি মা যেন সদাই পুষ্পাদিদির হৃদয়ে বিরাজ করেন।

শ্রী আনন্দময়ী মা-এর বাণী

তিনি আছেন। তিনি না থাকলে আমি কই? তিনি আমাকে ছুঁয়ে আছেন। এই ভাবটা নিতে নিতে দেখবে তিনিই। আমি যদি থাকি, সেবক সেবিকা। তাই আমি ত দূরে রইলাম না। তাই আর দুর্বুদ্ধি হল না। এই ভাবটা আনবার জন্যই নিরন্তর ভাবা। যতটা ইষ্টতে মন রাখবে ততটা নিষ্ঠা বাড়বে। বহুদিকে মন না দিয়ে একাগ্র হওয়া। ভয় ভাবনা কেন? তিনি আমার কাছে নাই এই ভাবটার জন্যই ত! তিনি ধরে আছেন, ভয় কি? অভয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

লেখক পরিচিতি

মমতাময়ী শ্রী মা আনন্দময়ী গতাপ্রাণা, মা-এর আশীর্বাদধন্যা শ্রীমতী গোধূলি দত্ত কলকাতা-র অলঙ্কার-শিল্প জগতের প্রতিষ্ঠিত নাম — মন্মথভূষণ সরকার (এম.বি.সরকার) ও সুধাংশুবালা সরকার-এর দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণগোপাল সরকার এবং প্রভাময়ী সরকার-এর দ্বিতীয়া কন্যা। গোধূলি দত্ত-এর জন্ম কলকাতা-র বউবাজার অঞ্চলে। তাঁর শৈশব ও কৈশোর সবই কেটেছে কলকাতা-য়।

মা-এর সাথে প্রথম দর্শন বিয়ের আগেই কলকাতায় থাকাকালীন। ওই সময় থেকেই মা-এর পরম ভক্ত। মা স্নেহভরে নাম দিয়েছিলেন 'গোপা'। হাতে তুলে দিয়েছিলেন গীতা ও চণ্ডী। তারপর থেকে তাঁর জীবন শুধুই মাতৃ-ময়।

শ্রী মা আনন্দময়ী-র অন্যতমা শিষ্যা ঢাকা-র ভাগ্যকুল-এর জমিদার রায় পরিবারের জ্যৈষ্ঠ-পুত্র জগন্নাথ রায়-এর সহধর্মিণী অন্নপূর্ণা ছিলেন তাঁর পরমপ্রিয় 'জেঠিমা'। তাঁর হাত ধরেই গোধূলি প্রথম পা রাখেন মা-এর আশ্রমে।

মা আনন্দময়ী-র কাছে যেতে অনেক সময় সঙ্গী হতেন পদ্মা, গোধূলির বিশেষ বন্ধু, জেঠিমা-র দেওর-এর মেয়ে। দুজনে একসাথে বহু সুন্দর সময় কাটাতেন।

গোধূলি বিবাহসূত্রে ছিলেন বিদেশী কোম্পানির কর্ণধার স্বর্গীয় দেবকুমার দত্ত (ডি.কে. দত্ত) মহাশয়-এর সুযোগ্যা সহধর্মিণী।

১৯৬৯ সালে প্রথম দিল্লি-তে আসা স্বামীর কর্মসূত্রে। কালকাজি-তে শ্রী মা আনন্দময়ীর আশ্রমের সাথে যোগাযোগ স্থাপন। অসংখ্য গুরু ভাই-বোনদের সাথে হৃদ্যতা ও মা-এর নাম-গানে মেতে ওঠা।

সেই মা-এর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের স্মৃতিতে তাঁর জীবনকে তিনি ভরিয়ে রেখেছেন — তারই কিছু অংশ এই স্মৃতিসুধা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় ...

মা আনন্দময়ী নানা রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথা

মমতাময়ী মা শ্রী আনন্দময়ী-র সাক্ষাৎ পাই আমার জীবনের প্রথমভাগে। তখন অনেক কিছুই জানতাম না, বুঝতাম না বা বোঝবার বোধশক্তিও হয়নি। মা-কে দেখে, মা-এর সান্নিধ্য পেয়ে, মা-এর বাণী শুনে, মা-এর উপস্থিতিতে চমৎকারিত্ব দেখে, মা-এর আশীর্বাদ-ধন্য হয়ে অনেক পাওয়া হয়েছে জীবনে — যা অনেক বেশি মূল্যবান আর পাঁচটা জাগতিক পাওয়া সুখ বা আনন্দের চেয়ে।

আমরা গৃহী-জীবনে যা কিছু চাই, অনেক সময় পরিস্থিতি তার বাদ সাধে। তাই মনের ইচ্ছা মনেই থেকে যায়। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, আমি যা চেয়েছিলাম তা আজ আমার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হলেও পূরণ হয়েছে।

আমি এই সীমিত পরিসরে মা-এর অসীম, অনন্ত রূপ কিছুটা বলতে চেয়েছি। জানি না, কতটা পেরেছি। তবে যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, তার জন্য করজোড়ে মার্জনা চাইছি সকল গুরু-ভাই বোনদের কাছে, শ্রদ্ধেয় দাদা-দিদিদের কাছে এই দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছি বলে।

আবার বলছি, আমাকে আমার প্রিয়জনেরা এবং পরিচিতজনে-রা ক্ষমা করবেন এই ছোট্ট একটি কাজ করার আনন্দ পেতে চেয়েছি বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-এর অমূল্য বাণী

যাঁর জন্য তাপিত হলে সর্বতাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়,
তাঁর আশ্রয়ই তো আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

বাইরের ঘরে থাকলে তো অন্তঃপুর দেখা যায় না।
মুখখানি ঘুরিয়ে ওই মুখে রাখতে চেষ্টা করো যথাসাধ্য।

একটা বিষাক্ত ফোঁড়া হলে তা হতে আরোগ্যলাভের জন্য
সুব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়।

স্থির আসন, স্থির দৃষ্টি, জপ আশ্রয়, তবেই রসের আশা।

যতক্ষণ তাঁর অনুভব না হয় তাঁর ক্রিয়া ছাড়তে নেই।
জপ, ধ্যানে তাঁকে পাওয়া যায়।
তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন না, এ হতেই পারে না।

চুপচাপ শান্তভাবে বসা, ভাবা — শূন্যের মধ্যে
আমার কাছে মা — এতে আনন্দ পাবে।

অনড়ভাবে বসে, শুয়ে ধ্যান করা।
ভাবা – মা আমার কাছে সর্বক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi